Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মসজিদ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ও ফযিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

উস্তাদ আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আব্দুল আহাদ বিন আলম

রোলঃ 216010139

৩১ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মসজিদ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ও ফযিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

উস্তাদ আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আব্দুল আহাদ বিন আলম

রোলঃ 216010139

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "মসজিদ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ও ফযিলত" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে আব্দুল আহাদ বিন আলম, আইডিঃ 216010139 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

উস্তাদ আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, "মসজিদ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ও ফযিলত" শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

আব্দুল আহাদ

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৪ ইং

আব্দুল আহাদ বিন আলম

আইডিঃ 216010139

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

মসজিদ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ও ফযিলত 11

মসজিদের ফযীলত 13

ফযীলতপূর্ণ ৪ টি মসজিদ..15

একটি ভুল ধারণাঃ মনগড়াভাবে কোনো মসজিদকে বিশেষ ফযীলতের মসজিদ মনে করা 16

মসজিদুল হারাম 18

মসজিদে নববী 25

মসজিদে আক্বছা 27

মসজিদে ক্বোবা..30

বিশ্ব ইতিহাসের পাতায় কিছু ঐতিহাসিক মসজিদঃ..32

কর্ডোভা মসজিদ (কর্ডোভা, স্পেন) 32

আয়া সোফিয়া মসজিদ (ইস্তানবুল, তুরস্ক)..35

উমাইয়া মসজিদ (দামেস্ক, সিরিয়া) 37

শিয়ানের মহান মসজিদ (শিয়ান, চীন) 40

বাংলার ইতিহাসে স্মরণীয় কিছু ঐতিহাসিক মসজিদ 42

ষাট গম্বুজ মসজিদ..42

তারা মসজিদ, ঢাকা..44

কুসুম্বা মসজিদ, নওগাঁ..45

চাঁপাইনবাবগঞ্জের ছোট সোনা মসজিদ 47

সাত গম্বুজ মসজিদ, ঢাকা 48

চাঁদ মসজিদ, রাজশাহী..49

ঢাকার লালবাগ কেল্লার মসজিদ 50

মসজিদে যিরার 51

মসজিদের ফযীলত 53

মসজিদে যাওয়ার ফযীলত..58

মসজিদে গমনের আদবসমূহ..66

মসজিদে অবস্থানের ফযীলত 77

মসজিদে অবস্থানের আদব 80

মসজিদে বৈধ কাজসমূহ..89

মসজিদ সংশ্লিষ্ট অবৈধ কাজসমূহ..96

মসজিদের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু আহকাম 103

মসজিদ সংক্রান্ত কিছু প্রচলিত ভুল ধারণা..110

উপসংহার 114

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ

নিশ্চয়ই যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য। আমরা তারই প্রশংসা করি, তারই কাছে সাহায্য চাই, তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। আল্লাহর নিকট আমরা আমাদের প্রবৃত্তির অনিষ্টতা ও আমাদের কর্মসমূহের খারাবী থেকে আশ্রয় কামনা করি। আল্লাহ যাকে হেদায়েত দেন, তাকে গোমরাহ করার কেউ নেই। আর যাকে গোমরাহ করেন, তাকে হেদায়েত দেওয়ার কেউ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তাঁর কোন শরীক নেই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

Islamic Online Madrasah থেকে পরিচালিত Bachelor in Dawah and Islamic Studies (Alim Preparatory Course) – Batch216 প্রোগ্রামের শেষ বর্ষে Research & Masayel (RAM100) বিষয়ের অধীনে যে থিসিস জমা দিতে হয়, তাতে আমার আলোচ্য বিষয়বস্তু হলঃ "মসজিদ প্রতিষ্ঠা করার গুরুত্ব ও ফযীলত"।

আল্লাহ তা'আলার দরবারে কামনে করছি, আল্লাহ যেন আমার এ মেহনতকে কবুল করেন এবং বারাকাহ-পূর্ণ করেন, মানুষের জন্য উপকারী করে দেন। আমার এ কাজের যাবতীয় ভুলত্রুটি আল্লাহ মাফ করুন। আর আমার এ আমল দ্বারা আমাকে দুনিয়া ও আখিরাতের উপকার ও যাবতীয় কল্যাণ দান করেন। পাশাপাশি প্রতিষ্ঠান আইওএম সংশ্লিষ্ট সকলকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা দ্বীনের জন্য কবুল করেন।

আব্দুল আহাদ বিন আলম

abdahad1613@gmail.com

মসজিদ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ও ফযিলত

সারসংক্ষেপঃ

মসজিদ একজন মুসলিমের জন্য শুধু আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধীর স্থানই নয়, বরং সামাজিক দায়িত্ব বন্টন এবং শিক্ষামূলক কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে কাজ করে। ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের গুরুত্বপূর্ণ একটি স্তম্ভ হলো সালাত যা মসজিদে আদায় করা হয়। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, "যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে একটি মসজিদ নির্মাণ করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করবেন," যা মসজিদ প্রতিষ্ঠার অতুলনীয় ফযিলতকে প্রতিফলিত করে। বিশ্বের যেখানেই মুসলমানরা বাস করছে সেখানেই গড়ে উঠেছে মসজিদ। আল্লাহর ইবাদাত, সমাজের পরস্পরে মেলবন্ধনসহ নানাবিধ হিকমতে জমিনের প্রান্তে প্রান্তে গড়ে উঠেছে মসজিদ। এক পরিসংখ্যান মতে, সারা বিশ্বে প্রায় ২৫ লাখেরও বেশি মসজিদ রয়েছে। বাংলাদেশে রয়েছে ২.৫ লাখেরও বেশি মসজিদ। আর শুধুমাত্র ঢাকা শহরেই রয়েছে ৬ হাজার মসজিদ। আয়তনের সঙ্গে সংখ্যার তুলনা করলে বাংলাদেশেই মসজিদের ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি।

শাব্দিক অর্থঃ

মাসজিদ (مسجد) একটি আরবি শব্দ। এটি سجد শব্দমূল থেকে উদ্গত। এর অর্থ হল সিজদার স্থান, সালাত আদায়ের স্থান। শব্দটি কুরআনে কারীমে মোট ১৭ বার এসেছে। আভিধানিক অর্থে যেখানে মানুষ আল্লাহর ইবাদতের জন্য সিজদা করে সেটাই মসজিদ। এ নামকরণের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আল্লামা যারকাশি (রহ.) উল্লেখ করেছেন যে, যেহেতু মসজিদে সালাত আদায় করা হয়। আর সালাতের মধ্যে সর্বোত্তম আমল হলো সিজদা, যা আল্লাহর নৈকট্য লাভের সবচেয়ে বড় মাধ্যম। এ কারণেই মসজিদকে মসজিদ বলা হয়। [যারকাশি, ই'লামুস সাজিদ বিআহকামিল মাসাজিদ: পৃ. ২৮]
পারিভাষিক অর্থে মসজিদ বলা হয়, المكان الذي أُعِدّ للصلاة فيه على الدّوام 'সালাতের জন্য স্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট স্থান।' [মুহাম্মাদ কালয়াজি, মুজামু লুগাতিল ফুকাহা, পৃ. ৩৯৭]
আর ব্যাপকার্থে উম্মতে মুহাম্মদির জন্য পৃথিবীর সমস্ত পবিত্র স্থানই মসজিদ। আল্লামা

কাযি ইয়াযের মতে, এটা এ উম্মতের বিশেষ মর্যাদা। আল্লামা যারকাশি বলেছেন যে, ‘আমাদের পূর্ববর্তী উম্মতেরা নির্দিষ্ট স্থান ব্যতীত সালাত আদায় করতে পারতো না। কিন্তু আমাদের জন্য পবিত্র সমস্ত জায়গায়ই সালাত আদায় বৈধ করা হয়েছে।’ [যারকাশি, ই’লামুস সাজিদ বিআহকামিল মাসাজিদ : পৃ. ২৭]

ভুল উচ্চারণঃ

কাউকে কাউকে দেখা যায় মসজিদ শব্দটি উচ্চারণ করেন এভাবে- ‘মরজিদ। কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে, মসজিদ শব্দের ‘স’ (বা সীন)-কে ‘র’ বানিয়ে দিয়েছে। সম্ভবত যারা ‘মারদাসা’ উচ্চারণ করে তারাই মাদরাসা শব্দের সাথে মিল রেখে (‘ম’-এর পর ‘র’) ‘মরজিদ’ বলেন।

সমগ্র ভূপৃষ্ঠ মসজিদ বানিয়ে দেওয়া হয়েছে, যা ইতিপূর্বে কোনো নবিকেই দেওয়া হয়নিঃ

জাবির ইবনু আবদিল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي :نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ ، وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ فَلْيُصَلِّ ، وَأُحِلَّتْ لِي الغَنَائِمُ ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً ، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ

‘আমাকে এমন পাঁচটি জিনিস দেওয়া হয়েছে, যা আমার পূর্ববর্তী কোনো নবিকেই দেওয়া হয়নি। ১. আমাকে (কাফিরদের বিরুদ্ধে) প্রভাব দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে, যা এক মাসের ব্যবধান থেকেও অনুভূত হয়। ২. আমার জন্য সমগ্র ভূপৃষ্ঠ পবিত্র ও মসজিদ বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং আমার উম্মতের যেখানে যার সালাতের ওয়াক্ত হবে, সেখানে সে সালাত আদায় করে নিবে। ৩. আমার জন্য গনিমতের মাল হালাল করা হয়েছে। ৪. প্রত্যেক নবিকে বিশেষভাবে তাঁর গোত্রের প্রতি পাঠানো হতো। আর আমাকে পাঠানো হয়েছে সমগ্র মানবজাতির প্রতি। ৫. আমাকে সুপারিশ করার অনুমতি দান করা হয়েছে।’ [বুখারি, আসসাহিহ : ৩৫৩; মুসলিম, আসসাহিহ : ৫২১]

কবরস্থান ও গোসলখানা ছাড়া সারা পৃথিবীর (সমস্ত জায়গাই) মসজিদ (নামায ও সিজদার স্থান)। (আবূদাঊদ, সুনান, তিরমিযী, সুনান, দারেমী, সুনান, মিশকাত ৭৩৭নং)
একদা আবূ যার (রাঃ) মহানবী (ﷺ) কে জিজ্ঞাসা করলেন, পৃথিবীতে সর্বপ্রথম কোন্ মসজিদ স্থাপিত হয়? উত্তরে তিনি বললেন, "হারাম (কা'বার) মসজিদ।" আবূ যার বললেন, তারপর কোন্‌টি? তিনি বললেন, "তারপর মসজিদুল আকসা।" আবূ যার বললেন, দুই মসজিদ স্থাপনের মাঝে ব্যবধান কত ছিল? তিনি বললেন, "চল্লিশ বছর। আর শোন, সারা পৃথিবী তোমার জন্য মসজিদ। সুতরাং যেখানেই নামাযের সময় এসে উপস্থিত হবে, সেখানেই নামায পড়ে নেবে।" (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৭৫৩নং)
নির্মিত গৃহ্ মসজিদ ছাড়া অন্য স্থানেও নামায পড়ার বৈধতা উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার জন্য এক অনন্য বৈশিষ্ট্য।

মসজিদের ফযীলত

মসজিদ আল্লাহর নিকট দুনিয়ার সবচেয়ে প্রিয় স্থান:

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

أَحَبُّ الْبِلاَدِ إِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُهَا وَأَبْغَضُ الْبِلاَدِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا

"আল্লাহ তাআলার জন্য নিকট সবচাইতে পছন্দনীয় স্থান হল মসজিদ এবং সবচাইতে অ পছন্দনীয় স্থান বাজার।"(সহিহ মুসলিম হা/1402)

মসজিদ আল্লাহর ঘর:

মহান আল্লাহ বলেন, وأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ অর্থাৎ, আর মসজিদসমূহ আল্লাহর।(কুরআন মাজীদ ৭২/১৮)

হাদিসে বর্ণিত হয়েছে:

عن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ تَعَالَى يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ " .

আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: ” যখন কিছু মানুষ আল্লাহর কোনো ঘরে (মসজিদে) সমবেত হয়ে আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করে এবং পরস্পরে তা নিয়ে আলোচনা করে, তখন তাদের উপর প্রশান্তি বর্ষিত হয়, তাদেরকে রহমত ঢেকে নেয়, ফেরেশতাগণ তাদেরকে ঘিরে রাখে এবং আল্লাহ তাঁর নিকটস্থ ফেরেশতাদের কাছে তাদের প্রশংসা করেন।” (সহীহ মুসলিম হা/1455)

মহানবী (ﷺ) বলেন, “আল্লাহর নিকট পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠতম স্থান হল মসজিদ এবং সবচেয়ে নিকৃষ্টতম স্থান হল বাজার।” (মুসলিম, মিশকাত ৬৯৬নং)

মসজিদের প্রতি গুরুত্ব এবং সম্মান বুঝাতে এগুলোকে “আল্লাহর ঘর” বলা হয়েছে। কেননা মসজিদ নির্মাণ করার উদ্দেশ্য হল, এক আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগি, জিকির-আজকার, তাসবিহ-তাহলিল, দোয়া ও ইস্তিগফার, কুরআন তিলাওয়াত, কুরআনের জ্ঞান শিক্ষা এবং কেবল তাঁকে সেজদা করার উদ্দেশ্যে। সুতরাং মসজিদ সমূহ যেহেতু পৃথিবীতে আল্লাহর ঘর সেহেতু আল্লাহর ঘর সমূহের সম্মান রক্ষা করা, তা হেফাজত করা এবং তার হক আদায় করা আমাদের জন্য অপরিহার্য।

ফযীলতপূর্ণ ৪ টি মসজিদ

মহানবী (ﷺ) বলেন, “তিনটি মসজিদ ছাড়া আর কোন স্থান যিয়ারতের জন্য সফর করা যাবে না; মসজিদুল হারাম, মসজিদুল আকসা ও আমার এই মসজিদ (নববী)।” (বুখারী, মুসলিম, সহীহ মিশকাত ৬৯৩) তিনি বলেন, “মসজিদুল হারাম ছাড়া অন্যান্য মসজিদের তুলনায় আমার এই মসজিদে (নববীতে) একটি নামায হাজার নামায অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।” (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৬৯২নং)

“আর অন্যান্য মসজিদের তুলনায় মসজিদুল হারামের একটি নামায এক লক্ষ নামায অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।” (আহমাদ, মুসনাদ, বায়হাকী, জামে ৩৮৩৮, ৩৮৪১ নং)

তবে, এই ফযীলত মহিলাদের জন্য নয়। কারণ, তাদের জন্য স্বগৃহে নামায পড়াই উত্তম। যেমন নফল বা সুন্নত নামাযেও উক্ত সওয়াব নেই, কেননা, সুন্নত বা নফল নামায ঘরে পড়াই আফযল। অথবা মক্কা ও মদ্বীনার মহিলাদের জন্য তাদের স্বগৃহে এবং ঐ স্থানদ্বয়ে সুন্নত ও নফল নামায ঘরে পড়ার ফযীলত আরো অধিক। অল্লাহু আ'লাম। মসজিদে নববীর একটি বিশেষ জায়গার কথা উল্লেখ করে মহানবী বলেন, “আমার গৃহ্ ও (আমার মসজিদের) মিম্বরের মাঝে বেহেশ্তের এক বাগান রয়েছে। আর আমার মিম্বর রয়েছে আমার হওযের উপর।” (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৬৯৪নং)

কুবার মসজিদ সম্বন্ধে মহানবী (ﷺ) বলেন, “যে ব্যক্তি স্বগৃহে ওযু বানিয়ে কুবার মসজিদে এসে কোন নামায পড়ে, তার একটি উমরাহ্ করার সমান সওয়াব লাভ হয়।” (আহমাদ, মুসনাদ, নাসাঈ, সুনান,হাকেম, মুস্তাদরাক, বায়হাকী, জামে ৬১৫৪ নং) প্রথম কিবলা মসজিদুল আকসায় নামায পড়লে ৫০০ বা ১০০০ নামাযের সওয়াবের কথা কোন সহীহ হাদীসে আসে নি। (তামামুল মিন্নাহ্, আলবানী ২৯৩-২৯৪পৃ:) অবশ্য এক বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, হযরত সুলাইমান (আঃ) যখন ঐ মসজিদ নির্মাণ শেষ করেছিলেন, তখন আল্লাহর নিকট দুআ করেছিলেন যে, যে ব্যক্তি কেবলমাত্র নামাযের উদ্দেশ্যেই ঐ মসজিদে উপস্থিত হবে, সে ব্যক্তি যেন ঐ দিনকার মত নিষ্পাপ

হয়ে ফিরে আসে, যেদিন তার মা তাকে প্রসব করেছিল। (নাসাঈ, সুনান ৬৬৯, ইবনে মাজাহ্, সুনান ১৪০৮ নং) আর এক বর্ণনা মতে তাতে ২৫০ নামাযের সওয়াব আছে। মহানবী (ﷺ) বলেন, “বায়তুল মাকদিস অপেক্ষা আমার এই মসজিদে নামায চারগুণ উত্তম। আর তা হল শ্রেষ্ঠ নামাযের স্থান।” (হাকেম, মুস্তাদরাক ৪/৫০৯, বায়হাকী শুআবুল ঈমান, ত্বা, সিলসিলাহ সহীহাহ, আলবানী ৬/২/৯৫৪)

একটি ভুল ধারণাঃ মনগড়াভাবে কোনো মসজিদকে বিশেষ ফযীলতের মসজিদ মনে করা

কোনো কোনো মানুষের মধ্যে বিশেষত মহিলাদের মধ্যে এই প্রবণতা লক্ষ করা যায় যে, কোনো মসজিদ অনেক পুরানো হলে, কিংবা কোনো মসজিদকে জাতীয় মসজিদ আখ্যা দেওয়া হলে অথবা কোনো মসজিদের সঙ্গে মাজার থাকলে অথবা অন্য কোনো দিক দিয়ে তাতে কোনো বিশেষত্ব থাকলে ওই মসজিদকে ফযীলতের মসজিদ মনে করা হয়। ধারণা করা হয় যে, এই মসজিদে নামায পড়ায় অন্য কোনো মসজিদে নামায পড়ার চেয়ে বেশি ছওয়াব। কোনো কোনো মানুষ তো এই উদ্দেশ্যে সফর পর্যন্ত করে থাকে। মহিলাদেরকে দেখা যায়, তারা এ জাতীয় মসজিদের জন্য মান্নত করেন এবং বাচ্চাদেরকে বরকতের জন্য বা অসুস্থদেরকে সুস্থতার জন্য সেসব মসজিদে স্পর্শ করিয়ে নিয়ে আসেন। মনে রাখতে হবে, এগুলো হল ভিত্তিহীন ধারণা ও অর্থহীন কাজ। উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো বা এ জাতীয় আরও কোনো বৈশিষ্ট্য কোনো মসজিদের শরয়ী মর্যাদা ফযীলত বৃদ্ধি করে না। সকল মসজিদই আল্লাহর ঘর এবং ফযীলতের দিক থেকে সবগুলোর মর্যাদা এক সমান। কোনো ঐতিহাসিক বিশেষত্বের কারণে কিংবা অন্য কোনো কারণে কোনো মসজিদ বিশেষ স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী হতেই পারে, কিন্তু এতে করে আল্লাহর ঘর হওয়ার দিক থেকে এবং ছওয়াব ও ফযীলতের দিক থেকে কোনো ব্যবধান সৃষ্টি হয় না। সকল মসজিদ এক মর্যাদার। ফযীলত ও অধিক ছওয়াবের বিষয়টি শুধু তিন মসজিদের ক্ষেত্রে প্রমাণিত। এক. মসজিদে হারাম, দুই. মসজিদে

নববী, তিন. মসজিদে আক্বসা। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে, “শুধু তিন মসজিদের উদ্দেশেই সফর করা যাবে। মসজিদে হারাম, আমার এই মসজিদ (মসজিদে নববী) এবং মসজিদে আক্বসা।” -সহীহ বুখারী, হাদীস ১১৮৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৩৯৭

কোনো মসজিদকে জাতীয় মসজিদ আখ্যায়িত করা একটি রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তের ব্যাপার। এর কারণে ওই মসজিদে বিশেষ ফযীলত সৃষ্টি হতে পারে না। তদ্রূপ মসজিদের ভিতরে মাজার হওয়া তো জায়েজই নেই, মসজিদের আশেপাশেও মাযার থাকা উচিত নয়। তাহলে মাযার থাকার কারণে মসজিদের ফযীলত বৃদ্ধি পাওয়ার কোন সুযোগ নেই। উপরোক্ত আলোচনার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, মহল্লার মসজিদ ছেড়ে অন্য কোনো মসজিদে নামায পড়া যাবে না; বরং উদ্দেশ্য হল, উপরোক্ত ভুল ধারণাটি সংশোধন করা উচিত। একটি উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, যে মসজিদে কোনো বুযুর্গ আলেম ইমাম হিসেবে আছেন এবং সেখানে দ্বীনী তা'লীম ও মোযাকারার ব্যবস্থা রয়েছে সেই মসজিদ যদি অন্য কোনো মহল্লায়ও হয় তবুও সেখানে দ্বীনী ও ইলমী উন্নতির স্বার্থে যাওয়া মোটেই নিষেধ নয়।

মসজিদুল হারাম

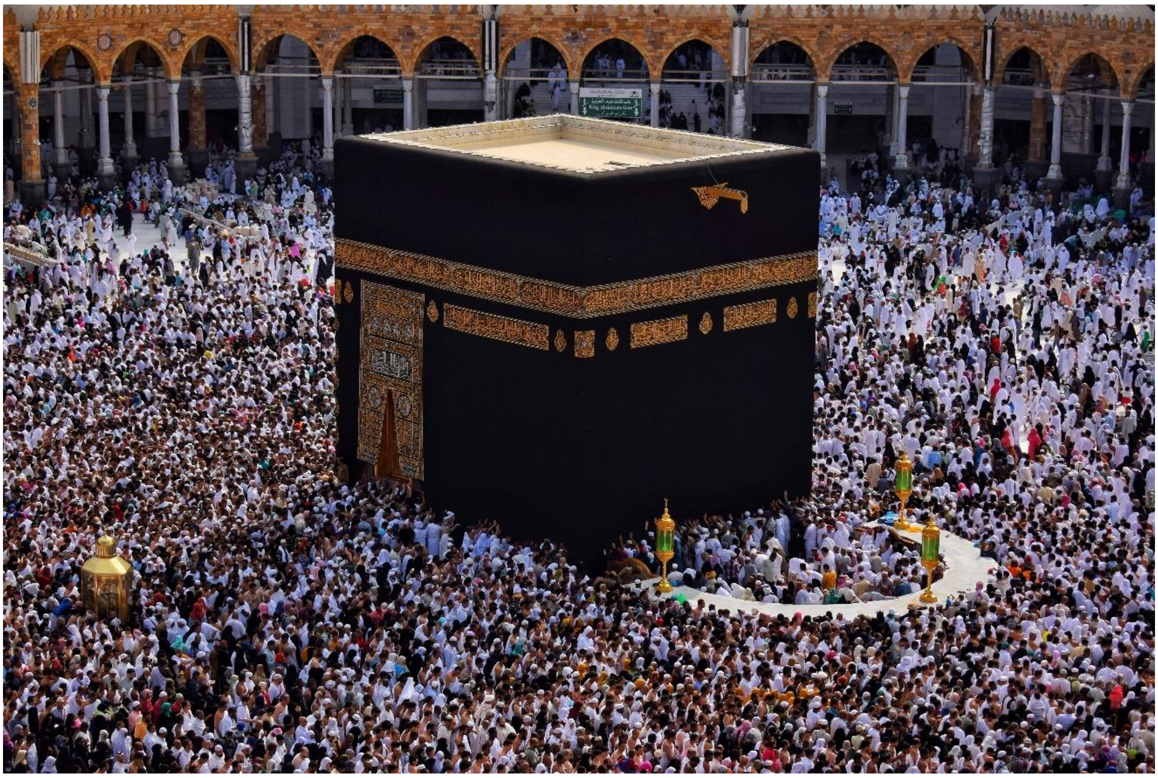

পৃথিবীর প্রথম মসজিদ হ'ল মক্কায় অবস্থিত মসজিদে হারাম বা বায়তুল্লাহ। মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِيْنَ،

'নিশ্চয়ই প্রথম ইবাদতগৃহ, যা মানবজাতির জন্য মক্কায় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। যা বরকতমন্ডিত এবং বিশ্ববাসীর জন্য পথ প্রদর্শক' (আলে ইমরান ৩/৯৬)।

আবূ যার গিফারী (রাঃ) বলেন

قُلْتُ :يا رَسولَ اللهِ، أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ أَوَّلَ؟ قالَ :المَسْجِدُ الحَرامُ. قُلْتُ :ثُمَّ أَيٌّ؟ قالَ :ثُمَّ المَسْجِدُ الأقْصى قُلْتُ :كَمْ كانَ بيْنَهُما؟ قالَ :أَرْبَعُونَ، ثُمَّ قالَ :حَيْثُما أَدْرَكَتْكَ الصَّلاةُ فَصَلِّ، والأَرْضُ لكَ مَسْجِدٌ،

'আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! সর্বপ্রথম কোন মসজিদটি নির্মাণ করা হয়েছে। তিনি বললেন, মসজিদে হারাম। আমি বললাম, অতঃপর কোনটি? তিনি বললেন, মসজিদে আক্বছা। আমি বললাম, এ দুইয়ের নির্মাণের মাঝখানে ব্যবধান কত? তিনি

বললেন, চল্লিশ (বছরের)। (অতঃপর তিনি বললেন), যেখানেই তোমার ছালাতের সময় হবে, সেখানেই তুমি ছালাত আদায় করবে। কারণ সম্পূর্ণ পৃথিবীই তোমার জন্য মসজিদ বা সিজদার স্থান'।[বুখারী হা/৩৩৬৬; মুসলিম হা/৫২০; নাসাঈ হা/৬৯০; মিশকাত হা/৭৫৩]

পৃথিবীর প্রথম মসজিদ আদম (আঃ) সর্বপ্রথম কা'বা ঘর নির্মাণ করেন।[বুখারী হা/৩৪২৫; মুসলিম হা/৫২০]

পরে ইব্রাহীম (আঃ) স্বীয় পুত্র সন্তান ও তাঁর স্ত্রীকে এই মসজিদের নিকটে রেখে আল্লাহর কাছে এই বলে দো'আ করেন, 'আর যখন ইবরাহীম বলেছিল, হে আমার পালনকর্তা, এ শহর (মক্কা)-কে তুমি শান্তিময় কর এবং আমাকে ও আমার সন্তানদের তুমি মূর্তিপূজা থেকে দূরে রাখ। হে আমার প্রতিপালক! এই মূর্তিগুলো বহু মানুষকে বিপথগামী করেছে। অতএব যে আমার অনুসারী হবে, সে আমার দলভুক্ত। আর যে আমার অবাধ্য হবে, নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল ও দয়াবান। হে আমাদের প্রতিপালক! আমি আমার এক সন্তানকে তোমার এ পবিত্র (কা'বা) গৃহের সন্নিকটে চাষাবাদহীন উপত্যকায় আবাদ করেছি। হে আমাদের পালনকর্তা যেন তারা ছালাত কায়েম করে। অতএব কিছু মানুষের অন্তরকে তুমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট করে দাও এবং তাদেরকে ফল-ফলাদি দ্বারা রূযী দান কর। যাতে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে' (ইবরাহীম ১৪/৩৫-৩৭)।

পরে আল্লাহর আদেশে ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আঃ) কা'বা ঘর পুনর্নির্মাণ করেন এবং আল্লাহর কাছে এই বলে দো'আ করেন, رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ، 'হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি আমাদের পক্ষ হতে এটি কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ' (বাক্বারাহ ২/১২৭)।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সময় কা'বা ঘরের দেয়ালগুলো নষ্ট হয়ে যায় এবং কা'বা ঘর থেকে মূল্যবান মালামাল চুরি হয়ে যায়। তখন কুরায়েশরা কা'বা ঘর সংস্কারের সিদ্ধান্ত নেয়। রাসূল (ছাঃ)-এর বয়স ছিল তখন ৩৫ বছর। কা'বা নির্মাণের পর হাজারে আসওয়াদ স্থাপন নিয়ে কুরাইশদের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব দেখা দিলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মধ্যস্ততায় এর সমাধান হয় এবং গোত্রীয় দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে। ফলে সকলে

রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ থেকে রক্ষা পায়। হালাল টাকার অভাবে কুরাইশরা কা‘বাকে ইব্রাহীম (আঃ)-এর মূল ভিত্তির উপর নির্মাণ করতে পারেনি। ফলে হাত্বীমকে কা‘বার দেয়ালের বাইরে রাখা হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সার্বিক পরিস্থিতির কথা চিন্তা করে এটা থেকে বিরত থাকেন।[বুখারী হা/১৫৮৬]

আয়েশা (রাঃ)-এর বোনের ছেলে বিশিষ্ট ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের (রাঃ) স্বীয় খেলাফতকালে (৬৪-৭৩ হিঃ) ৬৪ হিজরী সনে কা‘বাগৃহ ভেঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ইচ্ছানুযায়ী তা পুনর্নির্মাণ করেন। কিন্তু ৭৩ হিজরী সনে তিনি যুদ্ধে নিহত হলে উমাইয়া খলীফা আব্দুল মালিক ইবনু মারওয়ানের নির্দেশে গভর্নর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ তা পুনরায় ভেঙ্গে আগের মত হাত্বীমকে বাইরে রেখে নির্মাণ করেন। পরবর্তীতে আববাসীয় খলীফা মাহদী ও হারূণ এটি পুনর্নির্মাণ করে রাসূল (ছাঃ)-এর ইচ্ছা পূরণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ইমাম মালেক (৯৩-১৭৯ হিঃ) তাদেরকে বলেন, ‘আপনারা কা‘বা গৃহকে রাজা-বাদশাহদের খেল-তামাশার বস্ত্ততে পরিণত করবেন না। [তাফসীর ইবনু কাছীর, সূরা বাক্বারাহ ১২৭-১২৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্র.]

বর্তমানে এভাবেই কা‘বা ঘর রয়েছে এবং হাজীগণ হাত্বীমের বাহির দিয়েই তাওয়াফ করেন।

পৃথিবীর সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ মসজিদ হল মক্কায় অবস্থিত মসজিদে হারাম। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে এ মসজিদের অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। তা হলোঃ

(১) মুসলমানদের ক্বিবলা :

মুসলমানদের ক্বিবলা হচ্ছে মসজিদে হারাম তথা বায়তুল্লাহ। প্রত্যেক মুসলমানকে ছালাতের সময় মসজিদে হারামের দিকে মুখ করে ছালাত আদায় করতে হয়। ক্বিবলামুখী হওয়া ছালাতের অন্যতম ফরয। ইচ্ছাকৃতভাবে মসজিদে হারাম ব্যতীত অন্য কোন দিকে ফিরে ছালাত আদায় করলে তা কবুল হবে না। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

،فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ

‘অতএব তুমি মাসজিদুল হারামের (কা‘বা গৃহের) দিকে তোমার চেহারা ফিরিয়ে দাও। আর তোমরা যেখানেই থাক তোমাদের চেহারাকে সেদিকেই (কা‘বার দিকে) ফিরিয়ে দাও’ (বাক্বারাহ ২/১৪৪)। আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন, যখন নবী করীম

(ছাঃ) কা‘বায় প্রবেশ করেন, তখন তাঁর সকল দিকে দো‘আ করেন, ছালাত আদায় না করেই বেরিয়ে আসেন এবং বের হবার পর কা‘বার সামনে দু’রাক‘আত ছালাত আদায় করেন এবং বলেন, এটাই ক্বিবলা’।[বুখারী হা/৩৯৮; মুসলিম হা/১৩৩০; নাসাঈ হা/২৯১৭]

(২) কা‘বাকে ক্বিবলা হিসাবে গ্রহণ করা মুসলিম হওয়ার পরিচায়ক :

কা‘বাকে ক্বিবলা হিসাবে গ্রহণ করা মুসলিম হওয়ার পরিচায়ক। আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) বলেন,

،مَن صَلّى صَلاتَنا واسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنا، وأَكَلَ ذَبِيحَتَنا فَذلكَ المُسْلِمُ الذي له ذِمَّةُ اللهِ وذِمَّةُ رَسولِهِ

‘যে ব্যক্তি আমাদের ন্যায় ছালাত আদায় করে, আমাদের ক্বিবলামুখী হয় আর আমাদের যবেহকৃত প্রাণী খায়, সেই মুসলিম, যার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যিম্মাদার’।[বুখারী হা/৩৯১; নাসাঈ হা/১৫৯৮; মিশকাত হা/১৩।]

(৩) এক লক্ষ গুণ বেশী ছওয়াব :

বায়তুল্লায় ছালাত আদায় করলে অন্যান্য মসজিদের চেয়ে এক লক্ষ গুণ বেশী ছওয়াব হয়। আবুদ্দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

،فَضْلُ الصلاةِ في المسجدِ الحرامِ على غيرِه مائةُ ألفِ صلاةٍ، وفي مَسْجِدِي أَلْفُ صلاةٍ

‘মসজিদে হারামে ছালাত আদায় করার ফযীলত অন্য মসজিদে ছালাত আদায়ের চেয়ে এক লক্ষ গুণ বেশী। আর আমার মসজিদে (মসজিদে নববীতে) ছালাত আদায়ে এক হাযার গুণ বেশী’।[‘আল জামি‘উছ ছাগীর হা/৫৮৫, ছহীহুল জামি‘ হা/৪২১১]

(৪) এই মসজিদের উদ্দেশ্যে ছওয়াবের আশায় সফর করা বৈধ :

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

،لا تُشَدُّ الرِّحالُ إلّا إلى ثَلاثَةِ مَساجِدَ :المَسْجِدِ الحَرامِ، ومَسْجِدِ الرَّسُولِ صلى اللهُ عليهِ وسلم ومَسْجِدِ الأقْصى.

‘মসজিদে হারাম তথা বায়তুল্লাহ, রাসূল (ছাঃ)-এর মসজিদ তথা মসজিদে নববী এবং মাসজিদুল আক্বছা এই তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মসজিদের উদ্দেশ্যে (ছওয়াবের আশায়) হাওদা বাঁধা যাবে না (অর্থাৎ সফর করা যাবে না)’।[বুখারী হা/১১৮৯; আবূ দাঊদ হা/২০৩৩]

(৫) ইসলাম ফিরে যাবে মসজিদে হারামের দিকে :

ইবনে ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

إِنَّ الإِسْلاَمَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كما بَدَأَ، وَهو يَأْرِزُ بيْنَ المَسْجِدَيْنِ، كما تَأْرِزُ الحَيَّةُ فِي جُحْرِها.

'ইসলাম মুষ্টিমেয় লোকের মাধ্যমে তার যাত্রা করেছে। সত্বর তা মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যেই ফিরে আসবে, যেমনটি সূচনাতে ছিল। সাপ যেমন সংকুচিত হয়ে তার গর্তে প্রবেশ করে তদ্রূপ ইসলামও দুই মসজিদের (বায়তুল্লাহ ও মসজিদে নববী) মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে যাবে'।[মুসলিম হা/১৪৬, (ই.ফা) হা/২৭১]

(৬) এই মসজিদের দিকে ফিরে বা পিছনে রেখে পেশাব-পায়খানা করা যাবে না :

আবূ আইয়ূব আনছারী (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন,

اذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلاَ تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا قَالَ أَبُو أَيُّوبَ فَقَدِمْنَا الشَّأْمَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ، فَنَنْحَرِفُ وَنَسْتَغْفِرُ الل

'যখন তোমরা পায়খানায় যাও, তখন ক্বিবলার দিকে মুখ কিংবা পিঠ করবে না, বরং পূর্ব অথবা পশ্চিম দিকে ফিরে বসবে (এটা কা'বার উত্তর বা দক্ষিণের লোকদের জন্য। কেননা কা'বা হচ্ছে মদীনার সরাসরি দক্ষিণে)। আবূ আইয়ূব আনছারী (রাঃ) বলেন, আমরা যখন সিরিয়ায় গেলাম, সেখানে পায়খানাগুলো ক্বিবলামুখী বানানো পেলাম। তখন আমরা কিছুটা ঘুরে বসতাম এবং আল্লাহর নিকট তওবা ও ইস্তিগফার করতাম'।[বুখারী হা/৩৯৪; মুসলিম হা/২৬৪]

'আব্দুর রহমান ইবনু ইয়াযীদ (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সালমান (রাঃ)-কে বলা হ'ল, আপনাদের নবী প্রতিটি বিষয় আপনাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। এমনকি পেশাব-পায়খানার শিষ্টাচারও? সালমান (রাঃ) বলেন, হ্যাঁ, তিনি আমাদেরকে ক্বিবলামুখী হয়ে পেশাব-পায়খানা করতে, ডান হাত দিয়ে ইস্তিনজা করতে, আমাদের কাউকে তিনটি ঢিলার কম দিয়ে ইস্তিনজা করতে এবং শুকনা গোবর অথবা হাড় দিয়ে ইস্তিনজা করতে নিষেধ করেছেন'।[মুসলিম হা/২৬২; তিরমিযী হা/১৬; মিশকাত হা/৩৭০]

(৭) ইসরা ও মি‘রাজ শুরু হয়েছে এ মসজিদ থেকে :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবনের অন্যতম মু‘জিযা মি‘রাজ ও ইসরা। যা শুরু হয়েছিল মক্কার বায়তুল্লাহ থেকে। মহান আল্লাহ বলেন,

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

‘মহাপবিত্র তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রিবেলায় ভ্রমণ করিয়েছিলেন মাসজিদুল হারাম থেকে মাসজিদুল আক্বছায়, যার চতুষ্পার্শ্বকে আমরা বরকতময় করেছি, তাকে আমাদের নিদর্শনসমূহ দেখাবার জন্য। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা’ (আল-ইসরা ১৭/১)।

(৮) মুশরিকদের প্রবেশ নিষেধ :

বায়তুল্লাহর আরেকটি মর্যাদা এ কারণে যে, এখানে কোন বিধর্মী তথা কাফের-মুশরেক প্রবেশ করতে পারবে না। মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا

- ‘হে মুমিনগণ! মুশরিকরা নাপাক বৈ কিছুই নয়। অতএব তারা যেন এ বছরের পর মাসজিদুল হারামের নিকটে না আসে’ (তাওবা ৯/২৮)।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবুবকর (রাঃ) নবম হিজরীতে হজ্জে আমাকে এ আদেশ দিয়ে পাঠিয়ে দেন যে, আমি যেন কুরবানীর দিন ঘোষণাকারীদের সঙ্গে মিনায় (সমবেত লোকদের) এ ঘোষণা করে দেই যে, এ বছরের পর কোন মুশরিক হজ্জ করতে পারবে না। আল্লাহর ঘর নগ্নদেহে তাওয়াফ করবে না। হুমায়েদ ইবনু আব্দুর রহমান (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আলী (রাঃ)-কে পুনরায় এ আদেশ দিয়ে প্রেরণ করলেন যে, তুমি সূরা বারাআতের বিধানসমূহ ঘোষণা করে দাও। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, মিনায় অবস্থানকারীদের মাঝে (কুরবানীর পর) আলী (রাঃ) সূরা বারাআতের বিধানসমূহ ঘোষণা করলেন যে, এ বছরের পর কোন মুশরিক হজ্জ করতে পারবে না। কেউ নগ্ন অবস্থায় আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করতে পারবে না’।[বুখারী হা/৪৬৫৫; মুসলিম হা/১৩৪৭; আবূ দাঊদ হা/১৯৪৬]

(৯) দাজ্জাল প্রবেশ করতে পারবে না :

দাজ্জাল পুরো পৃথিবী অল্প সময়ের মধ্যে ভ্রমণ করতে পারলেও মক্কা ও মদীয়ায় প্রবেশ করতে পারবে না। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

لَيسَ مِن بَلَدٍ إلّا سَيَطَؤُهُ الدَّجّالُ، إلّا مَكَّةَ، والمَدِينَةَ، ليسَ له مِن نِقابِها نَقْبٌ، إلّا عليه المَلائِكَةُ صافِّينَ يَحْرُسُونَها، ثُمَّ تَرْجُفُ المَدِينَةُ بأَهْلِها ثَلاثَ رَجَفاتٍ، فيُخْرِجُ اللهُ كُلَّ كافِرٍ ومُنافِقٍ

'মক্কা ও মদীনা ব্যতীত এমন কোন শহর নেই যেখানে দাজ্জাল পদচারণ হবে না। মক্কা ও মদীনার প্রত্যেকটি প্রবেশ পথেই ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে পাহারায় নিয়োজিত থাকবে। এরপর মদীনা তার অধিবাসীসহ তিনবার কেঁপে উঠবে এবং আল্লাহ তা'আলা সমস্ত কাফের এবং মুনাফিকদেরকে বের করে দিবেন'।[বুখারী হা/১৮৮১; মুসলিম হা/২৯৪৩]

(১০) এখানে পাপাচার নিষিদ্ধ :

পৃথিবীর সর্বত্রই পাপকর্ম নিষিদ্ধ। তবে মক্কায় এটি আরো কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ

'যারা অবিশ্বাস করে এবং আল্লাহর পথ ও মাসজিদুল হারাম হতে বাধা সৃষ্টি করে, যাকে আমরা প্রস্তুত করেছি স্থানীয় ও বহিরাগত সকল মানুষের জন্য সমান হিসাবে। বস্তুতঃ যে ব্যক্তি সেখানে অন্যায়ভাবে কোন ধর্মদ্রোহী কাজ করতে চাইবে, আমরা তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করাব' (হজ্জ ২২/২৫)।

মসজিদে নববী

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কর্তৃক নির্মিত, মদীনায় অবস্থিত মসজিদে নববীরও। বিশেষ ফযীলত রয়েছে। এই মসজিদ ও হারামের অন্তর্ভুক্ত। বায়তুল্লাহ ও মসজিদে নববী এই দুই মসজিদকে একত্রে 'হারামাইন' বলা হয়। যেমন-

(১) মসজিদে নববীতে ছালাত আদায় অন্য মসজিদের চেয়ে এক হাযার গুণ উত্তম :

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন,

صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ

'মসজিদুল হারাম (কা'বা) ব্যতীত আমার এ মসজিদে ছালাত আদায় করা অন্যান্য মসজিদের তুলনায় এক হাযার গুণ বেশী ছওয়াব'।[বুখারী হা/১১৯০; মুসলিম হা/১৩৯৪; আহমাদ হা/১৬০৫]

(২) এই মসজিদের একটি স্থান হ’ল জান্নাতের বাগান :

আব্দুল্লাহ ইবনু যায়েদ মাযিনী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ

‘আমার ঘর ও মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থানটুকু জান্নাতের বাগানগুলোর একটি বাগান’।[বুখারী হা/১১৯৫; মুসলিম হা/১৩৯০; আহমাদ হা/৮৮৭২] অন্য বর্ণায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আমার মিম্বার অবস্থিত আমার হাউজ (কাউছার) এর উপরে।[বুখারী হা/১১৯৬; মুসলিম হা/১৩৯১; আহমাদ হা/৭২২২]

(৩) বায়তুল্লাহর ন্যায় এই মসজিদের উদ্দেশ্যেও ছওয়াবের আশায় ভ্রমণ করা বৈধ।[বুখারী হা/১১৮৯; আবূ দাঊদ হা/২০৩৩]

(৪) এই মসজিদ তথা মদীনায় দাজ্জাল প্রবেশ করতে পারবে না।[বুখারী হা/১৮৮১; মুসলিম হা/২৯৪৩]

(৫) ইসলাম ফিরে যাবে মসজিদে নববীর দিকে।[মুসলিম (হা.একা.) হা/২৪৮ (ই.ফা) হা/২৭১]

মসজিদে আক্বছা

পৃথিবীর তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ মসজিদ হ'ল মসজিদে আক্বছা। 'বায়তুল মুক্বাদ্দাস' বা 'বায়তুল মাক্বদিস' ফিলিস্তীনের কুদস অথবা জেরুযালেম বা (পুরাতন নাম) ঈলীয়া শহরে অবস্থিত। মক্কা থেকে কুদস (উট বা ঘোড়ায় চড়ে) চল্লিশ দিনের সফরের দূরত্ব। এই মসজিদেরও কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন-

(১) মুসলমানদের প্রথম ক্বিবলা :

ছালাত ফরয হওয়ার পর থেকে প্রথম ১৬/১৭ মাস 'বায়তুল মুক্বাদ্দাস' ছিল মুসলমানদের প্রথম ক্বিবলা। বারা ইবনু 'আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর বাণী

وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ

'আর তোমরা যেখানে থাক তোমাদের চেহারাকে সেদিকেই (কা'বার দিকে) ফিরিয়ে দাও' (বাক্বারাহ ২/১৪৪) নাযিল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আমরা ষোল মাস যাবৎ বায়তুল

মুক্কাদ্দিসের দিকে মুখ করে নবী করীম (ছাঃ)-এর পিছনে ছালাত আদায় করেছি।[মুসলিম হা/৫২৭, 'মসজিদ ও ছালাতের স্থান' অধ্যায়]

(২) ইসরার শেষ স্থান :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে মহান আল্লাহ তা'আলা মক্কার মাসজিদুল হারাম থেকে ফিলিস্তীনের মসজিদে আক্বছা পর্যন্ত ইসরা বা রাত্রির ভ্রমণ করিয়েছিলেন। আল্লাহ বলেন, 'মহাপবিত্র তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রিবেলায় ভ্রমণ করিয়েছিলেন মাসজিদুল হারাম থেকে মাসজিদুল আক্বছায়, যার চতুষ্পার্শ্বকে আমরা বরকতময় করেছি, তাকে আমাদের নিদর্শনসমূহ দেখাবার জন্য। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা' (ইসরা ১৭/১)।

এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, এই মসজিদের আশপাশ আল্লাহ বরকতময় করে রেখেছেন। এই অঞ্চল প্রাকৃতিক নদ-নদী, ফল-ফসলের প্রাচুর্য এবং নবীদের বাসস্থান ও কবরস্থান হওয়ার কারণে পৃথক বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে। আর এই কারণে একে বরকতময় বলা হয়েছে।

(৩) মি'রাজ শুরু হয়েছিল এই মসজিদ থেকে :

মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে এই মসজিদ থেকেই মি'রাজে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং আকাশ থেকে পুনরায় এখানেই নামিয়ে ছিলেন।

(৪) ছওয়াবের আশায় বায়তুল্লাহ ও মসজিদে নববীর ন্যায় এই মসজিদের উদ্দেশ্যেও সফর করা বৈধ।[বুখারী হা/১১৮৯; আবূদাউদ হা/২০৩৩]

(৫) পৃথিবীতে স্থাপিত দ্বিতীয় মসজিদ :

মক্কায় অবস্থিত বায়তুল্লাহর পর পৃথিবীর দ্বিতীয় মসজিদ হ'ল মসজিদে আক্বছা।[বুখারী হা/৩৩৬৬; মুসলিম হা/৫২০; নাসাঈ হা/৬৯০; মিশকাত হা/৭৫৩]

(৬) সকল নবীদের একত্রিত হওয়ার স্থান :

নবী-রাসূলগণের মধ্যে ইবরাহীম, ইসহাক, ইয়াকূব, মূসা, দাঊদ, সুলায়মান, ইলিয়াস, যাকারিয়া, ইয়াহ্ইয়া ও ঈসা (আঃ) সহ বনু ইস্রাঈলের হাযার হাযার নবী ও রাসূলের আবাসস্থল ছিল বায়তুল মুক্বাদ্দাস-এর আশেপাশের এলাকা। এছাড়াও মি'রাজের সময় নবীগণকে আল্লাহ তা'আলা এই মসজিদে একত্রিত করেছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-

এর ইমামতিতে সকলে ছালাত আদায় করেছিলেন।[মুসলিম হা/১৭২; মিশকাত হা/৫৮৬৬]

এ কারণেও এই মসজিদটি বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

(৭) এই মসজিদে ছালাত আদায় জীবনের সমস্ত গোনাহ মাফের মাধ্যম :

আব্দুল্লাহ বিন 'আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, সুলায়মান (আঃ) বায়তুল মুক্বাদ্দাস-এর নির্মাণ কাজ শেষ করে আল্লাহর কাছে তিনটি বিষয়ে প্রার্থনা করেছিলেন। তা হ'ল- আল্লাহর হুকুম মত ন্যায়বিচার, এমন রাজত্ব যা তাঁর পরে আর কাউকে দেয়া হবে না এবং যে ব্যক্তি বায়তুল মুক্বাদ্দাসে কেবলমাত্র ছালাত আদায়ের জন্য আসবে, সে তার গুনাহ থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে, যেন তার মা তাকে সেদিনই প্রসব করেছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, প্রথম দু'টি তাঁকে দান করা হয়েছে এবং আমি আশা করি তৃতীয়টিও তাকে দান করা হয়েছে'।[ইবনু মাজাহ হা/১৪০৮; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৭৭৮]

মসজিদে ক্বোবা

মদীনায় হিজরতের সময় ১৪ নববী বর্ষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় প্রবেশের আগে ক্বোবা নামক স্থানে সোমবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত অবস্থান করেন ও একটি মসজিদ তৈরী করেন। তারপর সেখানে ছালাত আদায় করেন। এটাই ক্বোবা মসজিদ নামে পরিচিত। এটি মসজিদে নববী থেকে ১ ফারসাখ তথা ৩ মাইল বা ৫ কি.মি দূরে অবস্থিত। এটিই ছিল মদীনায় নির্মিত প্রথম মসজিদ। যার প্রথম উদ্যোক্তা ছিলেন ‘আম্মার বিন ইয়াসির (রাঃ)। তিনিই রাসূল (ছাঃ)-কে এদিকে ইঙ্গিত দেন। অতঃপর পাথরসমূহ জমা করেন। তারপর প্রথমে রাসূল (ছাঃ) ক্বিবলার দিকে একটি পাথর রাখেন। অতঃপর আবূবকর (রাঃ) একটি রাখেন। এরপর বাকী কাজ ‘আম্মারের নেতৃত্বে সম্পন্ন হয়।

মসজিদে ক্বোবার অনেক ফযীলত রয়েছে।

(১) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কর্তৃক নির্মিত প্রথম মসজিদ : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হিজরতের পর মদীনায় পৌঁছার পূর্বে ক্বোবা নামক স্থানে সাওয়ারী থেকে অবতরণ করেন ও কিছুদিন অবস্থান করেন এবং সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। এই মসজিদটির নাম হচ্ছে 'মসজিদে ক্বোবা', যে মসজিদ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন

لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ، فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ.

'অবশ্যই যে মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাক্বওয়ার উপর প্রথম দিন থেকে তা বেশী হক্বদার যে, তুমি সেখানে ছালাত আদায় করতে দাঁড়াবে। সেখানে এমন লোক আছে, যারা উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করতে ভালবাসে। আর আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালবাসেন' (তওবা ৯/১০৮)।

(২) ওমরাহর সমান নেকী লাভ : বাড়ী থেকে ওযূ করে মসজিদে ক্বোবায় গিয়ে ছালাত আদায় করলে ওমরার সমান নেকী পাওয়া যায়। সাহল ইবনু হুনাইফ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন

من تطهَّر في بيتِه، ثم أتى مسجدَ قُباءٍ، فصلّى فيه صلاةً؛ كان له كأجْرِ عُمرةٍ.

'যে ব্যক্তি নিজের বাড়ীতে পবিত্রতা অর্জন করল অর্থাৎ ওযূ করল, অতঃপর ক্বোবা মসজিদে এসে ছালাত আদায় করল, তার জন্য একটি ওমরাহর সমান ছওয়াব রয়েছে'।[ইবনু মাজাহ হা/১৪১২; নাসাঈ হা/৬৯৯; আলবানী : ছহীহ আত-তারগীব হা/১১৮১]

ইবনে ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) প্রতি শনিবার ক্বোবা মসজিদে আসতেন, কখনো পদব্রজে, কখনো সাওয়ারীতে। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ)ও ঐরূপ করতেন।[বুখারী হা/১১৯৩]

অন্য বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এসে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতেন।[বুখারী হা/১১৯৪]

বিশ্ব ইতিহাসের পাতায় কিছু ঐতিহাসিক মসজিদঃ

কর্ডোভা মসজিদ (কর্ডোভা, স্পেন)

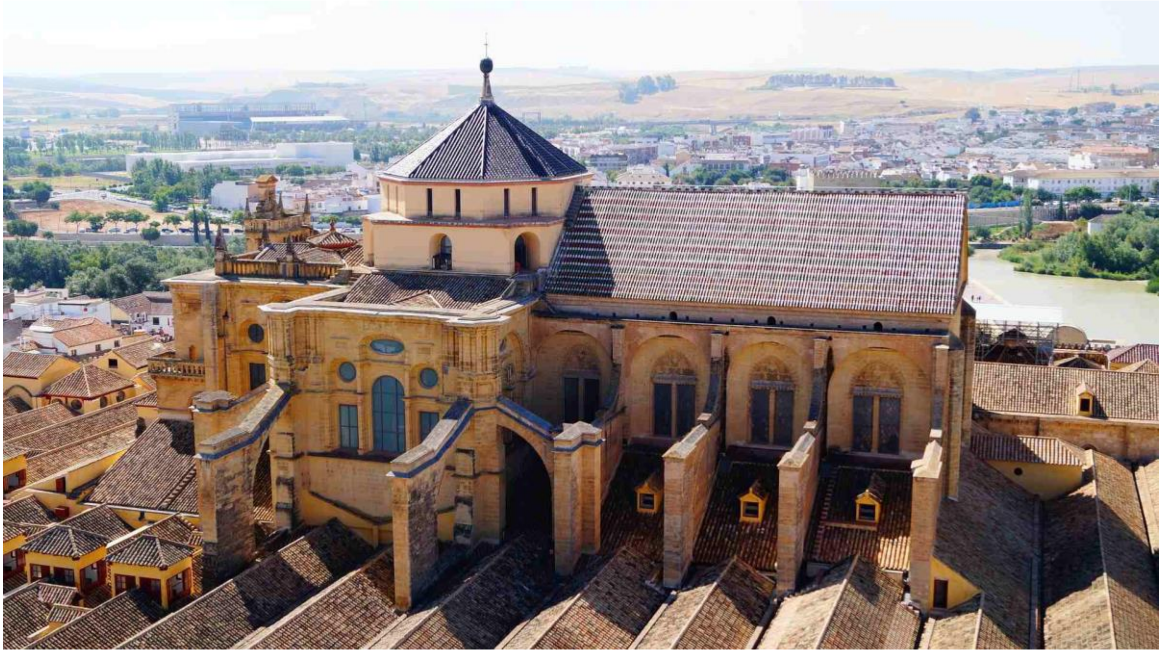

খলিফা প্রথম আব্দুর রাহমানের শাসনামলে ৭৮৪ থেকে ৭৮৬ সালে আন্দালুসিয়ার কর্ডোভায় নির্মিত হয় ঐতিহাসিক কর্ডোভা মসজিদটি। পরে অন্যান্য শাসকের মাধ্যমে মসজিদের সম্প্রসারণ ও সৌন্দর্যবর্ধন ঘটে। স্প্যানিশ ভাষায় মসজিদকে বলা হয় 'মেজিকেতা'। তাই স্প্যানিশ ভাষায় এই মসজিদ 'লা মেজিকেতা' নামে পরিচিত। কর্ডোভা মসজিদটি মুরিশ স্থাপত্যের সর্বাপেক্ষা নিখুঁত স্তম্ভগুলোর মধ্যে একটি। স্থাপনের পর প্রায় পাঁচশ বছরেরও বেশি সময় এ মসজিদে নামাজ আদায় করেন মুসলমানরা। সে সময় মসজিদটি ইসলামি শিক্ষা, শরিয়া আইন ও সালিশ কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা হতো। তারপর ক্যাসলের রাজা তৃতীয় ফার্দিনান্দ ও রানী ইসাবেলা ১২৩৬ খ্রিস্টাব্দে মুসলমানদের পরাজিত করে স্পেন দখল করলে পাল্টে যায় কাহিনী।

স্থাপত্য কৌশলঃ

১ লাখ ১০ হাজার ৪০০ বর্গফুট আয়তনের মসজিদটির নকশা করেন একজন সিরিয়ান স্থপতি। এর থামের সংখ্যা ৮৫৬টি। এছাড়াও ৯টি বাহির দরজা ও ১১টি অভ্যন্তরীণ

দরজা রয়েছে। লাল ডোরাকাটা খিলানগুলো স্মরণ করিয়ে দেয় স্থাপত্যশিল্পে মুসলিম পান্ডিত্যের কথা। অনিন্দ্য সুন্দর এই মসজিদের থামগুলো নির্মিত হয়েছে মার্বেল, গ্রানাইট, জেসপার, অনিক্স পাথর দিয়ে। পরে নতুন করে সংস্কার করে সোনা, রুপা ও তামাসহ অনেক মূল্যবান উপাদান ব্যবহার করে এর সৌন্দর্য আরও বাড়ানো হয়। কর্ডোভা মসজিদ নির্মাণে সেকালেই আড়াই থেকে তিন লাখ মুদ্রা ব্যয় করা হয়েছিল। পূর্ব-পশ্চিমে এর দৈর্ঘ্য ছিল ৫০০ ফুট। এর সুন্দর ও আকর্ষণীয় মিহরাবগুলো স্থাপিত ছিল পাথরের নির্মিত এক হাজার ৪১৭টি স্তম্ভের ওপর। মিহরাবের কাছে একটি উঁচু মিম্বর ছিল হাতির দাঁত ও ৩৬ হাজার বিভিন্ন রং ও বিভিন্ন কাষ্ঠখন্ডের তৈরি। সেগুলোর ওপর ছিল হরেক ধরনের হীরা-জহরতের কারুকাজ। দীর্ঘ সাত বছরের পরিশ্রমে মিম্বরটি নির্মাণ করা হয়। তৈরি করা হয় ১০৮ ফুট উঁচু মিনার, যাতে ওঠানামার জন্য নির্মিত দুটি সিঁড়ির ছিল ১০৭টি ধাপ। মসজিদের মধ্যে ছোট-বড় ১০ হাজার ঝাড়বাতি জ্বালানো হতো। তার মধ্যে সর্ববৃহৎ তিনটি ঝাড়বাতি ছিল রুপার, বাকিগুলো পিতলের তৈরি। বড় বড় ঝাড়ের মধ্যে এক হাজার ৪৮০টি প্রদীপ জ্বালানো হতো। শুধু তিনটি রুপার ঝাড়েই ৩৬ সের তেল পোড়ানো হতো। ৩০০ কর্মচারী ও খাদেম শুধু এই মসজিদের তদারকিতেই নিয়োজিত ছিলেন। ১৯৮৪ সালে ঐতিহাসিক এ মসজিদটিকে ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসেবে স্বীকৃত দেয়। মসজিদের ভেতরে ঢোকার জন্য টিকিট ফি ১০ ইউরো। প্রতিদিন অনেক পর্যটক ভিড় করেন ঐতিহাসিক এ মসজিদটি দেখার জন্য। হৃদয়গ্রাহী নকশা ও স্থাপত্যশৈলীর জন্য নবম ও দশম শতাব্দীতে এটি ছিল সারা বিশ্বের প্রথম সারির মসজিদগুলোর মধ্যে অন্যতম।

মসজিদ থেকে গির্জাঃ

মুসলমানদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব আন্দালুসিয়াকে বিভক্ত করে ফেলে। মুসলমানদের এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ক্যাসলের রাজা ফার্দিনান্দ ও রানী ইসাবেলা ১২৩৬ সালে স্পেন দখল করলে এই মসজিদকে গির্জায় পরিণত করা হয়। তখন থেকে একে বলা হয় দ্য মস্ক ক্যাথেড্রাল অব কর্ডোভা। স্থাপনের পর থেকে মুসলিমরা এখানে নামাজ আদায়

করেছিল প্রায় পাঁচশ বছর ধরে। এর সুউচ্চ চারকোনা আকৃতির মিনারটি নির্মাণ করেছিলেন খলিফা তৃতীয় আব্দুর রাহমান। এক সময় সুন্দর সেই মিনার থেকে ভেসে আসত আজানের ধ্বনি। কিন্তু গির্জায় রূপান্তরিত হওয়ার পর মিনারটিতে অসংখ্য ঘণ্টা লাগানো হয়েছে। মসজিদে ঢুকতেই চোখে পড়বে যিশুর ক্রুশবিদ্ধ মূর্তি। মসজিদের বিভিন্ন আয়াত ও আল্লাহর নামের ক্যালিওগ্রাফির পরিবর্তে এখন শোভা পাচ্ছে বিভিন্ন তৈলচিত্রের ক্রিশ্চিয়ান ফলক। মসজিদের ভেতরের দেয়ালে ও দেয়াল সংলগ্ন অংশে খ্রিস্টধর্মীয় চিত্র ও ভাস্কর্য স্থাপন করা হয়েছে। বেশ কয়েক জায়গায় আলাদা করে গির্জার মঞ্চ ও পুণ্যার্থীদের বসার বেঞ্চ রয়েছে। মঞ্চে শোভিত হচ্ছে যিশুখ্রিস্ট ও সাধুদের ভাস্কর্য। বর্তমানে কর্ডোভা মসজিদে জুতা পরিহিত অবস্থায় প্রবেশাধিকার রয়েছে এবং সেখানে নামাজ আদায় করা এখন নিষিদ্ধ।

আল্লামা ইকবালের নামাজ আদায়ঃ

স্পেন থেকে মুসলমানরা বিতাড়িত হওয়ার পর দীর্ঘ ৭০০ বছর কর্ডোভা মসজিদে কোনো আজান ও নামাজ হয়নি। আল্লামা ইকবালের দীর্ঘদিনের ইচ্ছা ছিল এই মসজিদে দু'রাকাত নামাজ পড়া। ১৯৩৩ সালে স্পেন সফরকালে আল্লামা ইকবাল এই মসজিদ পরিদর্শন করেন। মসজিদে নামাজ পড়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হলেও শুধু আল্লামা ইকবালকে মসজিদে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়। তবে, প্রবেশের পর ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিতে বলা হয়। মসজিদে প্রবেশ করেই উচ্চস্বরে আজান দেন আল্লামা ইকবাল। দীর্ঘ সাতশ' বছর পর ওই মসজিদে এটিই ছিল প্রথম আজান। মসজিদের দেয়াল ও স্তম্ভগুলো দীর্ঘকাল পর আজানের ধ্বনি শুনতে পায়। আজানের পর জায়নামাজ বিছিয়ে দু'রাকাত নামাজ আদায় করেন ইকবাল। নামাজে এমন এক অবস্থা সৃষ্টি হয় যে, তিনি বেহুঁশ হয়ে যান। জ্ঞান ফেরার পর তিনি অশ্রুসিক্ত নয়নে মোনাজাত করেন। মোনাজাতের প্রতিটি বাক্যই কবিতার মতো করে আবৃত্তি করেছিলেন তিনি। তার এই মোনাজাতটিই 'বালে জিবরিল' নামে পরিচিত। কর্ডোভার মসজিদে আল্লামা ইকবালের

নামাজ আদায়ের ঘটনা ইতিহাসে অমর হয়ে আছে। অসাধারণ নৈপুণ্যে তৈরি এই মসজিদের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে মহাকবি আল্লামা ইকবাল রচনা করেছিলেন ৭টি কবিতা। ২০০০ সালের প্রথম দিকে স্প্যানিশ মুসলমানরা এই মসজিদের নামাজ আদায় করার দাবি জানালে তা প্রত্যাখ্যাত হয়। মুসলিম সভ্যতার অনন্য নিদর্শন এই কর্ডোভা মসজিদটি এখনো গির্জা হিসেবেই ব্যবহৃত হচ্ছে।

আয়া সোফিয়া মসজিদ (ইস্তানবুল, তুরস্ক)

তুরস্কের ইস্তাম্বুলে স্থাপিত এ স্থাপনাটি অর্থোডক্স গির্জার জন্য সর্বপ্রথম তৈরি করা হয়। ১২০৪ সাল পর্যন্ত এ স্থাপনাটি গির্জা হিসেবে উপাসনা চলে। ১২০৪ সালের পর এটি ক্যাথলিক গির্জায় রূপান্তরিত হয়। যা প্রায় ৫৭ বছর ক্যাথলিক গির্জা হিসেবে ব্যবহারের পর ১৯৬১ সালে তা আবার অর্থোডক্স গির্জায় রূপান্তরিত হয়। আর তা ১৪৫৩ সাল

পর্যন্ত প্রায় ১৯২ বছর স্থায়ী হয়। ১৪৫৩ সালে (পঞ্চদশ শতাব্দির মাঝামাঝি সময়ে) এ অঞ্চলটি উসমানিয় খলিফাদের দখলে আসে। উসমানিয় শাসকরা এ স্থাপনাটিকে মসজিদে পরিণত করে। যা ৫০০ বছর স্থায়ী হয়। সে সময় এ স্থাপনাটিকে 'ইম্পেরিয়াল মসজিদ' নামে ঘোষণা দিয়ে প্রধান মসজিদের মর্যাদা দেয়া হয়। ৪৮২ বছর মসজিদ থাকার পর ১৯৩৫ সালে আধুনিক তুরস্কের স্থপতি ও রাষ্ট্রপতি কামাল আতাতুর্ক এ স্থাপনাটিকে জাদুঘরে পরিণত করেন। এক পর্যায়ে স্থাপনাটি নিয়ে খ্রিস্টান ও মুসলমানদের দ্বন্দ্বের কারণে নতুন নিয়ম চালু হয়। আর তাহলো- এ স্থাপনার মূল হলরুমটি ব্যবহার করা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। সেটি মুসলিম কিংবা খ্রিস্টান কেউই ব্যবহার করতে পারবে না।

মুসলমানরা ১৪৫৩ সালে ইস্তাম্বুল বিজয়ের আগ পর্যন্ত ৯১৬ বছর ধরে ঐতিহাসিক স্থাপনাটি গির্জা হিসেবে ব্যবহৃত হতো। এরপর ১৪৫৩ থেকে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত প্রায় পাঁচ শ' বছর স্থাপনাটি মসজিদ ছিল। তবে ৮৬ বছর মসজিদটি জাদুঘর হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

২০২০ সালের ১০ জুলাই তুরস্কের একটি আদালত ১৯৩৪ সালের মন্ত্রিসভার একটি ডিক্রি বাতিল করেছে, যার ফলে ৮৬ বছর পর আয়া সোফিয়া জাদুঘর থেকে মসজিদে ফিরিয়ে আনা হয়। এরপর ২৪ জুলাই আয়া সোফিয়া গ্র্যান্ড মসজিদ হিসাবে তার আগের গৌরব পুনরুদ্ধার করে। তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রজব তৈয়ব এরদোগান মসজিদের ভেতরে ৮৬ বছর পর প্রথম শত শত মুসল্লিদের নিয়ে নামাজ আদায় করেন।

আয়া সোফিয়া গ্র্যান্ড মসজিদের ইমাম বিনয়ামিন তুবজি উগলু জানিয়েছেন, ২০২০ সালের ২৪ জুলাই করোনা মহামারির সময় ঐতিহাসিক স্থাপনাটি মসজিদ হিসেবে ব্যবহার করা শুরু হয়। সেই দিন প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়িপ এরদোয়ানের উপস্থিতিতে ৮৬ বছর পর এখানে জুমার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। এরপর থেকে প্রতিদিন এখানে দেশি ও বিদেশি পর্যটকদের কাছে বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

উমাইয়া মসজিদ (দামেস্ক, সিরিয়া)

দামেস্কে অবস্থিত উমাইয়া মসজিদ বা দামেস্ক গ্র্যান্ড মসজিদ বিশ্বের বৃহত্তম মসজিদগুলোর মধ্যে অন্যতম। খলিফা ওয়ালিদ ইবনে আবদুল মালিকের শাসনকালে নির্মিত এই মসজিদটি একইসাথে খোলাফায়ে রাশেদিনের পরবর্তী উমাইয়া যুগের স্থাপনা। সেদিক থেকে মসজিদটি প্রাচীনতম ইসলামি স্থাপনা-নিদর্শনসমূহের মধ্যে অন্যতম। ৬৩৬ ঈসায়িতে খলিফা হজরত উমর (রা.)-এর শাসনামলে হজরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা.)-এর নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী দামেস্ক জয় করার পর মুসলমানরা এই স্থানে ছোট একটি মসজিদ তৈরি করেন। পরবর্তীতে প্রায় সত্তর বছর পর উমাইয়া খলিফা ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিকের শাসনামলে ৭০৫ ঈসায়িতে এখানে নতুন করে একটি মসজিদের নির্মাণকাজ শুরু করা হয়। নয় বছর পরিশ্রমের পর ৭১৪ ঈসায়িতে মসজিদিটির নির্মাণকাজ সমাপ্ত হয়। মসজিদে নববির অনুকরণে এই মসজিদটি নির্মাণ

করা হয়। নামাজের জন্য স্থান ছাড়াও এখানে বিদ্যালয়, বিচারালয় এবং নিঃস্ব, গৃহহীন ও মুসাফিরদের জন্য আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবস্থা ছিল। মসজিদটি নির্মাণের জন্য পারসিক, ভারতীয়, উত্তর আফ্রিকান, মিসরীয়সহ বিভিন্ন স্থানের শ্রমিক ও কারিগরদের কাজে লাগানো হয়। এ সছাড়া মসজিদের দেওয়ালের বিভিন্ন মোজাইকের নকশা করার জন্য গ্রিক ও রোমান শিল্পীদের নিয়োগ করা হয়।

মসজিদটির দক্ষিণ-পূর্ব, দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ এবং উত্তর দিকে মোট তিনটি মিনার রয়েছে। এরমধ্যে উত্তরদিকের মাদহাত আল-আরুস বা নববধূর মিনারটি প্রাচীনতম। দক্ষিণ দিকের দুইটি মিনার পরবর্তীকালে সংযুক্ত করা হয়। মসজিদের উপরের মূল গম্বুজটি ৩৬ মিটার উঁচু। মূল নামাজকক্ষের উপরে অবস্থিত এই গম্বুজটি 'কুব্বাতুন নাসর' বা ঈগল গম্বুজ নামে পরিচিত। মসজিদে প্রবেশের জন্য উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিমে তিনটি দরজা রয়েছে। এদের মধ্যে উত্তরের দরজাটিই মসজিদটির প্রশস্ততম প্রবেশপথ এবং এটিই মসজিদে প্রবেশের প্রধান দরজা। খলিফা ওয়ালিদের পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে মসজিদটির বিভিন্ন সংস্কার কাজ সম্পন্ন করা হয়। ১২৬০ ঈসায়িতে মোঙ্গলরা দামেস্ক দখল করলে তারা এই মসজিদটিকে সেনাবাহিনীর ব্যারাকে পরিণত করে। পরবর্তীতে আইন জালুতের যুদ্ধে মোঙ্গলদের পরাজিত করার পর মামলুক সুলতান সাইফুদ্দিন কুতুজ ও সেনানায়ক রুকুনুদ্দিন বাইবার্স মোঙ্গলদের হাত থেকে দামেস্ককে মুক্ত করে মসজিদটিকে পুনরুদ্ধার করেন। পরবর্তীতে রুকনুদ্দিন বাইবার্সের শাসনামলে ১২৭০ ঈসায়িতে মসজিদটিকে সম্পূর্ণ নতুনভাবে সংস্কার করা হয়। মসজিদটির অভ্যন্তরে মূল নামাজকক্ষের বাইরে একটি প্রশস্ত আঙ্গিনা রয়েছে। আঙ্গিনার মাঝামাঝি ওজু করার জন্য একটি ফোয়ারা এবং দুইপ্রান্তে গম্বুজযুক্ত দুইটি স্থাপনা রয়েছে। মসজিদটির অভ্যন্তরে হজরত ইয়াহইয়া (আ.)-এর কবর অবস্থিত। এ ছাড়া মসজিদটির উত্তরদিকের দেওয়ালের সাথে ক্রুসেড যুদ্ধকালীন বিখ্যাত মুসলিম সেনানায়ক সুলতান সালাহউদ্দিন আল-আইয়ুবির কবরের অবস্থান রয়েছে। পুরাতন দামেস্ক শহরের অংশ হিসেবে মসজিদটি ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যের নিদর্শন তালিকার অর্ন্তভুক্ত। তেরোশত

বছরের পুরাতন এই মসজিদটি এখনো সিরিয়ার প্রতীকায়িত স্থাপত্যনিদর্শন হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

ধারণা করা হয় এটিই সেই মসজিদ যেখানে ঈসা ইবনে মারইয়াম (আঃ) অবতরণ করবেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

بَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللَّهُ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ بَيْنَ مَهْرُودَتَيْنِ وَاضِعًا كَفَّيْهِ عَلَى أَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ إِذَا طَأْطَأَ رَأْسَهُ قَطَرَ وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ كَاللُّؤْلُؤِ فَلَا يَحِلُّ لِكَافِرٍ يَجِدُ رِيحَ نَفَسِهِ إِلَّا مَاتَ وَنَفَسُهُ يَنْتَهِي حَيْثُ يَنْتَهِي طَرْفُهُ فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابِ لُدٍّ فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يَأْتِي عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ قَوْمٌ قَدْ عَصَمَهُمُ اللَّهُ مِنْهُ فَيَمْسَحُ عَنْ وُجُوهِهِمْ وَيُحَدِّثُهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ فِي الْجَنَّةِ

‘‘সে (দাজ্জাল) যখন মুসলমানদের ঈমান ধ্বংসের কাজে লিপ্ত থাকবে আল্লাহ তাআলা তখন ঈসা ইবনে মারিয়াম (আঃ)কে পাঠাবেন। জাফরানের রঙ্গিন দু’টি পোষক পরিহিত হয়ে এবং দু’জন ফেরেশতার পাখার উপর হাত রেখে দামেস্ক শহরের পূর্বে অবস্থিত সাদা মিনারের উপরে তিনি অবতরণ করবেন। তিনি যখন মাথা নিচু করবেন তখন সদ্য গোসলখানা থেকে বেরিয়ে আসা ব্যক্তির মাথা থেকে যেভাবে পানি ঝরতে থাকে সেভাবে তাঁর মাথা থেকে পানির ফোটা ঝরতে থাকবে এবং যখন মাথা উঁচু করবেন তখন অনুরূপভাবে তাঁর মাথা হতে মণি-মুক্তার মত চকচকে পানির ফোটা ঝরতে থাকবে। কাফেরের শরীরে তাঁর নিঃশ্বাস পড়ার সাথে সাথেই কাফের মৃত্যু বরণ করবে। চোখের দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত গিয়ে তাঁর নিঃশ্বাস শেষ হবে। তিনি দাজ্জালকে ফিলিস্তীনের লুদ্দ শহরের গেইটে পাকড়াও করে হত্যা করবেন। অতঃপর তাঁর নিকট এমন কিছু লোক আসবেন যাদেরকে আল্লাহ তাআলা দাজ্জালের ফিতনা হতে হেফাযত করেছেন। তিনি তাদের চেহারায় হাত বুলাবেন এবং বেহেশতের মধ্যে তাদের উচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে সংবাদ দিবেন।’’ [মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান]

শিয়ানের মহান মসজিদ (শিয়ান, চীন)

শিয়ানের মহান মসজিদ চীনের অন্যতম প্রাচীন এবং বিখ্যাত মসজিদ, যা চীনা এবং ইসলামিক স্থাপত্যের অপূর্ব সমন্বয়ের প্রতীক। এটি শিয়ান শহরের হুইমিন স্ট্রিট এলাকায় অবস্থিত এবং চীনে ইসলামের প্রাচীন ইতিহাস এবং সংস্কৃতির সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ইতিহাসঃ

শিয়ানের মহান মসজিদ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল তাং রাজবংশের সময়, যা ৭৪০ খ্রিস্টাব্দে। এই মসজিদটি নির্মাণের পিছনে প্রধান উদ্দেশ্য ছিল চীনে বসবাসরত মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য একটি প্রার্থনা স্থল তৈরি করা। তাং রাজবংশের সময়ে, শিয়ান ছিল প্রাচীন চীনের রাজধানী এবং একটি প্রধান বাণিজ্যিক কেন্দ্র। এই মসজিদটি সিল্ক রোডের মাধ্যমে শিয়ানে আসা মুসলিম বণিকদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

স্থাপত্যঃ

শিয়ানের মহান মসজিদটি চীনা স্থাপত্যের সাথে ইসলামিক স্থাপত্যের এক অনন্য মিশ্রণ। এটি প্রচলিত মসজিদের মতো দেখতে নয়; বরং এটি চীনা মন্দিরের মতো দেখতে। মসজিদের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করলে দেখা যায়, এটি কয়েকটি আঙিনা এবং বেশ কয়েকটি প্রাসাদ নিয়ে গঠিত। মসজিদের মূল প্রবেশপথটি একটি বিশাল কাঠের তোরণ দিয়ে তৈরি, যা চীনা স্থাপত্যের একটি পরিচিত বৈশিষ্ট্য। প্রবেশপথের পরে, চারটি প্রধান আঙিনা রয়েছে, প্রতিটি আঙিনায় সুন্দরভাবে সাজানো উদ্যান এবং ফুলের বাগান রয়েছে। মসজিদের প্রধান প্রার্থনা কক্ষটি চীনা প্যাগোডার মতো দেখতে এবং এর ছাদটি চীনা টাইল দিয়ে তৈরি। মসজিদের অভ্যন্তরে এবং বহির্ভাগে সুন্দর কারুকাজ এবং খোদাই করা নকশা রয়েছে, যা চীনা এবং ইসলামিক শিল্পকলার মিশ্রণ। মসজিদের দেয়ালে আরবি ক্যালিগ্রাফি এবং চীনা ক্যালিগ্রাফি উভয়ই রয়েছে, যা দুটি সংস্কৃতির সম্মিলনের প্রতিফলন।

ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক গুরুত্বঃ

শিয়ানের মহান মসজিদ কেবল একটি প্রার্থনা স্থল নয়, বরং এটি চীনের মুসলিম সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসাবেও কাজ করে। মসজিদটি পর্যটকদের কাছেও একটি জনপ্রিয় স্থান। প্রতিদিন হাজার হাজার পর্যটক এখানে আসেন এর স্থাপত্য এবং ঐতিহাসিক গুরুত্ব দেখার জন্য। মসজিদটি শিয়ান শহরের একটি প্রধান আকর্ষণ এবং চীনে ইসলামের সমৃদ্ধ ইতিহাসের একটি জীবন্ত সাক্ষী।

বাংলার ইতিহাসে স্মরণীয় কিছু ঐতিহাসিক মসজিদ

ষাট গম্বুজ মসজিদ

বাগেরহাট ষাট গম্বুজ মসজিদটি বাংলাদেশের বাগেরহাট জেলায় অবস্থিত এবং এটি বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ এবং প্রাচীন মসজিদ।

১৫শ শতাব্দীতে খান জাহান আলী দ্বারা নির্মিত এই মসজিদটি তার ষাটটি গম্বুজের জন্য বিখ্যাত, যদিও প্রকৃতপক্ষে মসজিদে ৭৭টি গম্বুজ রয়েছে। এটি ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসেবে তালিকাভুক্ত।

তারা মসজিদ, ঢাকা

ঢাকার আরমানিটোলায় অবস্থিত তারা মসজিদ, এর স্থাপত্য শৈলী এবং দেয়ালে খচিত তারার জন্য বিশেষভাবে পরিচিত। এটি **১৯** শতকে নির্মিত এবং পরে ২০ শতকে পুনঃস্থাপন করা হয়। মসজিদের সাদা মার্বেল এবং চীনামাটির কাজ এটি একটি বিশেষ চেহারা দেয়।

কুসুম্বা মসজিদ, নওগাঁ

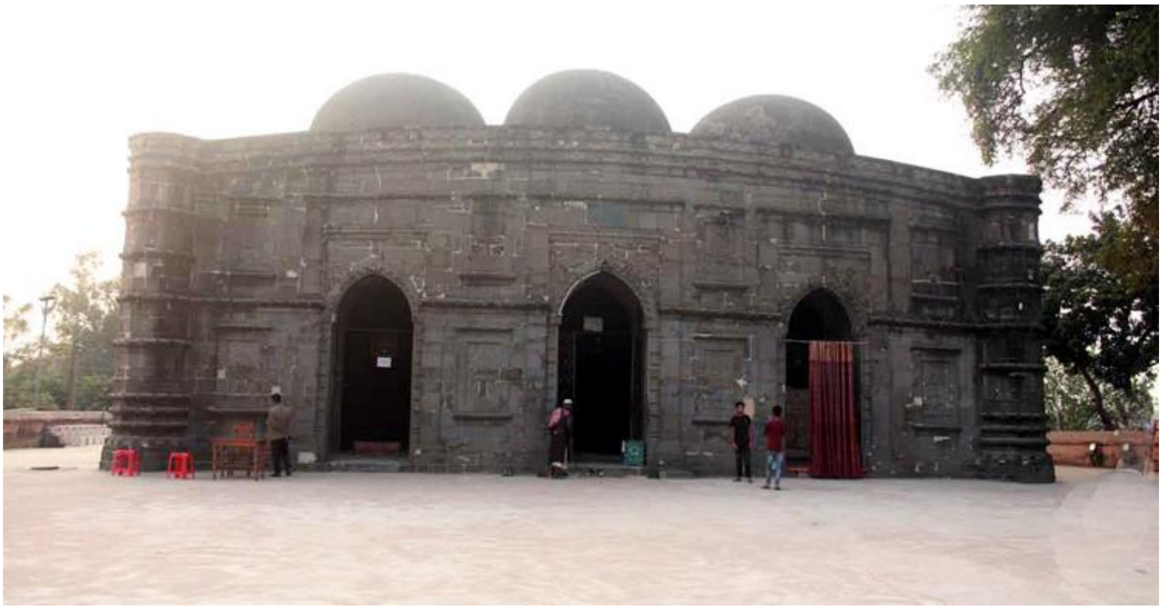

কুসুম্বা মসজিদ বাংলাদেশের নওগাঁ জেলার মান্দা উপজেলায় অবস্থিত। এটি সুলতানি আমলের একটি উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য নিদর্শন।

১৫৫৮ খ্রিস্টাব্দে সুলতান গিয়াস উদ্দিন বাহাদুর শাহের আমলে মসজিদটি নির্মিত হয়। এর খোদাইকৃত পাথরের কাজ এবং শিলালিপি এটি বিশেষভাবে পরিচিত।

বর্তমানে বহুল ব্যবহৃত ৫ টাকার নোটের পিছনে এই কুসুম্বা মসজিদের ছবিটিই ব্যবহার করা হয়।

চাঁপাইনবাবগঞ্জের ছোট সোনা মসজিদ

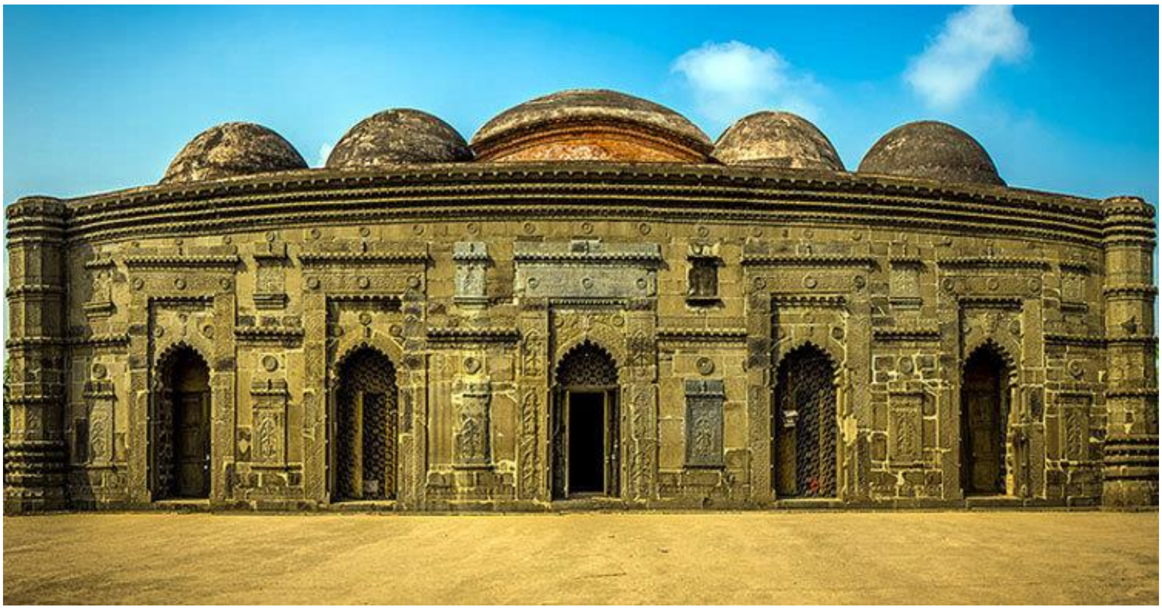

ছোট সোনা মসজিদটি চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার গৌড়-লক্ষ্ণৌতি এলাকায় অবস্থিত। এটি ১৫২৬-২৭ খ্রিস্টাব্দে আলাউদ্দিন হোসেন শাহের সময় নির্মিত হয়। মসজিদটির গম্বুজ এবং এর স্বর্ণের কাজের জন্য এটি পরিচিতি লাভ করে।

সাত গম্বুজ মসজিদ, ঢাকা

ঢাকার মোহাম্মদপুরে অবস্থিত সাত গম্বুজ মসজিদটি ১৬৮০ খ্রিস্টাব্দে মুগল আমলে নির্মিত হয়। এটি সাতটি গম্বুজ নিয়ে গঠিত এবং মুগল স্থাপত্য শৈলীর একটি অন্যতম উদাহরণ।

চাঁদ মসজিদ, রাজশাহী

রাজশাহীর বাঘা উপজেলায় অবস্থিত চাঁদ মসজিদটি ১৫২৩ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়। এটি সুলতানি আমলের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্য নিদর্শন এবং এর কারুকাজ এবং খোদাইকৃত কাজের জন্য বিখ্যাত।

ঢাকার লালবাগ কেল্লার মসজিদ

লালবাগ কেল্লার মধ্যে অবস্থিত এই মসজিদটি মুগল স্থাপত্যের একটি চমৎকার উদাহরণ। এটি ১৬৭৮ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয় এবং এর তিনটি গম্বুজ আছে।

মসজিদে যিরার

মসজিদে যিরার সম্পর্কে আল কুরআনঃ

وَالَّذِيۡنَ اتَّخَذُوۡا مَسۡجِدًا ضِرَارًا وَّكُفۡرًا وَّتَفۡرِيۡقًۢا بَيۡنَ الۡمُؤۡمِنِيۡنَ وَاِرۡصَادًا لِّمَنۡ حَارَبَ اللّٰهَ وَرَسُوۡلَهٗ مِنۡ قَبۡلُ‌ؕ وَلَيَحۡلِفُنَّ اِنۡ اَرَدۡنَاۤ اِلَّا الۡحُسۡنٰى‌ؕ وَاللّٰهُ يَشۡهَدُ اِنَّهُمۡ لَـكٰذِبُوۡنَ

لَا تَقُمۡ فِيۡهِ اَبَدًا‌ ؕ لَمَسۡجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقۡوٰى مِنۡ اَوَّلِ يَوۡمٍ اَحَقُّ اَنۡ تَقُوۡمَ فِيۡهِ‌ؕ فِيۡهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوۡنَ اَنۡ يَّتَطَهَّرُوۡا‌ ؕ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الۡمُطَّهِّرِيۡنَ

“আর যারা মাসজিদ তৈরী করেছে ক্ষতিসাধন, কুফুরী আর মু’মিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে, আর যে ব্যক্তি ইতোপূর্বে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে তার ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহারের নিমিত্তে, তারা অবশ্য অবশ্যই শপথ করবে যে, আমাদের উদ্দেশ্য সৎ ব্যতীত নয়। আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। তুমি ওর ভিতরে কক্ষনো দাঁড়াবে না। প্রথম দিন থেকেই যে মাসজিদের ভিত্তি তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত, তোমার দাঁড়ানোর জন্য সেটাই অধিক উপযুক্ত, সেখানে এমন সব লোক আছে যারা পবিত্রতা লাভ করতে ভালবাসে, আর আল্লাহ পবিত্রতা লাভকারীদের ভালবাসেন।” (সূরা তাওবা ৯/১০৭-১০৮)

মসজিদে যিরারের ইতিহাসঃ

মসজিদে যিরার মুনাফিকদের চক্রান্তের একটি অংশ। মদীনায় আবু ‘আমের নামক এক ব্যক্তি জাহেলী যুগে নাছারা ধর্ম গ্রহণ করে আবু ‘আমের পাদ্রী নামে খ্যাত ছিল। তার পুত্র ছিলেন বিখ্যাত ছাহাবী হানযালা (রাঃ), যার লাশকে ফেরেশতাগণ গোসল দিয়েছিলেন। কিন্তু পিতা নিজের গোমরাহী ও নাছারাদের দ্বীনের উপরই ছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হিজরত করে মদীনায় আসলে আবু ‘আমের তার কাছে উপস্থিত হয় এবং ইসলামের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উত্থাপন করে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার অভিযোগের জবাব দেন। কিন্তু তাতে সেই হতভাগার অন্তর তৃপ্ত হ’ল না। তদুপরি সে বলল, আমরা দু’জনের মধ্যে যে মিথ্যুক সে যেন অভিশপ্ত ও আত্মীয়-স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মুত্যুবরণ করে। সে এ কথাও বলল যে, আপনার যে কোন প্রতিপক্ষের

সাহায্য আমি করে যাব। সে মতে হুনাইন যুদ্ধ পর্যন্ত সকল রণাঙ্গনে সে মুসলমানদের বিপরীতে অংশ নেয়। হাওয়াযেনের মত সুবৃহৎ শক্তিশালী গোত্রও যখন মুসলমানদের কাছে পরাজিত হ'ল, তখন সে নিরাশ হয়ে সিরিয়া চলে গেল। কারণ তখন সিরিয়া ছিল নাছারাদের কেন্দ্রস্থল। এ ষড়যন্ত্রের শুরুতে সে মদীনার পরিচিত মুনাফিকদের কাছে চিঠি লিখে যে, রোম সম্রাট কর্তৃক মদীনা অভিযানের চেষ্টায় আমি আছি। কিন্তু যথাসময়ে সম্রাটের সাহায্য হয় এমন কোন সম্মিলিত শক্তি তোমাদের থাকা চাই। এর পন্থা হ'ল এই যে, তোমরা মদীনায় মসজিদের নাম দিয়ে একটি গৃহ নির্মাণ কর, যেন মুসলিমদের অন্তরে কোন সন্দেহ না আসে। তারপর সে গৃহে নিজেদের সংগঠিত কর এবং যতটুকু সম্ভব যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ করে সেখানে রাখ। আর পারস্পরিক আলোচনা ও পরামর্শের পর মুসলিমদের বিরুদ্ধে কর্মপন্থা গ্রহণ কর। তারপর আমি রোম সম্রাটকে নিয়ে এসে মুহাম্মাদ ও তাঁর সাথীদের উৎখ্যাত করব। তার এ পত্রের ভিত্তিতে বার জন মুনাফিক মদীনার কুবা মহল্লায় একটি মসজিদ নির্মাণ করে। তারপর তারা মুসলমানদের প্রতারিত করার উদ্দেশ্যে সিদ্ধান্ত নেয় যে, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দ্বারা এক ওয়াক্ত ছালাত সেখানে পড়াবে। এতে মুসলিমগণ নিশ্চিত হবে যে, পূর্বনির্মিত মসজিদের মত এটিও একটি মসজিদ। এ সিদ্ধান্ত মতে তাদের এক প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দরবারে হাযির হয়ে আরয করে যে, কুবার বর্তমান মসজিদটি অনেক ব্যবধানে রয়েছে। দুর্বল ও অসুস্থ লোকদের সে পর্যন্ত যাওয়া দুস্কর। এছাড়া মসজিদটি এমন প্রশস্ত নয় যে, এলাকার সকল লোকের সংকুলান হতে পারে। তাই আমরা দুর্বল লোকদের সুবিধার্থে অপর একটি মসজিদ নির্মাণ করেছি। আপনি যদি তাতে এক ওয়াক্ত ছালাত আদায় করেন, তবে আমরা ধন্য হব। নবম হিজরীর রজব মাসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তখন তাবূক যুদ্ধের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, সফর শেষে ফিরে এসে ছালাত আদায় করবেন। কিন্তু তাবূক যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে যখন তিনি মদীনার নিকটবর্তী এক স্থানে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন, তখন সূরা তওবার উপরোক্ত ১০৭ ও ১০৮ নং আয়াত নাযিল করে মহান আল্লাহ মুনাফিকদের

যড়যন্ত্র ফাঁস করে দেন।[সিরাত ইবনে হিশাম, তাফসীরে ইবনে কাছীর, তাফসীরে বাগভী সূরা তওবা ১০৭-১০৮নং আয়াতের তাফসীর দ্রঃ]

আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কতিপয় ছাহাবীকে এ হুকুম দিয়ে পাঠালেন যে, এক্ষুণি গিয়ে কথিত মসজিদটি ধ্বংস কর এবং আগুন লাগিয়ে এসো। আদেশ মতে তারা গিয়ে মসজিদটি সমূলে ধ্বংস করে মাটিতে মিশিয়ে দিয়ে আসলেন। তাই কোন মসজিদকে যিরার হওয়ার জন্য চারটি শর্ত রয়েছে। ১. মুসলিমদের ক্ষতি সাধন ২. কুফরী করা, ৩. মুসলিমদের মাঝে বিভক্তি সৃষ্টি ও ৪. সেখানে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের শত্রুদের আশ্রয় দান।[কুরআনুল কারীম (বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর), (সঊদী আরব : বাদশাহ ফাহদ কুরআন মুদ্রণ কমপ্লেক্স ১৪৪০ হিঃ), ১/১০১৮ পৃঃ]

মসজিদের ফযীলত

আল্লাহর নবী (ﷺ) বলেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহর (সন্তুষ্টি লাভের) উদ্দেশ্যে একটি মসজিদ নির্মাণ করে দেয়, আল্লাহ তার জন্য বেহেশ্তে একটি ঘর বানিয়ে দেন।” (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৬৯৭নং)

“যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় পাখির বাসার মত অথবা তার চেয়েও ছোট আকারের একটি মসজিদ বানিয়ে দেয়, আল্লাহ তার জন্য বেহেশ্তে একটি গৃহ্ নির্মাণ করে দেন।” (ইবনে মাজাহ্, সুনান, জামে ৬১২৮ নং)

“যে ব্যক্তি তিতির পাখীর (পোকামাকড় খোঁজার উদ্দেশ্যে) আঁচড়ানো স্থান পরিমাণ আয়তনের অথবা তদপেক্ষা ছোট আকারের মসজিদ নির্মাণ করবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি গৃহ্ নির্মাণ করবেন।” (ইবনে খুযাইমাহ্, সহীহ, সহিহ তারগিব ২৬৫নং)

আর মহান আল্লাহ বলেন,

فِي بُيُوْتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَال رِجَالٌ لاَّ تُلْهِيْهُمْ تِجَارَةً وَّلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُوْنَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالأَبْصَار

অর্থাৎ, আল্লাহ যে সব গৃহ্কে (মর্যাদায়) উন্নীত করার এবং সেগুলোতে তাঁর নাম স্মরণ করার আদেশ দিয়েছেন, সেখানে সকাল-সন্ধায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এমন লোকেরা; যাদেরকে ব্যবসা-বানিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ, নামায কায়েম এবং যাকাত প্রদান করা হতে বিরত রাখে না। তারা ভয় করে সেই দিনকে, যেদিন অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ ভীতি-বিহ্বল হয়ে পড়বে। (কুরআন মাজীদ ২৪/৩৬-৩৭)

ইসলামে মসজিদ নির্মাণের অনেক ফযীলত রয়েছে। যেমন-

(১) মসজিদ নির্মাণ নবীদের কাজ :

নবীদের অন্যতম কাজ হ'ল মসজিদ নির্মাণ করা ও তা আবাদ করা। যেমন-

(এক) আদম (আঃ) :

কা‘বা ঘর প্রথম ফেরেশতারা নির্মাণ করেন। অতঃপর আদম (আঃ) তা পুনঃনির্মাণ করেন। কা‘বা নির্মাণের ৪০ বছর পর আদম (আঃ) অথবা তাঁর কোন সন্তানের দ্বারা বায়তুল মুক্বাদ্দাস নির্মাণ করা হয়।[বুখারী হা/৩৪২৫; মুসলিম হা/৫২০]

(দুই) ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আঃ) :

প্রথম রাসূল নূহ (আঃ)-এর সময় প্লাবনে বায়তুল্লাহর প্রাচীর বিনষ্ট হলেও ভিত্তি আগের মতই থেকে যায়। পরবর্তীতে আল্লাহর হুকুমে একই ভিত্তিভূমিতে ইবরাহীম (আঃ) তা পুনঃনির্মাণ করেন। আল্লাহ বলেন

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

‘(আর স্মরণ কর) যখন আমরা ইব্রাহীমকে বায়তুল্লাহর স্থান নির্ধারণ করে দিয়ে বলেছিলাম যে, তুমি আমার সাথে কাউকে শরীক করো না এবং আমার এ গৃহকে তাওয়াফকারীদের জন্য, ছালাত কায়েমকারীদের জন্য এবং রুকূ-সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র রাখ (হজ্জ ২২/২৬)।

ইবরাহীম (আঃ)-কে কা‘বা ঘর নির্মাণ করতে তাঁর পুত্র ইসমাঈল (আঃ) সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেন। আল্লাহ বলেন

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

‘আর স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল বায়তুল্লাহর ভিত্তি উত্তোলন করেছিল, তখন তারা প্রার্থনা করেছিল, হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি আমাদের পক্ষ হতে এটি কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ’ (বাক্বারাহ ২/১২৭)।

(তিন) দাঊদ (আঃ) :

ইয়া‘কূব (আঃ) কর্তৃক বায়তুল মুক্বাদ্দাস নির্মাণের প্রায় হাযার বছর পর দাঊদ (আঃ) পুনরায় তা নির্মাণ শুরু করেন এবং তাঁর পুত্র সুলায়মান (আঃ) এর কাজ সমাপ্ত করেন। আর সুলায়মান (আঃ) জিনদের দ্বারা মসজিদের কাজ সম্পন্ন করেছেন। আল্লাহ বলেন,

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ-

‘অতঃপর যখন আমরা সুলায়মানের মৃত্যু ঘটালাম, তখন তার মৃত্যুর খবর জিনদের কেউ জানায়নি ঘুণপোকা ব্যতীত। যারা সুলায়মানের লাঠি খেয়ে যাচ্ছিল। অতঃপর যখন সে মাটিতে পড়ে গেল, তখন জিনেরা বুঝতে পারল যে, যদি তারা অদৃশ্যের জ্ঞান রাখত, তাহ’লে তারা (বায়তুল মুক্বাদ্দাস নির্মাণের) লাঞ্ছনাকর শাস্তির মধ্যে আবদ্ধ থাকত না’ (সাবা ৩৪/১৪)।

(চার) মুহাম্মদ (ছাঃ) : মহানবী (ছাঃ) মক্কা থেকে মদীনায় গিয়ে প্রথমে কোবা নামক স্থানে চৌদ্দ দিন অবস্থান করেন এবং সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। এ মসজিদ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ-

‘অবশ্যই যে মসজিদ প্রথম দিন থেকে তাক্বওয়ার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, সেটাই তোমার (ছালাতের জন্য) দাঁড়াবার যথাযোগ্য স্থান। সেখানে এমন সব লোক রয়েছে, যারা উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ হওয়াকে ভালবাসে। বস্ত্ততঃ আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালবাসেন’ (তওবা ৯/১০৮)।

কোবা থেকে মদীনায় যাওয়ার পথে আল্লাহ জুম‘আর ছালাত ফরয করেন। ইয়াছরিবের উপকণ্ঠে পেঁŠছে বনু সালেম বিন আওফ গোত্রের ‘রানূনা’ উপত্যকায় তিনি **১ম** জুম‘আর

ছালাত আদায় করেন। যাতে একশত জন মুছল্লী শরীক হন। এটা ছিল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কর্তৃক প্রথম জুম‘আ।[আল-বিদায়াহ ২/২১১]

রাসূল (ছাঃ) মদীনায় গিয়ে মসজিদে নববী নির্মাণ করেন এবং ছাহাবীগণ তাঁর সাথে তাঁকে সহযোগিতা করেন। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, (মসজিদে নববী নির্মাণের সময়) আমরা একটা একটা করে কাঁচা ইট বহন করছিলাম আর ‘আম্মার দু’টো দু’টো করে কাঁচা ইট বহন করছিল। নবী করীম (ছাঃ) তা দেখে তাঁর দেহ হতে মাটি ঝাড়তে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন

وَيْحَ عَمَّارٍ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ

‘আম্মারের জন্য আফসোস, তাকে বিদ্রোহী দল হত্যা করবে’।[বুখারী হা/৪৪৭]

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)-এর সময়ে মসজিদ তৈরী হয় কাঁচা ইট দিয়ে। তার ছাদ ছিল খেজুরের ডালের, খুঁটি ছিল খেজুর গাছের। আবু বকর (রাঃ) এতে কিছু বাড়াননি। অবশ্য ওমর (রাঃ) বাড়িয়েছেন। আর তার ভিত্তি তিনি আল্লাহর রাসল (ছাঃ)-এর যুগে যে ভিত্তি ছিল তার উপর কাঁচা ইট ও খেজুরের ডাল দিয়ে নির্মাণ করেন। তিনি খুঁটিগুলো পরিবর্তন করে কাঠের (খুঁটি) লাগান। অতঃপর ওছমান (রাঃ) তাতে পরিবর্তন সাধন করেন এবং অনেক বৃদ্ধি করেন। তিনি দেয়াল তৈরী করেন নকশী পাথর ও চুন-শুরকি দিয়ে। খুঁটিও দেন নকশা করা পাথরের আর ছাদ বানিয়েছিলেন সেগুন কাঠের’।[বুখারী হা/৪৪৬]

(২) মসজিদ নির্মাণ ও আবাদ করা মুমিনদের বৈশিষ্ট্য :

নবীদের ন্যায় মুমিনগণও যুগে যুগে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে অসংখ্য মসজিদ নির্মাণ করেছেন। আল্লাহ বলেন,

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ-

‘আল্লাহর মসজিদ সমূহ কেবল তারাই আবাদ করে, যারা আল্লাহ ও বিচার দিবসের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে। যারা ছালাত কায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করে না। নিশ্চয়ই তারা সুপথ প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে’ (তওবা ৯/১৮)।

(৩) মসজিদ নির্মাণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশ :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজে মসজিদ নির্মাণ করেছেন এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল উম্মতকে মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছেন। আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِى الدُّورِ وَأَنْ تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبَ.

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পাড়ায় পাড়ায় মসজিদ নির্মাণ করতে, তা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে এবং সুবাসিত করতে হুকুম দিয়েছেন'।[তিরমিযী হা/৫৯৪; ইবনু মাজাহ হা/৭৫৯; আবুদাঊদ হা/৪৫৫]

(৪) মসজিদ নির্মাণ হ'ল ছাদাক্বায়ে জারিয়া :

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন

إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِه وَحَسَنَاتِه بَعْدَ مَوْتِه عِلْمًا عَلَّمَه وَنَشَرَه وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَه أَوْ مُصْحَفًا وَرَّثَه أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِه فِي صِحَّتِه وَحَيَاتِه تَلْحَقُه مِنْ بَعْدِ مَوْتِه-

'মুমিনের মৃত্যুর পরও তার যেসব নেক আমল ও নেক কাজের ছওয়াব তার নিকট পৌঁছতে থাকবে, তার মধ্যে-

(১) ইলম বা জ্ঞান যা সে শিখেছে এবং প্রচার করেছে

(২) নেক সন্তান যাকে সে দুনিয়ায় রেখে গেছে

(৩) কুরআন যা সে উত্তরাধিকারীদের জন্য রেখে গেছে

(৪) মসজিদ যা সে নির্মাণ করে গেছে

(৫) মুসাফিরখানা যা সে পথিক মুসাফিরদের জন্য নির্মাণ করে গেছে

(৬) কূপ, যা সে খনন করে গেছে মানুষের পানি পানের জন্য এবং

(৭) দান-খয়রাত, যা সুস্থ ও জীবিতাবস্থায় তার ধন-সম্পদ থেকে দান করে গেছে। মৃত্যুর পর এসব কাজের ছওয়াব তার নিকট পৌঁছতে থাকবে'।[ইবনে মাজাহ হা/২৪২; ছহীহ তারগীব হা/৭৭; মিশকাত হা/২৫৪]

(৫) জান্নাতে যাওয়ার মাধ্যম :

জান্নাতে যাওয়ার অন্যতম মাধ্যম হ’ল মসজিদ নির্মাণ করা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ ، بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ.

‘যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করে আল্লাহ তা‘আলা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করে দেবেন’।[বুখারী হা/৪৫০; মুসলিম হা/৫৩৩; তিরমিযী হা/৩১৮; মিশকাত হা/৬৯৭]

মসজিদ ছোট হোক বা বড় হোক নিয়ত ঠিক থাকলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে ঘর নির্মাণ করবেন।[তিরমিযী হা/৩১৯; আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ১/১৫৬] যদিও সেটা পাখির বাসার মত ছোট হয়।[ছহীহ ইবনে হিববান হা/১৬১০; ছহীহুল জামে‘ হা/৬১২৮]

মসজিদে যাওয়ার ফযীলত

মসজিদ নির্মাণের পর মুমিনদের দায়িত্ব হল মসজিদে গমন করে মসজিদের হকগুলো আদায় করা। মসজিদ গমনের অনেক ফযীলত রয়েছে। যেমন-

(১) ছওয়াব লাভ, গোনাহ মাফ ও মর্যাদা বৃদ্ধি :

মসজিদে গমনের বিনিময়ে আল্লাহ তাঁর বান্দাকে উত্তম প্রতিদান দেন, গোনাহ মাফ করেন এবং তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

وَما مِن رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فيُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ يَعْمِدُ إلى مَسْجِدٍ مِن هذِه المَساجِدِ، إلّا كَتَبَ اللهُ له بكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوها حَسَنَةً، وَيَرْفَعُهُ بها دَرَجَةً، وَيَحُطُّ عنْه بها سَيِّئَةً، وَلقَدْ رَأَيْتُنا وَما يَتَخَلَّفُ عَنْها إلّا مُنافِقٌ مَعْلُومُ النِّفاقِ، وَلقَدْ كانَ الرَّجُلُ يُؤْتى به يُهادى بيْنَ الرَّجُلَيْنِ حتّى يُقامَ في الصَّفِّ.

‘কেউ যদি অতি উত্তমভাবে পবিত্রতা অর্জন করে তারপর (ছালাত আদায় করার জন্য) কোন একটি মসজিদে উপস্থিত হয়, তাহলে মসজিদে যেতে সে যতবার পদক্ষেপ ফেলবে তার প্রতিটি পদক্ষেপের পরিবর্তে আল্লাহ তা‘আলা তার জন্য একটি নেকী

লিখে দেন, তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন এবং একটি করে পাপ দূর করে দেন। (আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন) আমরা মনে করি, যার মুনাফিকী সর্বজনবিদিত এমন মুনাফিক ছাড়া কেউই জামা'আতে ছালাত আদায় করা ছেড়ে দেয় না। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় এমন ব্যক্তি জামা'আতে উপস্থিত হ'ত যাকে দু'জন মানুষের কাuঁধ ভর দিয়ে এসে ছালাতের কাতারে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হ'ত'।[মুসলিম, হা/১৩৭৪; ইবনে মাজাহ হা/৬৩৮, সনদ ছহীহ]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ .قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ .قَالَ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ-

'আমি কি তোমাদের সে জিনিসটির খবর দেব না যার সাহায্যে আল্লাহ গোনাহ মুছে দেন এবং যার মাধ্যমে তোমাদের মর্যাদা উন্নত হয়? ছাহাবায়ে কেরাম বললেন, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বলেন, 'কঠিন সময়ে পরিপূর্ণভাবে ওযূ করা, মসজিদের দিকে অধিক গমন করা এবং এক ছালাতের পর আরেক ছালাতের জন্য অপেক্ষা করা। এটাই তোমাদের (আল্লাহর রাস্তায়) পাহারা দেওয়া'।[মুসলিম হা/২৫১; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১০৩৭; মিশকাত হা/২৮২]

বনু সালিমা গোত্রের লোকেরা মসজিদে নববীর কাছে আসতে চাইলে রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) তাদেরকে উদ্দেশ্যে করে বলেন, 'তোমাদের জায়গাতেই তোমরা থাক। তোমাদের আমলনামায় তোমাদের পায়ের চিহ্নগুলো লেখা হবে। এ কথাটি তিনি দু'বার বললেন।[মুসলিম হা/৬৬৫; ছহীহুল জামে' হা/৭৮৯৮; মিশকাত হা/৭০০]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَن تَوَضَّأَ لِلصَّلاةِ فأَسْبَغَ الوُضُوءَ، ثُمَّ مَشى إلى الصَّلاةِ المَكْتُوبَةِ، فَصَلّاها مع النّاسِ، أَوْ مع الجَماعَةِ، أَوْ في المَسْجِدِ غَفَرَ اللهُ له ذُنُوبَهُ-

'যে ব্যক্তি ছালাতের জন্য পূর্ণরূপে ওযূ করল, তারপর ফরয ছালাতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হ'ল এবং মানুষের সাথে তা আদায় করল। অথবা তিনি বলেছেন, জামা'আতের সাথে

অথবা বলেছেন, মসজিদে, আল্লাহ তা‘আলা তার পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন’।[মুসলিম হা/২৩২; নাসাঈ হা/৮৫৬]

(২) হজ্জের সমান ছওয়াব :

জামা‘আতে ছালাত আদায়কারীকে রাসূল (ছাঃ) হজ্জকারীর ন্যায় মর্যাদাবান করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا إِلَى صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تَسْبِيحِ الضُّحَى لاَ يُنْصِبُهُ إِلاَّ إِيَّاهُ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ وَصَلاَةٌ عَلَى أَثَرِ صَلاَةٍ لاَ لَغْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِي عِلِّيِّينَ

‘যে ব্যক্তি ফরয ছালাতের জন্য ওযূ করে নিজ ঘর থেকে বের হবে, সে একজন ইহরাম পরিধানকারী হাজীর সমান ছওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি শুধু চাশতের ছালাত আদায় করার জন্যই বের হবে, সে একজন ওমরাহকারীর সমান ছওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি এক ওয়াক্ত ছালাত আদায়ের পর থেকে আরেক ওয়াক্ত ছালাত আদায়ের মধ্যবর্তী সময়ে কোন বাজে কথা বা কাজ করবে না, তার নাম ইল্লিয়্যূন-এ লিপিবদ্ধ করা হবে’।[আবূদাঊদ হা/৫৫৮; আহমাদ হা/২২৩০৪; ছহীহ তারগীব হা/৬৭৫]

(৩) আল্লাহর পক্ষ থেকে নিরাপত্তা লাভ :

আবূ উমামা বাহিলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

ثلاثةٌ كلُّهم ضامنٌ على اللهِ عزَّ وجلَّ رجلٌ خرج غازيًا في سبيلِ اللهِ فهو ضامنٌ على اللهِ حتى يتوفّاه فيدخلُه الجنَّةَ أو يردُّه بما نال من أجرٍ وغنيمةٍ ورجلٌ راحَ إلى المسجدِ فهو ضامنٌ على اللهِ حتى يتوفّاه فيدخلُه الجنَّةَ أو يردُّه بما نال من أجرٍ وغنيمةٍ ورجلٌ دخل بيتَه بسلامٍ فهو ضامنٌ على اللهِ عزَّ وجلَّ-

‘তিন প্রকার লোকের প্রত্যেকেই মহান আল্লাহর দায়িত্বে থাকে। ১. যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য বের হয়, তার মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহ তার যিম্মাদার। অতঃপর আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন কিংবা তাকে নিরাপদে তার নেকী ও গনীমতসহ তার বাড়িতে ফিরিয়ে দেবেন। ২. যে ব্যক্তি মসজিদে যায়, আল্লাহ তার যিম্মাদার। এমনকি তার মৃত্যুর পর আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন কিংবা তাকে নিরাপদে তার নেকী ও গনীমতসহ তার বাড়িতে ফিরিয়ে আনবেন। ৩. যে ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ

করে সালাম দিয়ে, আল্লাহ তার যিম্মাদার’।[আবূদাঊদ হা/২৪৯৪; ইবনে হিববান হা/৪৯৯; আদাবুল মুফরাদ হা/১০৯৪; মিশকাত হা/৭২৭]

(৪) আল্লাহ সম্মান করেন :

মসজিদে আগমনকারীকে আল্লাহ নিজেই সম্মান করেন। সালমান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন

مَنْ تَوَضَّأَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ فَهُوَ زَائِرٌ لِلهِ، وَحَقٌّ عَلَى الْمَزُوْرِ أَنْ يُكْرِمَ الزَّائِرَ

‘যে ব্যক্তি স্বীয় বাড়িতে ওযূ করে তারপর মসজিদে আগমন করে, সে আল্লাহর যিয়ারতকারী। যার যিয়ারত করা হয় তার উপর ওয়াজিব হ’ল, যিয়ারতকারীর সম্মান করা’।[তাবরানী, মু‘জামুল কাবীর হা/৬১৩৯, ৬১৪৫; মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বা হা/১৬৪৬৫]

(৫) জিহাদে অংশগ্রহণকারীর মত ছওয়াব পাবে :

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ جَاءَ مَسْجِدِى هَذَا لَمْ يَأْتِهِ إِلاَّ لِخَيْرٍ يَتَعَلَّمُهُ أَوْ يُعَلِّمُهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِى سَبِيلِ اللهِ

‘যে আমার এ মসজিদে আসে এবং শুধু ভালো কাজের উদ্দেশ্যেই আসে, হয় সে ইলম শিক্ষা দেয় অথবা নিজে শিখে, সে আল্লাহর পথে জিহাদে অংশগ্রহণকারীর সমতুল্য’।[ইবনে মাজাহ হা/২২৭; ছহীহ আত-তারগীব হা/৮৭; মিশকাত হা/৭৪২]

(৬) ক্বিয়ামতের দিন আলো হবে :

ছালাতের উদ্দেশ্যে মসজিদ গমন করার অন্যতম ফযীলত হ’ল ক্বিয়ামতের দিন মসজিদে গমনকারীর জন্য আলোকময় হবে। আনাস বিন মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন

بَشِّرِ الْمَشَّائِينَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

‘যারা অন্ধকার রাতে মসজিদে যাতায়াত করে তাদেরকে ক্বিয়ামতের দিন পূর্ণজ্যোতির সুসংবাদ দাও’।[আবূদাঊদ হা/৫৬১; তিরমিযী হা/২২৩; ইবনে মাজাহ হা/৭৮১; মিশকাত হা/৭২১]

অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন

إنَّ اللهَ لَيُضيءُ لِلَّذينَ يتخلَّلونَ إلى المساجدِ في الظُّلَمِ بنورٍ ساطعٍ يومَ القيامةِ

‘নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তিদের জন্য উজ্জ্বল আলোর ব্যবস্থা করবেন যারা অন্ধকারে মসজিদে গমন করে’।[তাবারানী, মু‘জামুল আওসাত ১/২৫৭; ছহীহ আত-তারগীব হা/৩১৭]

(৭) আরশের নিচে স্থান লাভ :

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘আল্লাহ তা‘আলা সাত ব্যক্তিকে সেই দিনে তাঁর (আরশের) ছায়া দান করবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না। (তারা হ’ল,) ন্যায়পরায়ণ নেতা, সেই যুবক যার যৌবন আল্লাহ তা‘আলার ইবাদতে অতিবাহিত হয়েছে, সেই ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদ সমূহের সাথে লটকে থাকে (মসজিদের প্রতি তার মন সদা আকৃষ্ট থাকে)। সেই দুই ব্যক্তি যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ভালবাসা স্থাপন করে; যারা এই ভালবাসার উপর মিলিত হয় এবং এই ভালবাসার উপরেই চিরবিচ্ছিন্ন হয় (তাদের মৃত্যু)। সেই ব্যক্তি যাকে কোন বংশীয়া ও সুন্দরী নারী (অবৈধ যৌন-মিলনের উদ্দেশ্যে) আহবান করে, কিন্তু সে বলে, আমি আল্লাহকে ভয় করি। সেই ব্যক্তি যে দান করে গোপন করে। এমনকি তার ডান হাত যা প্রদান করে, তা তার বাম হাত পর্যন্তও জানতে পারে না। আর সেই ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে, ফলে তার উভয় চোখে অশ্রু বয়ে যায়’।[বুখারী হা/৬৬০; মুসলিম হা/১০৩১; তিরমিযী হা/২৩৯১]

(৮) জান্নাতে মেহমানদারীর ব্যবস্থা :

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) বলেছেন

مَن غَدا إلى المَسْجِدِ وَرَاحَ، أعَدَّ اللهُ له نُزُلَهُ مِنَ الجَنَّةِ كُلَّما غَدا أوْ راحَ

‘যে ব্যক্তি সকাল ও বিকাল মসজিদে যাবে, আল্লাহ্ তা‘আলা তার প্রত্যেকবার যাতায়াতের জন্য জান্নাতে একটি মেহমানদারীর ব্যবস্থা করে রাখবেন। চাই সে সকালে যাক বা সন্ধ্যায়’।[বুখারী হা/৬৬২; মুসলিম হা/৬৬৯; আহমাদ হা/১০৬০৮; মিশকাত হা/৬৯৮]

(৯) ফেরেশতা কর্তৃক ক্ষমা প্রার্থনা :

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) বলেছেন,

،صَلاَةُ الرَّجُلِ فِى الْجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلاَتِهِ فِى بَيْتِهِ وَفِى سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لاَ يُخْرِجُهُ إِلاَّ الصَّلاَةُ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلاَّ رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلِ الْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّى عَلَيْهِ مَا دَامَ فِى مُصَلاَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ .وَلاَ يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِى صَلاَةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلاَةَ.

‘ঘরে অথবা বাজারে ছালাত আদায় করার চেয়ে মসজিদে জামা‘আতের সাথে ছালাত আদায় করার ছওয়াব পঁচিশ গুণ বেশী। কারণ কোন ব্যক্তি ভালো করে ওযূ করে কেবল ছালাত আদায় করার জন্যই মসজিদে আসে। তার প্রতি কদমের বিনিময়ে একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়, আর একটি গুনাহ মোচন করা হয়। (এভাবে মসজিদে পৌঁছা পর্যন্ত চলতে থাকে)। ছালাত আদায় শেষ করে যখন সে মুছল্লায় বসে থাকে, তখন ফেরেশতাগণ অনবরত দো‘আ করতে থাকে, হে আল্লাহ! তুমি তার ওপর রহমত বর্ষণ কর।[বুখারী হা/৬৪৭; মিশকাত হা/৭০২]

অন্য বর্ণানায় এসেছে, ফেরেশতা বলতে থাকে,

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ

‘হে আল্লাহ! এই বান্দাকে ক্ষমা করে দাও। তার তওবাও কবুল কর। এভাবে চলতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত সে অন্য কোন মুসলিমকে কষ্ট না দেয় বা তার ওযূ ছুটে না যায়’।[মুসলিম হা/৬৪৯]

(১০) জামা‘আত না পেলেও জামা‘আতের ছওয়াব লাভ :

মসজিদে বের হওয়ার অন্যতম ফযীলত হ’ল, কোন কারণে মসজিদে জামা‘আত না পেলেও জামা‘আতের ছওয়াব পাবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا أَعْطَاهُ اللهُ جَلَّ وَعَزَّ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ صَلاَّهَا وَحَضَرَهَا لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْئًا-

‘যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযূ করল তারপর মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হয়ে দেখল লোকজন ছালাত শেষ করেছে, আল্লাহ তা‘আলা তার জন্য ছালাতে উপস্থিত ব্যক্তিদের সমান ছওয়াব লিখে দেবেন। অথচ তাদের ছওয়াব থেকে কিছুই কমানো হবে না’।[নাসাঈ হা/৮৫৫; আবূদাঊদ হা/৫৬৪, হাদীছ ছহীহ]

(১১) নিয়ত অনুযায়ী অংশ পাবে :

মসজিদে যে ব্যক্তি যেই নিয়তে আসবে আল্লাহ তাকে তার নিয়ত অনুযায়ীই ফযীলত দিবেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন

مَنْ أَتَى الْمَسْجِدَ لِشَىْءٍ فَهُوَ حَظُّهُ

'যে ব্যক্তি মসজিদে যে কাজের নিয়ত করে আসবে, সে সেই কাজেরই অংশ পাবে'।[আবূদাঊদ হা/৪৭২; ছহীহুল জামে' হা/৫৯৬৩; মিশকাত হা/৭৩০]

(১২) হেঁটে জামা'আতে অংশগ্রহণকারীর ছওয়াব লেখার জন্য ফেরেশতারা প্রতিযোগিতা করে :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَتَانِى اللَّيْلَةَ رَبِّى تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِى أَحْسَنِ صُورَةٍ قَالَ أَحْسَبُهُ قَالَ فِى الْمَنَامِ ...قَالَ يَا مُحَمَّدُ هَلْ تَدْرِى فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلأُ الأَعْلَى قُلْتُ نَعَمْ .قَالَ فِى الْكَفَّارَاتِ .وَالْكَفَّارَاتُ الْمُكْثُ فِى الْمَسَاجِدِ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ وَالْمَشْىُ عَلَى الأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِى الْمَكَارِهِ وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَاشَ بِخَيْرٍ وَمَاتَ بِخَيْرٍ وَكَانَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.

ইবনে আববাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আজ রাতে আমার মহান ও বরকতময় প্রভু সবচেয়ে সুন্দর চেহারায় আমার নিকট এসেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, ঘুমের মধ্যে বা স্বপ্নযোগে। ...তারপর তিনি বললেন, হে মুহাম্মাদ! তুমি কি জান, এ সময় উচ্চতর পরিষদের অধিবাসীরা (অর্থাৎ ফেরেশতাগণ) কি নিয়ে বিবাদ করছে? আমি বললাম, হ্যাঁ, কাফফারাত নিয়ে বিবাদ করছে। কাফফারাত অর্থ: ছালাতের পর মসজিদে বসে থাকা, ছালাতের জামা'আতে উপস্থিতির জন্য হেঁটে যাওয়া এবং কষ্টকর সময়েও সুন্দর ও সুচারু রূপে ওযূ করা। যে লোক এসব কাজ করবে সে কল্যাণের মধ্যে বেঁচে থাকবে, কল্যাণের পথে মরবে এবং তার জন্ম দিনের মত গুনাহ হতে পবিত্র হয়ে যাবে'।[তিরমিযী হা/৩২৩৩]

(১৩) জাহান্নাম ও মুনাফেকী থেকে মুক্তি :

আনাস বিন মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ صَلَّى لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الأُولَى كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَتَانِ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ-

‘কোন ব্যক্তি আল্লাহ তা‘আলার সন্তোষ অর্জনের উদ্দেশ্যে একাধারে চল্লিশ দিন তাকবীরে উলার (প্রথম তাকবীর) সাথে জামা‘আতে ছালাত আদায় করতে পারবে তাকে দু’টি নাজাতের ছাড়পত্র দেওয়া হয়। ১. জাহান্নাম হতে নাজাত এবং ২. মুনাফেকী হতে মুক্তি’।[তিরমিযী হা/২৪১; ছহীহাহ হা/২৬৫২]

মসজিদ যাওয়ার আদবঃ

মসজিদে ইকামত শুনলেও তাড়াহুড়ো করে বা ছুটাছুটি করে দৌড়ে যাওয়া ঠিক নয়। যেহেতু মহানবী (ﷺ) বলেন, “তোমরা ধীর ও শান্তভাবে (মসজিদে বা জামাআতে) যাও। ইমামের সঙ্গে নামাযের যতটুকু অংশ পাও ততটুকু পড়ে নাও এবং যেটুকু অংশ ছুটে যায় তা একাকী পূর্ণ করে নাও।” (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৬৮৬ নং)

মসজিদ যাওয়ার সময় পথে নিম্নের দুআ পড়তে হয়:-

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِيْ قَلْبِيْ نُوْراً وَّ فِيْ لِسَانِيْ نُوْراً وَّ اجْعَلْ فِيْ سَمْعِيْ نُوْراً وَّ اجْعَلْ فِيْ بَصَرِيْ نُوْراً وَّاجْعَلْ مِنْ خَلْفِيْ نُوْراً ، وَّ مِنْ أَمَامِيْ نُوْراً، وَّاجْعَلْ مِنْ فَوْقِيْ نُوْراً وَ مِنْ تَحْتِيْ نُوْراً، اَللّٰهُمَّ أَعْطِنِيْ نُوْراً

অর্থ- হে আল্লাহ! আমার হৃদয়, রসনা, কর্ণ, চক্ষু, পশ্চাত, সম্মুখ, ঊর্ধ্ব ও নিম্নে জ্যোতি প্রদান কর। হে আল্লাহ! আমাকে নূর (জ্যোতি) দান কর। (বুখারী ৬৩১৬, মুসলিম, সহীহ ৭৬৩ নং)

মসজিদে প্রবেশ ও বাহির হওয়ার সময় দুআঃ

মহানবী (ﷺ) যখন মসজিদ প্রবেশ করতেন, তখন ‘বিসমিল্লাহ্’ বলতেন এবং নিজের উপর দরুদ ও সালাম পড়তেন। অনুরুপ বের হওয়ার সময়ও পড়তেন। (ইবনে মাজাহ্, সুনান ৭৭১নং)

তিনি এই সময় নিম্নের দুআও পড়তেন,

أَعُوْذُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ، وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

অর্থ- আমি মহিমময় আল্লাহর নিকট এবং তার সম্মানিত চেহারা ও তাঁর প্রাচীন পরাক্রমের অসীলায় বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এই দুআ পড়ে

মসজিদ প্রবেশ করলে শয়তান বলে, ‘সারা দিন ও আমার অনিষ্ট থেকে নিরাপত্তা লাভ করল।’ (আবূদাঊদ, সুনান, মিশকাত ৭৪৯ নং)

(بِسْمِ اللهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلى رَسُوْلِ اللهِ، اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ)

অর্থ- আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু করছি, সালাম ও দরুদ বর্ষিত হোক আল্লাহর রসূলের উপর। হে আল্লাহ! আমার জন্য তুমি তোমার করুণার দুয়ার খুলে দাও।(জামে১/৫২৮,মুসলিম, সহীহ১/৪৯৪,ইবনুস সুন্নী ৮৮)

বের হওয়ার সময় বলতেন,

(بِسْمِ اللهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلى رَسُوْلِ اللهِ، اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ)

‘বিসমিল্লাহ্’ ও দরুদের পর এ দুআও পড়া যায়,

اَللّٰهُمَّ اعْصِمْنِيْ مِنَ الشَّيْطَانِ।

অর্থ:- হে আল্লাহ! আমাকে শয়তান থেকে রক্ষা কর। (নাসাঈ, সুনান,হাকেম, মুস্তাদরাক, বায়হাকী, ইবনে হিব্বান, সহীহ, জামে ৫১৪নং)

আনাস (রাঃ) বলেন, ‘এক সুন্নাহ্ (নবী (ﷺ) এর তরীকা) এই যে, যখন তুমি মসজিদ প্রবেশ করবে, তখন ডান পা আগে বাড়াবে এবং যখন মসজিদ থেকে বের হবে, তখন বাম পা আগে বাড়াবে।’ (হাকেম, মুস্তাদরাক ১/২১৮)

মসজিদে গমনের আদবসমূহ

ইতিপূর্বে আমরা মসজিদে গমনের অনেক ফযীলত উল্লেখ করেছি। উক্ত ফযীলতগুলো লাভের জন্য মসজিদে গমনের আদব যথাযথভাবে পালন করা আবশ্যক। নিম্নে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে মসজিদে গমনের ককিপয় আদব উল্লেখ করা হল-

(১) বিশুদ্ধ নিয়ত করা : আমল কবুল হওয়ার জন্য বিশুদ্ধ নিয়তের গুরুত্ব অপরিসীম। এটা ইবাদত কবুলের অন্যতম শর্ত।[বুখারী হা/১; মুসলিম হা/১৯০৭; মিশকাত হা/১]

সুতরাং মসজিদে গমন করা ও ছালাত আদায় করার জন্য নিয়তের বিশুদ্ধতা যরূরী। তাই ছালাতে বের হওয়ার আগে মনে মনে এই নিয়ত করতে হবে যে, একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, ছওয়াব হাছিলের প্রত্যাশায় মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হচ্ছি। আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

من أتي المسجد لشيء فهو حظه

'যে ব্যক্তি মসজিদে কোন কিছু অর্জনের জন্য আসে, তখন সে সেটারই অংশীদার হয়'।[আবূদাঊদ হা/৪৭২, সূয়তী, আল-জামি'উছ ছাগীর হা/৮২৬৪]

(২) পবিত্র হয়ে ঘর থেকে বের হওয়া : মসজিদে গমনের অন্যতম আদব হ'ল বাড়ী থেকে পবিত্র হয়ে তথা ওযূ করে মসজিদে যাওয়া। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কেউ যদি অতি উত্তমভাবে পবিত্রতা অর্জন করে (ছালাত আদায়ের জন্য) কোন মসজিদে উপস্থিত হয়, তাহ'লে মসজিদে যেতে সে যতবার পদক্ষেপ ফেলবে তার প্রতিটি পদক্ষেপের বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য একটি নেকী লিখে দেন, তার একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করেন এবং একটি করে পাপ মোচন করে দেন। (রাবী মাসউদ রাঃ বলেন) আমরা মনে করি যার মুনাফেকী সর্বজনবিদিত এমন মুনাফেক ছাড়া কেউই জামা'আতে ছালাত আদায় করা ছেড়ে দেয় না। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় এমন ব্যক্তি জামা'আতে উপস্থিত হ'ত, যাকে দু'জন মানুষের কাঁধে ভর দিয়ে এসে ছালাতের কাতারে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হ'ত'।[মুসলিম (হা.একা) হা/১৩৭৪; ইবনু মাজাহ হা/৬৩৮]

(৩) ময়লা বা দুর্গন্ধ থেকে দূরে থাকা : মসজিদ পবিত্র স্থান। তাই যে ব্যক্তি মসজিদে আসবে সে অবশ্যই পবিত্র হয়ে আসবে। জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলূল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

-مَن أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا، فَلْيَعْتَزِلْنا، أَوْ قالَ :فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنا، ولْيَقْعُدْ في بَيْتِهِ

'যে ব্যক্তি রসুন বা পিঁয়াজ খায় সে যেন আমাদের হতে দূরে থাকে অথবা বললেন, সে যেন আমাদের মসজিদ থেকে দূরে থাকে। আর নিজ ঘরে বসে থাকে'।[বুখারী হা/৮৫৫]

অন্য হাদীছে এসেছে,

مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُنْتِنَةِ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الإِنْسُ-

'যে ব্যক্তি (কাচা) এই দুর্গন্ধময় গাছের (পেঁয়াজ বা রসুনের) কিছু খাবে সে যেন আমাদের মসজিদের নিকটবর্তী না হয়। কারণ ফেরেশতাগণ কষ্ট পান ঐসব জিনিসে, যেসব জিনিসে মানুষ কষ্ট পায়'।[বুখারী হা/৮৪৫; মুসলিম হা/৫৬৪; ইবনু মাজাহ হা/৩৩৬৫; মিশকাত হা/৭০৭]

পিঁয়াজ-রসুন খাওয়া নিষেধ নয় এবং রান্না করা পিঁয়াজ-রসুন খেয়ে মসজিদে আসাও নিষেধ নয়।[আবূদাঊদ হা/৩৮২৭; ছহীহাহ হা/৩১০; মিশকাত হা/৭৩৬]

বর্তমানে যারা মাদকদ্রব্য সেবন করেন ও বিড়ি-সিগারেট পান করেন তাদের মুখ থেকেও দুর্গন্ধ বের হয়। সুতরাং অন্যকে কষ্ট দানকারী এসব হারাম থেকে বিরত থাকা অতীব যরূরী।

(৪) সুন্দর পোষাক পরিধান করা : মসজিদে গমনের অন্যতম আদব হ'ল, সাধ্যমত সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন পোষাক পরিধান করা। মহান আল্লাহ বলেন

يَا بَنِيْ آدَمَ خُذُوا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

'হে আদম সন্তান! তোমরা প্রত্যেক ছালাতের সময় সুন্দর পোষাক পরিধান কর। তোমরা খাও ও পান কর। কিন্তু অপচয় করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ অপচয়কারীদের ভালবাসেন না' (আ'রাফ ৭/৩১)।

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

إِذَا صَلَّى أَحَدُكم فليَلبَس ثَوبَيهِ فإنَّ اللهَ أحَقُّ مَنْ تُزُيِّنَ لهُ

'তোমাদের কেউ যখন ছালাতে দাঁড়াবে সে যেন (সুন্দর) পোষাক পরিধান করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তাঁর থেকে সজ্জিত করার হকদার'।[ত্বাবারানি, মু'জামুল আওসাত হা/৯৩৬৮; ছহীহাহ হা/১৩৯৬]

(৫) ঘর থেকে বের হওয়ার সময় দো'আ পাঠ করা : মসজিদে যাওয়ার সময় অথবা যে কোন সময় ঘর থেকে বের হ'লেই দো'আ পাঠ করে বের হবে। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি বাড়ী থেকে বের হওয়ার সময় বলবে,

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ

অর্থ: 'আল্লাহর নামে (বের হচ্ছি), তাঁর উপরে ভরসা করছি। আল্লাহ ব্যতীত কোন ক্ষমতা নেই, কোন শক্তি নেই'। তাকে বলা হবে এটা তোমার জন্য যথেষ্ট হয়ে গেছে, তোমাকে বাঁচানো হয়েছে, তোমাকে সুপথ দেখিয়ে দেয়া হয়েছে। তখন শয়তান তার কাছ থেকে দূরে চলে যায়। এক শয়তান অপর শয়তানকে বলে, তুমি ঐ ব্যক্তির সাথে কি করতে পার? যাকে সুপথ দেখানো হয়েছে এবং সব রকমের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করা হয়েছে'।[আবূদাঊদ হা/৫০৯৫; তিরমিযী হা/৩৪২৬; মিশকাত হা/২৪৪৩]

উম্মু সালামা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন ঘর থেকে বের হতেন তখন বলতেন,

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نَزِلَّ أَوْ نَضِلَّ أَوْ نَظْلِمَ أَوْ نُظْلَمَ أَوْ نَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيْنَا

অর্থ: '(বের হচ্ছি) আল্লাহর নামে, আল্লাহর উপর আমি ভরসা করলাম। হে আল্লাহ! আমরা আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি পদস্খলন হতে কিংবা পথভ্রষ্টতা হতে কিংবা যুলুম করা হতে কিংবা অত্যাচারিত হওয়া হতে কিংবা অজ্ঞতাবশত কারো প্রতি মন্দ আচরণ হতে বা আমাদের প্রতি কারো অজ্ঞতা প্রসূত আচরণ হতে'।[তিরমিযী হা/৩৪২৭; ইবনু মাজাহ হা/৩৮৮৪]

(৬) পথে আঙ্গুল না মটকানো : কা'ব ইবনু উজরাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة

'তোমাদের কেউ উত্তমরূপে ওযূ করে মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হ'লে সে যেন তার দু'হাতের আঙ্গুল না মটকায়। কেননা সে তখন ছালাতের মধ্যেই থাকে (অর্থাৎ ঐ অবস্থায় তাকে ছালাত আদায়কারী হিসাবেই গণ্য করা হবে)।[আবূদাঊদ হা/৫৬২; তিরমিযী হা/৩৮৬]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যখন তোমাদের কেউ তার গৃহে ওযূ করে, অতঃপর মসজিদে আসে সে ফিরে যাওয়া পর্যন্ত ছালাতের মধ্যেই থাকে। সুতরাং তুমি এরূপ করবে না। আর তিনি তার আঙ্গুলসমূহ জড়ালেন'।[ছহীহ ইবনে খুযাইমা হা/৪৩৮; হাকেম হা/৭৪৪; ছহীহুল জামে' হা/৪৪৫; ছহীহ তারগীব হা/২৯৩]

(৭) মসজিদে যাওয়ার সময় দো'আ পাঠ করা : বাড়ী থেকে বের হয়ে মসজিদে যাওয়া পর্যন্ত দো'আ পাঠ করতে থাকা। এ সময়ে নিম্নোক্ত দো'আটি প্রনিধানযোগ্য।

اللهمَّ اجعلْ في قلبي نورًا، وفي لساني نورًا، وفي بصري نورًا، وفي سمعي نورًا، وعنْ يميني نورًا، وعنْ يساري نورًا، ومنْ فوقي نورًا، ومنْ تحتي نورًا، ومنْ أمامي نورًا، ومنْ خلفي نورًا، واجعلْ لي في نفسي نورًا، وأَعْظِمْ لي نورًا

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাজ'আল ফী ক্বালবী নূরান, ওয়া ফী লিসা-নী নূরান, ওয়া ফী বাছারী নূরান, ওয়া ফী সাম'ঈ নূরান, ওয়া 'আন ইয়ামীনী নূরান, ওয়া 'আন ইয়াসারী নূরান, ওয়া মিন ফাওক্বী নূরান ওয়া মিন তাহতী নূরান, ওয়া মিন আমামী নূরান, ওয়া মিন খালফী নূরান, ওয়াজ'আল লি ফী নাফসী নূরান, ওয়া 'আ'যিম লি নূরান। অনুবাদ : 'হে আল্লাহ! আপনি আমার অন্তরে নূর (আলো) দান করুন, আমার যবানে নূর দান করুন, আমার দর্শনশক্তিতে নূর দান করুন, আমার শ্রবণশক্তিতে নূর দান করুন, আমার ডান দিক থেকে নূর দান করুন, আমার বাম দিক থেকে নূর দান করুন, আমার উপর থেকে নূর দান করুন, আমার নীচ থেকে নূর দান করুন, আমার সামনে থেকে নূর দান করুন, আমার পিছন থেকে নূর দান করুন, আমার আত্মায় নূর দান করুন, আমার জন্য নূরকে বড় করে দিন।[বুখারী হা/৬৩১৬; মুসলিম হা/৭৬৩; ছহীহুল জামে' হা/১২৫৯]

(৮) ধীরস্থিরতার সাথে মসজিদে গমন করা : অনেকে রাক'আত পাওয়ার জন্য তাড়াহুড়ো করেন, আবার কেউ কেউ দৌড়িয়ে মসজিদে আসেন। এটা মসজিদের আদব নয়। বরং স্বাভাবিক গতিতে আসাই মসজিদের আদব, যদিও জামা'আত শেষ হয়ে যায়। আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

إِذا سَمِعْتُمُ الإقامَةَ، فامْشُوا إلى الصَّلاةِ وعلَيْكُم بالسَّكِينَةِ والوَقارِ، ولا تُسْرِعُوْا، فَما أدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا، وما فاتَكُمْ فأتِمُّوا-

'যখন তোমরা ইক্বামত শুনতে পাবে, তখন ছালাতের দিকে চলে আসবে, তোমাদের উচিত স্থিরতা ও গাম্ভীর্য অবলম্বন করা। তাড়াহুড়া করবে না। ইমামের সাথে যতটুকু পাও তা আদায় করবে, আর যা ছুটে যায় তা পূর্ণ করবে'।[বুখারী হা/৬৩৬; মুসলিম হা/৬০৪; আহমাদ হা/২২৭১২]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

،إِذا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ، فلا تَأْتُوها تَسْعَوْنَ، وأْتُوها تَمْشُونَ، عَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَما أدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وما فاتَكُمْ فأتِمُّوْا

'যখন ছালাত শুরু হয়, তখন দৌড়িয়ে ছালাতে আসবে না, বরং হেঁটে ছালাতে আসবে। ছালাতে ধীর-স্থিরভাবে যাওয়া তোমাদের জন্য অপরিহার্য। কাজেই জামা'আতের সাথে ছালাত যতটুকু পাও আদায় কর, আর যা ছুটে গেছে, পরে তা পূর্ণ করে নাও'।[বুখারী হা/৯০৮]

(৯) আগে আগে ছালাতে আসা : আগে আগে মসজিদে এসে ছালাতের জন্য অপেক্ষা করাই মসজিদের আদব। আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন

ولو يَعْلَمُونَ ما في التَّهْجِيرِ لاسْتَبَقُوا إلَيْهِ

'যদি তারা জানত যে আগে আসার ছওয়াব কী? তবে অবশ্যই তারা তাতে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হত'।[বুখারী হা/৬১৫; মুসলিম হা/৪৩৭; ইবনে হিববান হা/২১৫৩]

জুম'আর ছালাতে আগে আসার গুরুত্ব সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَنِ اغْتَسَلَ يَومَ الجُمُعَةِ غُسْلَ الجَنابَةِ ثُمَّ راحَ، فَكَأنَّما قَرَّبَ بَدَنَةً، ومَن راحَ في السّاعَةِ الثّانِيَةِ، فَكَأنَّما قَرَّبَ بَقَرَةً، ومَن راحَ في السّاعَةِ الثّالِثَةِ، فَكَأنَّما قَرَّبَ كَبْشًا أقْرَنَ، ومَن راحَ في السّاعَةِ الرّابِعَةِ، فَكَأنَّما قَرَّبَ دَجاجَةً، ومَن راحَ في السّاعَةِ الخامِسَةِ، فَكَأنَّما قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذا خَرَجَ الإمامُ حَضَرَتِ المَلائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ

'যে ব্যক্তি জুম'আর দিন ফরয গোসলের ন্যায় গোসল করে এবং ছালাতের জন্য (মসজিদে) আগমন করে সে যেন একটি উট কুরবানী করল। যে ব্যক্তি দ্বিতীয় পর্যায়ে আগমন করে সে যেন একটি গরু কুরবানী করল। তৃতীয় পর্যায়ে যে আগমন করে সে যেন একটি শিং বিশিষ্ট দুম্বা কুরবানী করল। চতুর্থ পর্যায়ে যে আগমন করল সে যেন একটি মুরগী কুরবানী করল। পঞ্চম পর্যায়ে যে আগমন করল সে যেন একটি ডিম কুরবানী করল (তথা আল্লাহর রাস্তায় ছাদাক্বা করল)। পরে ইমাম যখন খুৎবা দেয়ার জন্য বের হন তখন ফেরেশতাগণ যিকর (খুৎবা) শোনার জন্য উপস্থিত হয়ে থাকেন'।[বুখারী হা/৮৮১; মুসলিম হা/৮৫০; আবূদাঊদ হা/৩৫১; তিরমিযী হা/৪৯৯; আহমাদ হা/৯৯৩৩]

আওস ইবনু আওস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

،من غسَّل يومَ الجمعةِ واغتسل، ثم بكَّر وابتكر، ومشى ولم يركبْ، ودنا من الإمام ،واستمع، وأنصت، ولم يَلْغُ، كان له بكلِّ خطوةٍ يخطوها من بيتِه إلى المسجدِ، عملُ سَنَةٍ أجرُ صيامِها وقيامِها

'যে ব্যক্তি জুম'আর দিন গোসল করবে এবং করানোর ব্যবস্থা করবে, সকাল সকাল প্রস্তুত হবে, পায়ে হেঁটে মসজিদে যাবে ও ইমামের খুৎবা শুনবে ও চুপ থাকবে, অনর্থক কিছু করবে না, তার জন্য তার বাড়ী থেকে মসজিদ পর্যন্ত প্রত্যেক কদমে এক বছরের আমলের নেকী হবে। অর্থাৎ এক বছর দিনে ছিয়াম পালন এবং রাতে তাহাজ্জুদ পড়ার নেকী হবে'।[আবূদাঊদ হা/৩৪৫; তিরমিযী হা/৪৯৬; ছহীহুল জামে' হা/৬৪০৫] সুতরাং উক্ত ছওয়াব পাওয়ার জন্য অবশ্যই আগে আগে মসজিদে গমন করতে হবে।

(১০) ডান পা দিয়ে প্রবেশ করা : রাসূল (ছাঃ) প্রত্যেক ভাল কাজের শুরু ডান দিক দিয়ে করতেন। এমনিভাবে মসজিদে প্রবেশের সময়ও ডান পা দিয়ে প্রবেশ করতেন। আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) নিজের সমস্ত কাজ ডানদিক হতে আরম্ভ করা পসন্দ করতেন। তাহারাত অর্জন, মাথা আচঁড়ানো এবং জুতা পরার সময়ও'।[বুখারী হা/৪২৬]

এ হাদীছের শিরোনামে ইমাম বুখারী (রহঃ) এভাবে বলেছেন,

باب التيمن في دخول المسجد وغيره

'মসজিদে প্রবেশ ও অন্যান্য কাজ ডান দিক হতে শুরু করা অধ্যায়'। ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) (মসজিদে) প্রবেশের সময় ডান পা দিয়ে শুরু করতেন এবং বের হবার সময় প্রথম বাম পা দিয়ে শুরু করতেন।[বুখারী হা/৪২৬ এর শিরোনাম দ্রঃ]

(১১) মসজিদে প্রবেশের দো'আ পাঠ করা : রাসূল (ছাঃ) মসজিদে প্রবেশের সময় বেশ কয়েকটি দো'আ পাঠ করতেন। আমর ইবনুল 'আছ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন মসজিদে প্রবেশ করতেন তখন বলতেন,

-أَعُوْذُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

‘আমি মহান আল্লাহর নিকট বিতাড়িত শয়তান হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যিনি সর্বদা রাজত্বের এবং মর্যাদাপূর্ণ চেহারার অধিকারী’।[আবূদাঊদ হা/৪৬৬, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/৭৪৯]

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করবে তখন সে যেন বলে,

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

‘হে আল্লাহ! তুমি আমার জন্য তোমার রহমতের দরজাসমূহ খুলে দাও’।[মুসলিম, মিশকাত হা/৭০৩, ‘মসজিদ ও ছালাতের অন্যান্য স্থান সমূহ’ অনুচ্ছেদ]

ফাতেমা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন মসজিদে প্রবেশ করতেন, তখন বলতেন

بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لِىْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ-

‘আল্লাহর নামে (প্রবেশ) এবং আল্লাহর রাসূলকে সালাম। হে আল্লাহ! আমার পাপসমূহ ক্ষমা করে দিন এবং আমার জন্য আপনার রহমতের দরজাসমূহ খুলে দিন’।[ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৭৭১; তিরমিযী হা/৩১৪]

(১২) সালাম দিয়ে প্রবেশ করা : যিনি মসজিদে প্রবেশ করবেন তিনি সালাম প্রদানের মাধ্যমে প্রবেশ করবেন। কেউ সালাম দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করলে ছালাতরত ব্যক্তি মুখে সালামের উত্তর না দিয়ে নিজ আঙ্গুল, হাত বা মাথা দিয়ে ইশারা করে সালামের জবাব দিতে পারেন। ছুহাইব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

مَرَرْتُ بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُصَلِّي فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ إِشَارَةً . قَالَ وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَالَ إِشَارَةً بِأُصْبُعِهِ

‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাতরত অবস্থায় আমি তাঁর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন আমি তাঁকে সালাম দেই। অতঃপর তিনি ইশারা করে আমাকে উত্তর দেন’।[আবূদাঊদ হা/৯২৫] তিরমিযীতে অতিরিক্ত হিসাবে বলা হয়েছে, তিনি আঙ্গুলের ইশারা দ্বারা সালামের জবাব দিলেন।[তিরমিযী হা/৩৬৭]

(১৩) প্রথম কাতারে ইমামের কাছাকাছি বসার চেষ্টা করা : ছালাতে প্রথম কাতারে বসা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

لو يعلمُ النّاسُ ما في النِّداءِ والصَّفِّ الأوَّلِ ثمَّ لم يجِدوا إلّا أن يستَهِموا عليهِ لاستَهموا

‘যদি মানুষ জানত আযান ও প্রথম কাতারে কী আছে, তারপর লটারী ব্যতীত তা নির্ধারণ করা সম্ভব না হ’ত, তবে তারা তা অর্জনের জন্য লটারী করত’।[বুখারী হা/৬১৫; মুসলিম হা/৪৩৭; নাসাঈ হা/৫৪০]

অন্যদিকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পুরুষদের জন্য প্রথম কাতারকে এবং নারীদের জন্য শেষের কাতারকে উত্তম বলেছেন।[মুসলিম হা/৪৪০; তিরমিযী হা/২২৪; নাসাঈ হা/৮২০; ইবনু মাজাহ হা/১০০০]

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন,

أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ رَأى في أصْحابِهِ تَأَخُّرًا فقالَ لهمْ :تَقَدَّمُوا فَأْتَمُّوا بي، ولْيَأْتَمَّ بكُمْ مَن بَعْدَكُمْ، لا يَزالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حتّى يُؤَخِّرَهُمُ اللهُ .وفي رواية :رَأى رَسولُ اللهِ ﷺ قَوْمًا في مُؤَخَّرِ المَسْجِدِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ-

‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কোন একদল লোককে মসজিদের পিছনে অবস্থান করতে দেখে বললেন, তোমরা এগিয়ে আস এবং আমার অনুকরণ কর। আর তোমাদের পরে যারা আছে তারা তোমাদের অনুকরণ করবে। কোন গোষ্ঠী পিনে অবস্থান করতে থাকলে আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে পিছনেই রেখে দিবেন’।[মুসলিম হা/৪৩৮]

আজকাল আমাদের সমাজে এ আমলটির প্রতি অবহেলা লক্ষ্য করা যায়। সবাই মসজিদের পিছনের কাতারে দাঁড়াতে পসন্দ করে, জোর করেও অনেককে সামানের কাতারে আনা যায় না। এ সকল লোকেদের জন্য রাসূল (ছাঃ)-এর হুঁশিয়ারী রয়েছে। আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন

لا يزالُ قومٌ يتأخَّروْن عن الصفِّ الأوَّلِ حتى يُؤخِّرهمُ اللهُ في النّارِ

‘কোন সম্প্রদায় যখন প্রথম কাতারে প্রবেশ করা থেকে বিলম্ব করবে তখন আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বের করতে বিলম্ব করবেন’।[আবূদাঊদ হা/৬৭৯; ছহীহ তারগীব হা/৫১০; ছহীহুল জামে‘ হা/৭৬৯৯; ইবনু মাজাহ হা/৮০৫]

(১৪) মানুষকে ডিঙ্গিয়ে সামনে না যাওয়া : মসজিদে যিনি আগে আসবেন তিনিই সামনে বসবেন, যদিও তিনি মান-সম্মান ও সম্পদের দিক থেকে দুর্বল হন। কিন্তু আমাদের সমাজে অনেকে দুনিয়ার মান-সম্মানের অধিকারী হলেও মসজিদে আসেন

সবার পরে কিন্তু তিনি সবাইকে ডিঙ্গিয়ে সামনে চলে যান, এটা মসজিদের আদবের বিপরীত।

(১৫) দুই রাক‘আত ছালাত আদায় করে বসা : মসজিদে প্রবেশের পর আদব হল, দুই রাক‘আত ছালাত আদায় করে বসা। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

إذا دخل أحدُكم المسجِدَ، فلا يجلِسْ حتى يركَعَ ركعتينِ.

‘তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে সে যেন দুই রাক‘আত ছালাত আদায় না করা পর্যন্ত না বসে’।[ইবনু মাজাহ হা/১০১২; ছহীহ ইবনে হিববান হা/২৪৯৫]

আবূ ক্বাতাদাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) বলেছেন,

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ

‘তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে সে যেন বসার আগে দুই রাক‘আত ছালাত আদায় করে নেয়’।[বুখারী হা/৪৪৪; মুসলিম হা/৭১৪; মিশকাত হা/৭০৪]

(১৬) ইক্বামত হয়ে গেলে ফরয ছালাত ব্যতীত অন্য ছালাত আদায় না করা: আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন

إذا أُقِيمَتْ الصلاةُ فلا صلاةَ إلا المكتُوبةُ

‘ছালাতের ইক্বামত দেওয়া হ’লে উক্ত ফরয ছালাত ছাড়া অন্য কোন ছালাত নেই’।[মুসলিম হা/৭১০; আবূদাঊদ হা/১২৬৬; নাসাঈ হা/৮৬৪]

অন্যত্র এসেছে,

إذا أُقيمَت الصلاةُ فلا صلاةَ إلا المكتوبةُ قيل يا رسولَ اللهِ ولا ركعتَي الفجرِ قال ولا ركعتَي الفجرِ-

‘যখন ছালাতের ইক্বামত দেওয়া হয় তখন ফরয ছালাত ব্যতীত অন্য কোন ছালাত নেই। একজন বলল, হে আল্লাহর রাসূল ফজরের দুই রাক‘আত সুন্নাতও না? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ফজরের দুই রাক‘আত সুন্নাতও না’।[বায়হাক্বী হা/৮৭২৮; ফাতহুল বারী ২/১৭৪; নায়লুল আওত্বার ৩/১০৩]

(১৭) অনর্থক কথা বলা থেকে বিরত থাকা: মসজিদে অবস্থানকালে অনর্থক কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকা। কারণ মানুষ যতক্ষণ মসজিদে থাকে ততক্ষণ

ছালাতের মধ্যেই থাকে। সাহল বিন সা‘দ আস-সা‘দী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন

لاَ يَزَالُ الْعَبْدُ فِى صَلاَةٍ مَا كَانَ فِى الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ

‘বান্দা যতক্ষণ মসজিদে ছালাতের জন্য অপেক্ষমান থাকে, ততক্ষণ সে ছালাতের মধ্যে বলে গণ্য হয়’।[বুখারী হা/১৭৬; মুসলিম হা/৬৩৯]

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘তোমাদের কেউ ছালাত আদায় করে যতক্ষণ মুছল্লায় বসে থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত ফেরেশতারা তার জন্য নিমণরূপ দো‘আ করতে থাকে,

اللَّهمَّ اغفِرْ له اللَّهمَّ ارحَمْه

‘হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা করে দিন, হে আল্লাহ! তার প্রতি দয়া করুন’।[নাসাঈ হা/৭৩৩; ছহীহ ইবনে হিববান হা/১৭৫৩]

(১৮) ছালাত শেষ হওয়ার সাথে সাথে মসজিদ থেকে বের না হওয়া: ছালাত শেষ হবার সাথে সাথে মসজিদ থেকে বের না হয়ে ছালাতের পরে বিভিন্ন তাসবীহ-তাহলীল পাঠ করা সুন্নাত। অনুরূপভাবে ফরয ছালাতের পরপরই সুন্নাতের জন্য না উঠে ছালাতের পরের যিকরগুলো পাঠ করা।

(১৯) ক্বিবলামুখী হয়ে বসা: মসজিদের আরেকটি আদব হ’ল ক্বিবলামুখী হয়ে বসা। আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

إِنَّ لِكلِّ شيءٍ سَيِّدًا، وإِنَّ سَيِّدَ المَجالِسِ قُبالَةَ القبلَةِ

‘প্রতিটি বস্ত্তর একজন সরদার রয়েছে। আর মজলিস সমূহের সরদার হ’ল, ক্বিবলাকে সামনে রেখে বসা’।[ছহীহাহ হা/২৬৪৫; তাবারানী, মু‘জামুল আওসাত ৩/২৫; ছহীহ তারগীব হা/৩০৮৫]

(২০) বাম পা দিয়ে বের হওয়া : ডান পা দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করার ন্যায় বাম পা দিয়ে মসজিদ থেকে বের হওয়াও মসজিদের অন্যতম আদব।

(২১) মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় দো‘আ পাঠ করা : আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ মসজিদ থেকে বের হবে, তখন যেন বলে,

-اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

‘হে আল্লাহ! আমি তোমার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি’।[মুসলিম, মিশকাত হা/৭০৩ ‘মসজিদ ও ছালাতের অন্যান্য স্থান সমূহ’ অনুচ্ছেদ]

ফাতেমা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন মসজিদ থেকে বের হতেন তখন বলতেন,

-بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لِىْ أَبْوَابَ فَضْلِكَ

‘আল্লাহর নামে (প্রস্থান করছি) এবং আল্লাহর রাসূলের প্রতি সালাম। হে আমার প্রতিপালক! আমার পাপসমূহ ক্ষমা করে দাও এবং তোমার অনুগ্রহের দরজাসমূহ আমার জন্য খুলে দাও’।[ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৭৭১; তিরমিযী হা/৩১৪]

মসজিদে অবস্থানের ফযীলত

মসজিদ পবিত্র স্থান, যেখানে আল্লাহর ইবাদত করা হয়। মসজিদে ইবাদতের আগে ও পরে অবস্থান করার মধ্যেও বান্দার জন্য অনেক নেকী রয়েছে। যেমন-

(১) ফেরেশতাদের দো‘আ লাভ : যারা মসজিদে এসে তাহিয়্যাতুল মসজিদ দু’রাক‘আত ছালাত আদায় করার পর ফরয ছালাতের জন্য বসে থাকে কিংবা ফরয ছালাতের পরে মসজিদে বসে থাকে তাদের জন্য ফেরেশতাগণ ক্ষমা লাভের দো‘আ করতে থাকেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

الْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلاَّهُ مَا لَمْ يُحْدِثْ اللَّهُمَّ اغْف لاَ يَزَالُ

-أَحَدُكُمْ فِي صَلاَةٍ مَا دَامَتِ الصَّلاَةُ تَحْبِسُهُ، لاَ يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ الصَّلاَةُ

‘তোমাদের কেউ যতক্ষণ তার ছালাতের স্থানে থাকে তার ওযূ ভঙ্গ না হওয়া পর্যন্ত তার জন্য ফেরেশতাগণ এই বলে দো‘আ করেন যে, হে আল্লাহ! আপনি তাকে ক্ষমা করুন, হে আল্লাহ! আপনি তাকে রহম করুন। আর তোমাদের মাঝে যে ব্যক্তির ছালাত তাকে বাড়ি ফিরে যাওয়া হতে বিরত রাখে, সে ছালাতরত আছে বলে পরিগণিত হবে’।[বুখারী হা/৬৫৯]

(২) আল্লাহর রহমত পাওয়ার মাধ্যম : মসজিদে অবস্থান করে আল্লাহর যিকিরকারীর জন্য বহু ফযীলত রয়েছে। কোন সম্প্রদায়ের লোকেরা যখন আল্লাহর ঘর সমূহ হতে কোন ঘরে একত্রিত হয়, যাতে তারা আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করে বা পরস্পর আলোচনা করে, তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল হতে থাকে, তাদেরকে রহমত ঢেকে রাখে এবং ফেরেশতারা তাদের বেষ্টন করে রাখেন। আর আল্লাহ তা'আলা নিকটবর্তীদের সাথে তাদের আলোচনা করেন। আর যার আমল তাকে পিছিয়ে দেয়, তার বংশ তাকে এগিয়ে নেয় না'।[মুসলিম হা/২৬৯৯]

(৩) আল্লাহ আনন্দিত হন : আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন,

مَا تَوَطَّنَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ الْمَسَاجِدَ لِلصَّلاَةِ وَالذِّكْرِ إِلاَّ تَبَشْبَشَ اللهُ لَهُ كَمَا يَتَبَشْبَشُ أَهْلُ الْغَائِبِ بِغَائِبِهِمْ إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِمْ-

'কোন মুসলিম ব্যক্তি যতক্ষণ মসজিদে ছালাত ও যিকিরে রত থাকে, ততক্ষণ আল্লাহ তাঁর প্রতি এতটা আনন্দিত হন, প্রবাসী ব্যক্তি তাঁর পরিবারে ফিরে এলে তারা তাকে পেয়ে যেরূপ আনন্দিত হয়'।[ইবনু মাজাহ হা/৮০০; আহমাদ হা/৮০০৪; ছহীহ আত-তারগীব হা/৩২৫; ছহীহ ইবনে হিববান হা/১৬০৭; আল-জামে'উছ ছাগীর হা/৭৮৬১]

(৪) আল্লাহ গর্ব করেন : আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে মাগরিবের ছালাত আদায় করলাম। তারপর যার চলে যাওয়ার চলে গেল এবং যার থেকে যাওয়ার থেকে গেল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এত দ্রুতবেগে আসলেন যে, তাঁর দীর্ঘ নিঃশ্বাস বের হতে লাগল। তিনি তাঁর দু'হাঁটুর উপর ভর করে বসে গেলেন এবং বললেন, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। তোমাদের প্রতিপালক আসমানের একটি দরজা খুলে দিয়েছেন এবং ফেরেশতাদের নিকটে তোমাদের সম্পর্কে গর্ব করে বলছেন, তোমরা আমার বান্দাদের দিকে তাকিয়ে দেখ, তারা এক ফরয আদায়ের পর পরবর্তী ফরয আদায়ের জন্য অপেক্ষা করছে'।[ইবনু মাজাহ হা/৮০১; আহমাদ হা/৬৭১১-১২; ছহীহ আত-তারগীব হা/৪৪৫; ছহীহাহ হা/৬৬১]

(৫) পাপের কাফফারা : ইবনু আববাস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আজ রাতে আমার মহান ও বরকতময় প্রভু সবচেয়ে সুন্দর চেহারায় আমার নিকটে এসেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমার মতে তিনি বলেছেন, ঘুমের মধ্যে স্বপ্নযোগে। তারপর তিনি বলেন, হে মুহাম্মাদ! তুমি কি জান, এ সময় উচ্চতর জগতের অধিবাসীরা কি নিয়ে বিবাদ করছে? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আমি বললাম, না। তিনি তাঁর হাত আমার দুই কাঁধের মধ্যখানে রাখলেন। এমনকি আমি আমার দুই স্তনের বা বুকের মাঝে এর শীতলতা অনুভব করলাম। আসমান-যমীনে যা কিছু আছে আমি তা অবগত হ'লাম। তিনি বললেন, হে মুহাম্মাদ! তুমি কি জান, এ সময় উচ্চতর জগতের অধিবাসীরা কি নিয়ে বিবাদ করছে? আমি বললাম, হ্যাঁ, কাফফারাত নিয়ে বিবাদ করছে। কাফফারাত অর্থ- 'ছালাতের পর মসজিদে বসে থাকা, ছালাতের জামা'আতে উপস্থিতির জন্য হেঁটে যাওয়া এবং কষ্টকর সময়েও সুন্দরভাবে ওযূ করা'। যে লোক এসব কাজ করবে সে কল্যাণের মধ্যে বেঁচে থাকবে, কল্যাণের সাথে মরবে এবং সে জন্মদিনের মত গুনাহ হতে পবিত্র হয়ে যাবে'।[তিরমিযী হা/৩২৩৩; আহমাদ হা/৩৪৮৪, সনদ ছহীহ]

(৬) নবীর সুন্নাত : জাবের বিন সামুরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) ফজরের ছালাত আদায়ের পর সূর্য উঠা পর্যন্ত নিজের ছালাতের স্থানে বসে থাকতেন।[মুসলিম, তিরমিযী হা/৫৮৫; আবূদাঊদ হা/১১৭১]

(৭) পূর্ণ হজ্জ ও পূর্ণ ওমরার নেকী লাভ : আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ-

'যে ব্যক্তি ফজরের ছালাত জামা'আতে আদায় করে, তারপর সূর্য উঠা পর্যন্ত বসে বসে আল্লাহ তা'আলার যিকর করে, তারপর দুই রাক'আত ছালাত আদায় করে, তার জন্য একটি হজ্জ ও একটি ওমরার ছওয়াব রয়েছে। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, পূর্ণ, পূর্ণ, পূর্ণ (হজ্জ ও ওমরার ছওয়াব)।[তিরমিযী হা/৫৮৬; ছহীহাহ হা/৩৪০৩]

(৮) ছালাতের মত ছওয়াব লাভ : একজন মুসলমান যতক্ষণ মসজিদে অবস্থান করবেন ততক্ষণ ছালাতের মধ্যেই থাকবেন। অর্থাৎ ছালাত আদায়ের ন্যায় ছওয়াব পাবেন। হুমাইদ (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল, আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) কি আংটি ব্যবহার করতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। এক রাতে তিনি এশার ছালাত অর্ধরাত পর্যন্ত বিলম্ব করে আদায় করলেন। ছালাত শেষ করে আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, লোকেরা ছালাত আদায় করে ঘুমিয়ে গেছে। কিন্তু তোমরা যতক্ষণ ছালাতের জন্য অপেক্ষা করেছ, ততক্ষণ ছালাত রত ছিলে বলে গণ্য করা হবে। আনাস (রাঃ) বলেন, এ সময় আমি আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)-এর আংটির উজ্জ্বলতা লক্ষ্য করছিলাম।[বুখারী হা/৬৬১]

মসজিদে অবস্থানের আদব

মসজিদ পবিত্র স্থান এবং সেখানে আল্লাহর ইবাদত করা হয়। তাই মসজিদে অবস্থানকালে সর্বোচ্চ পরিমাণ আদবের সহিত থাকা চায়। কোন প্রকার বেয়াদবির কারণে যেন আল্লাহ অসন্তুষ্ট না হয়ে যান, এদিকে খেয়াল রাখা। এজন্য কিছু বিষয়ের অবশ্যই লক্ষ্যণীয়। যেমন-

(১) অপবিত্র অবস্থায় মসজিদে না বসা: মসজিদ হ'ল পবিত্র স্থান। সুতরাং পবিত্র লোকেরাই সেখানে আসবে ও বসবে। তবে বিশেষ প্রয়োজনে অপবিত্র ব্যক্তি মসজিদে আসতে পারে অথবা মসজিদের উপর দিয়ে গমন করতে পারে কিন্তু সে মসজিদে বসবে না। আল্লাহ বলেন

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَقْرَبُوْا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيْلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوْا

'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা নেশার অবস্থায় ছালাতের নিকটবর্তী হয়ো না, যতক্ষণ না তোমরা কি বলছ, তা বুঝতে পার এবং অপবিত্র অবস্থাতেও নয়, যদি তোমরা পথচারী না হও, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা গোসল কর' (নিসা ৪/৪৩)। ইবনে কাছীর (রহঃ)

বলেন, অনেক ইমাম এ আয়াত দ্বারা এ কথার উপর প্রমাণ পেশ করেন যে, গোসল ফরয হওয়া ব্যক্তির জন্য মসজিদে অবস্থান করা হারাম। তবে তার জন্য মসজিদ ত্যাগ করার জন্য অতিক্রম করা বৈধ। অনুরূপভাবে ঋতুবর্তী ও নিফাসগ্রস্ত মহিলার বিধানও একই।[তাফসীরে ইবনে কাছীর, নিসা ৪৩নং আয়াতের তাফসীর দ্রঃ]

আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বললেন, মসজিদ থেকে আমার মুছাল্লা নিয়ে এসো। আমি বললাম, আমি তো ঋতুবতী। তিনি বললেন, তোমার হায়েয তো তোমার হাতে লেগে নেই।[মুসলিম হা/৫৭৬, (ই.ফা) হা/৫৮০]

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে অন্য হাদীছে এসেছে, একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ই‘তিকাফরত অবস্থায় মসজিদ থেকে বললেন,

يا عائِشَةُ، ناوِلِينِي الثَّوْبَ .فَقالَتْ :إنِّيْ حائِضٌ، فَقالَ :إنَّ حَيْضَتَكِ ليسَتْ في يَدِكِ فَناوَلَتْهُ

‘হে আয়েশা! আমাকে কাপড়টা এগিয়ে দাও। তিনি (আয়েশা রাঃ) বললেন, আমি যে ঋতুবতী! জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ঋতু তো তোমার হাতে নেই। তারপর আমি তা এনে দিলাম’।[মুসলিম হা/৫৭৮, (ই.ফা) হা/৫৮২]

(২) বসার পূর্বে দুই রাক‘আত ছালাত আদায় করা : অনেকে মসজিদে ঢুকেই সরাসরি বসে যান। এটা সুন্নাত বিরোধী কাজ। মসজিদে বসার আগে দু’রাক‘আত ছালাত আদায় করা রাসূল (ছাঃ)-এর আদেশ। আবূ ক্বাতাদাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) বলেছেন

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ

‘তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে সে যেন বসার আগে দু’রাক‘আত ছালাত আদায় করে নেয়’।[বুখারী হা/৪৪৪; মুসলিম হা/৭১৪; নাসাঈ হা/৭৩০; ইবনু মাজাহ হা/১০১৩; মিশকাত হা/৭০৪] একই রাবী থেকে অন্য বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দু’রাক‘আত ছালাত আদায় না করে বসতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন

إذا دخلَ أحدُكمُ المسجدَ فلا يجلِسْ حتَّى يصلِّيَ رَكعتينِ

‘যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করবে তখন সে যেন না বসে, যতক্ষণ না দু’রাক‘আত ছালাত আদায় করে’।[বুখারী হা/১১৬৩; ছহীহ ইবনে হিববান হা/২৪৯৫]

এমনকি জুম‘আর দিন ইমাম খুৎবারত অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করলেও দু’রাক‘আত ছালাত আদায় করে বসতে হবে। জাবের (রাঃ) বলেন, ‘নবী করীম (ছাঃ) জুম‘আর দিনে খুৎবা দিচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় জনৈক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন, তুমি কি ছালাত আদায় করেছ? সে বলল, না। তখন তিনি বললেন, তুমি দাঁড়াও দু’রাক‘আত ছালাত আদায় কর’।[বুখারী হা/৯৩০; ছহীহ মুসলিম হা/২০৫৫]

অন্য হাদীছে দু’রাক‘আত ছালাত আদায় না করে মসজিদ অতিক্রম করাকে ক্বিয়ামতের আলামত হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন

إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَمُرَّ الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ لاَ يُصَلِّيْ فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ

‘ক্বিয়ামতের অন্যতম আলামত হ’ল, লোকেরা মসজিদ অতিক্রম করে চলে যাবে অথচ সেখানে দু’রাক‘আত ছালাত আদায় করবে না’।[মু‘জামুল কাবীর হা/৯৪৮৮; শু‘আবুল ঈমান হা/৮৩৯৯; ছহীহাহ হা/৬৪৯]

(৩) পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা : মসজিদকে সব সময় পরিস্কার-পরিচ্ছন রাখতে হবে। মসজিদ নোংরা করা, অপরিচ্ছন্ন রাখা সবচেয়ে নিন্দনীয় কাজ।[মুসলিম হা/৫৫৩; আহমাদ হা/২১৫৪৯; ছহীহ ইবনু হিববান হা/১৬৪১; মিশকাত হা/৭০৯] আনাস বিন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, মসজিদে থুথু ফেলা গুনাহের কাজ, আর তার কাফফারা হচ্ছে তা মুছে ফেলা।[বুখারী হা/৪১৫; মুসলিম হা/৫৫২; আহমাদ হা/১২৭৭৫।]

একই রাবী কর্তৃক অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন,

،أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى نُخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ حَتَّى رُئِيَ فِي وَجْهِهِ فَقَامَ فَحَكَّهُ بِيَدِهِ فَقَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلاَتِهِ، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ أَوْ إِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَلاَ يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ قِبَلَ قِبْلَتِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَصَقَ فِيهِ، ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، فَقَالَ أَوْ يَفْعَلْ هَكَذَا-

‘নবী করীম (ছাঃ) ক্বিবলার দিকে (দেয়ালে) ‘কফ’ দেখলেন। এটা তার নিকটে কষ্টদায়ক মনে হ’ল। এমনকি তাঁর চেহারায় তা ফুটে উঠলো। তিনি উঠে গিয়ে তা হাত দিয়ে পরিস্কার করলেন। অতঃপর বললেন, তোমাদের কেউ যখন ছালাতে দাঁড়ায় তখন

সে তার রবের সাথে একান্তে কথা বলে। অথবা বলেছেন, তার ও ক্বিবলার মাঝখানে তার রব আছেন। কাজেই তোমাদের কেউ যেন ক্বিবলার দিকে থুতু না ফেলে। বরং সে যেন তার বাম দিকে অথবা পায়ের নীচে তা ফেলে’।[বুখারী হা/৪০৫]

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পাড়ায় পাড়ায় মসজিদ নির্মাণ করার এবং তা পরিচ্ছন্ন ও সুগন্ধিময় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।[আবূদাঊদ হা/৪৫৫; তিরমিযী হা/৫৯৪]

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর সঙ্গে মসজিদে নববীতে বসে আছি। এমন সময় হঠাৎ এক বেদুঈন এসে মসজিদের মধ্যে দাঁড়িয়ে পেশাব করতে লাগল, তা দেখে ছাহাবীগণ থামো থামো বলে তাকে পেশাব করতে বাধা দিলেন। আনাস (রাঃ) বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমরা তাকে বাধা দিও না, বরং তাকে ছেড়ে দাও। লোকেরা তাকে ছেড়ে দিল, সে পেশাব সেরে নিল। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে ডেকে বললেন, এটা হ’ল মসজিদ। এখানে পেশাব করা কিংবা ময়লা আবর্জনা ফেলা যাবে না। বরং এ হ’ল আল্লাহর যিকির করা, ছালাত আদায় করা এবং কুরআন পাঠ করার স্থান’।[মুসলিম (হা.এ) হা/৫৪৮]

মসজিদ পরিচ্ছন্ন রাখা একটি মর্যাদাপূর্ণ কাজ। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘একজন কাল ব্যক্তি বা মহিলা মসজিদে ঝাড়ু দিত। লোকটি মারা গেল কিন্তু তার মৃত্যু সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ)-কে জানানো হয়নি। একদিন রাসূল (ছাঃ) তার আলোচনায় তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে জানতে পারেন লোকটি মারা গেছে। তিনি বললেন, তোমরা আমাকে জানাওনি কেন? আমাকে তার কবরটা দেখিয়ে দাও। অতঃপর তিনি তার কবরের নিকট গেলেন এবং তার জানাযার ছালাত আদায় করলেন’।[বুখারী হা/৪৫৮; মুসলিম হা/৯৫৬]

(৪) আযানের পর মসজিদ থেকে বের না হওয়া : কেউ মসজিদে অবস্থানকালে কোন ছালাতের জন্য আযান হয়ে গেলে ওযর ব্যতীত মসজিদ থেকে বের হওয়া উচিত নয়। আবু শা‘ছা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন,

خَرَجَ رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ مَا أُذِّنَ فِيهِ بِالْعَصْرِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم

'আছরের ছালাতের আযান হয়ে যাওয়ার পর এক ব্যক্তি মসজিদ হতে বেরিয়ে চলে গেল। আবু হুরায়রা (রাঃ) বললেন, এই ব্যক্তি আবুল কাসিম (ছাঃ)-এর নির্দেশ অমান্য করল।[মুসলিম হা/৬৫৫; তিরমিযী হা/২০৪; নাসাঈ হা/৬৮৩; ইবনু মাজাহ হা/৭৩৩] তবে পবিত্রতা অর্জনের জন্য, টয়লেটে অথবা অন্য কোন যরূরী প্রয়োজনে বের হওয়া জায়েয আছে। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একবার) ছালাতের ইক্বামত দেওয়া হয়ে গেল, লোকেরা তাদের কাতার সোজা করে নিয়েছে, আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) বেরিয়ে আসলেন এবং সামনে এগিয়ে গেলেন, তখন তাঁর উপর গোসল ফরয ছিল। তিনি বললেন, তোমরা নিজ নিজ জায়গায় অপেক্ষা কর। অতঃপর তিনি ফিরে গেলেন এবং গোসল করলেন, অতঃপর ফিরে আসলেন, তখন তাঁর মাথা হতে পানি টপ টপ করে পড়ছিল। অতঃপর সবাইকে নিয়ে ছালাত আদায় করলেন'।[বুখারী হা/৬৪০]

(৫) প্রয়োজন পূরণের পর অবস্থান করা : খাবার থাকা অবস্থায় ক্ষুধার্ত হয়ে এবং পেশাব-পায়খানার বেগ চেপে রেখে মসজিদে অবস্থান করা বা ছালাত আদায় করা অপসন্দনীয়। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি,

لاَ صَلاَةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلاَ وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ،

'খাবার হাযির হ'লে কোন ছালাত আদায় চলবে না। কিংবা পায়খানা-পেশাবের বেগ নিয়ে ছালাত আদায় করা যাবে না'।[মুসলিম (হা.এ) হা/১১৩৩; ছহীহ ইবনে হিববান হা/২০৭৩; ছহীহ আল জামে' হা/৭৫০৯]

(৬) কাউকে তার জায়গা থেকে উঠিয়ে সেখানে না বসা : জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

،لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم ليخالف إلى مقعده، فيقعد فيه، ولكن يقول :افسحوا

'তোমাদের কেউ যেন তোমার ভাইকে তার স্থান থেকে না উঠায় এবং তাকে তার জায়গা থেকে সরিয়ে দিয়ে সে স্থানে না বসে। তবে তাকে বলবে, তুমি জায়গা প্রশস্ত কর।[মুসলিম হা/২১৭৮]

ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) নিষেধ করেছেন, কেউ যেন তার ভাইকে স্বীয় বসার স্থান হতে উঠিয়ে দিয়ে নিজে সে জায়গায় না বসে। ইবনু

জুরাইজ (রহঃ) বলেন, আমি নাফে‘ (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, এ কি শুধু জুম‘আর ব্যাপারে? তিনি বললেন, জুম‘আহ ও অন্যান্য (ছালাতের) ব্যাপারেও।[বুখারী হা/৯১১]

(৭) ছালাত আদায়ের জন্য কোন স্থানকে নির্ধারণ না করা : মসজিদ আল্লাহর ঘর। সুতরাং এখানে সবার অধিকার সমান। যিনি আগে আসবেন তিনিই আল্লাহর নিকটে সবচেয়ে প্রিয়। সুতরাং যিনি প্রথমে আসবেন তিনি যেখানে ইচ্ছা সেখানে বসবেন। অতঃপর যিনি আসবেন এবং যেখানে ফাঁকা পাবেন সেখানে বসবেন। এক্ষেত্রে কারো জন্য মসজিদের একটা নির্ধারিত স্থান রেখে দেওয়া ও অন্যকে বসতে না দেওয়া জায়েয নয়। আব্দুর রহমান ইবনু শিবল (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন,

نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ وَافْتِرَاشِ السَّبُعِ وَأَنْ يُوَطِّنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ كَمَا يُوَطِّنُ الْبَعِيْرُ-

‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিষেধ করেছেন কাকের ঠোকরের মত (তাড়াতাড়ি) সিজদাহ করতে, চতুস্পদ জন্তুর ন্যায় বাহু বিছাতে এবং উটের ন্যায় মসজিদের মধ্যে স্থান নির্দিষ্ট করে নিতে’।[আবূদাঊদ হা/৮৬২; নাসাঈ হা/১১১১; ইবনু মাজাহ হা/১৪২৯]

(৮) ঘুম আসলে স্থান পরিবর্তন করা : মসজিদে অবস্থান কালে কারো ঘুম আসলে তিনি স্থান পরিবর্তন করতে পারবেন, যাতে করে তার ঘুম চলে যায়। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ

‘যখন মসজিদে তোমাদের কারো তন্দ্রা আসে, সে যেন স্বীয় মজলিস থেকে উঠে অন্যত্র গিয়ে বসে’।[আবূদাঊদ হা/১১১৯; তিরমিযী হা/৫২৬; আল-জামে‘উছ ছগীর হা/৮৭২] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন

إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ

‘যখন তোমাদের কারো জুম‘আর দিন তন্দ্রা আসে, সে যেন ঐ মজলিস থেকে উঠে অন্যত্র চলে যায়’।[তিরমিযী হা/৫২৬; বায়হাক্বী হা/৬১৩৯]

(৯) মানুষের কাঁধের উপর দিয়ে না যাওয়া : মসজিদে কাউকে ডিঙ্গিয়ে কাঁধের উপর দিয়ে না যাওয়া মসজিদের অন্যতম আদব। আব্দুল্লাহ বিন বুসর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

جَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم" اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ،

‘একদা জুম‘আর দিন এক ব্যক্তি লোকদের ঘাড় ডিঙ্গিয়ে অগ্রসহ হচ্ছিল। নবী করীম (ছাঃ) তখন খুৎবা দিচ্ছিলেন। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তুমি বস, তুমি (লোকদের) কষ্ট দিচ্ছ’।[আবূদাঊদ হা/১১১৮; নাসাঈ হা/১৩৯৭; ছহীহ ইবনে হিববান হা/২৭৯০]

(১০) দুই জনের মাঝখানে ফাঁকা না করা : ছালাতে যেমন পাশাপাশি দাঁড়াতে হয় তেমনি মসজিদে বসার সময়ও ফাঁকা ফাঁকা না হয়ে মিলে মিশে বসতে হবে। সালামান ফারসী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন,

لاَ يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ، أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ، فَلاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الإِمَامُ، إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى

‘যে ব্যক্তি জুম‘আর দিন গোসল করে এবং যথাসাধ্য ভালরূপে পবিত্রতা অর্জন করে ও নিজের তেল ব্যবহার করে বা নিজ ঘরের সুগন্ধি ব্যবহার করে, অতঃপর বের হয় এবং দু’জন লোকের মাঝে ফাঁক না করে, অতঃপর নির্ধারিত ছালাত আদায় করে এবং ইমামের খুৎবা দেয়ার সময় চুপ থাকে, তাহ’লে তার সে জুম‘আহ হতে আরেক জুম‘আহ পর্যন্ত সময়ের যাবতীয় গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়’।[বুখারী হা/৮৮৩]

(১১) মুছল্লীর সামনে ও তার সুতরার মাঝে না হাঁটা : মসজিদে কোন মুছল্লী একাকী ছালাত আদায় করলে ক্বিবলার দিকে লাঠি, দেওয়াল বা অন্য কোন বস্ত দ্বারা আড়াল করে দাঁড়ানো মুছল্লীর দায়িত্ব। আর অন্যান্য মুছল্লীগণ এই আড়ালের ভিতর দিয়ে অতিক্রম করবেন না। এই আড়াল করাই হ’ল সুতরা। আবু জুহায়ম (রাঃ) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَىِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ .قَالَ أَبُو النَّضْرِ لاَ أَدْرِيْ أَقَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً،

‘যদি মুছল্লীর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারী জানতো যে, এটা কত বড় অপরাধ, তাহ’লে সে মুছল্লীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করার চেয়ে চল্লিশ (দিন/মাস/বছর) দাঁড়িয়ে থাকা উত্তম মনে করত। আবুন-নাযর (রহঃ) বলেন, আমার জানা নেই যে, তিনি কি চল্লিশ

দিন বলেছেন, নাকি মাস কিংবা চল্লিশ বছর বলেছেন।[বুখারী হা/৫১০; মুসলিম হা/৭৫০৭]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْهَا وَلاَ يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يَمُرَّ فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ

'তোমাদের যে কেউ ছালাত আদায় করতে চাইলে যেন সুতরা সামনে রেখে ছালাত আদায় করে এবং তার নিকটবর্তী হয়। আর সে যেন তার সামনে দিয়ে কাউকে অতিক্রম করতে না দেয়। অতএব যদি কেউ সামনে দিয়ে অতিক্রম করে. তাহ'লে সে যেন প্রতিরোধ করে। কারণ সে একটা শয়তান'।[বুখারী হা/৫০৯; মুসলিম হা/৫০৫; নাসাঈ হা/৭৫৭; আবূদাঊদ হা/৬৯৭]

(১২) জুম'আর দিন খুৎবার সময় চুপ থাকা : মসজিদে সবসময় মুছল্লীরা চুপচাপ আল্লাহর ইবাদত করবে। কখনও অনর্থক কথাবার্তায় লিপ্ত হবে না। বিশেষ করে জুম'আর দিন আরো গুরুত্ব দিবেন। এমনকি কেউ কথা বললেও বলা যাবে না যে, তুমি চুপ কর বা চুপ থাক। আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ

'জুম'আর দিন যখন তোমার পাশের মুছল্লীকে চুপ থাক বলবে, অথচ ইমাম খুৎবা দিচ্ছেন, তাহ'লে তুমি একটি অনর্থক কথা বললে'।[বুখারী হা/৯৩৪; মুসলিম হা/৮৫১]

(১৩) ধারালো কোন জিনিস বহন করা থেকে বিরত থাকা : আবু বুরদাহ (রহঃ)-এর পিতা আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ مَرَّ فِي شَيْءٍ مِنْ مَسَاجِدِنَا أَوْ أَسْوَاقِنَا بِنَبْلٍ، فَلْيَأْخُذْ عَلَى نِصَالِهَا، لاَ يَعْقِرْ بِكَفِّهِ مُسْلِمًا

'যে ব্যক্তি তীর নিয়ে আমাদের মসজিদ অথবা বাযার দিয়ে চলে সে যেন তার ফলা হাত দিয়ে ধরে রাখে, যাতে করে তার হাতে কোন মুসলিম আঘাতপ্রাপ্ত না হয়'।[বুখারী হা/৪৫২] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) মসজিদে নববীতে তীরসহ এক ব্যক্তিকে দেখে বলেন, 'এর ফলাগুলো হাত দিয়ে ধরে রাখ'।[বুখারী হা/৪৫১; মুসলিম হা/২৬১৪; আহমাদ হা/১৪৩১৪]

(১৪) মূল্যবান সময়কে কাজে লাগানো : মসজিদ সবচেয়ে মূল্যবান জায়গা। আর সেই মূল্যবান জায়গায় অবস্থানকালীন সময়কে যিকির-আযকার, তাসবীহ-তাহলীল, কুরআন তিলাওয়াতসহ যে কোন ভাল কাজে ব্যয় করতে হবে। দুনিয়াবী কথা, কাজের মাধ্যমে সময় নষ্ট করা যাবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

فَسَيَكُوْنُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَجْلِسُوْنَ فِي الْمَسَاجِدِ حَلَقًا حَلَقًا، إِمَامُهُمُ الدُّنْيَا، فَلاَ تُجَالِسُوْهُمْ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لله فِيْهِمْ حَاجَةٌ

‘শেষ যামানায় এমন সম্প্রদায়ের লোকের আবির্ভাব হবে, যারা মসজিদে গোল হয়ে বসবে, তাদের লক্ষ্য হবে দুনিয়া। তোমরা তাদের সাথে বসবে না। কারণ তাদের মধ্যে আল্লাহর জন্য কোন প্রয়োজন নেই’।[তাবারানী, আল-কারীর হা/১০৪৫২; ছহীহাহ হা/১১৬৩; ইবনে হিববান হা/৬৭৬১]

(১৫) মসজিদে দুই হাঁটু উঠিয়ে দুই পা পেটের দিকে গুটিয়ে কাপড় পেচিয়ে না বসা : মু‘আয বিন আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْحُبْوَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জুম‘আর দিন ইমামের খুৎবা দেয়ার সময় দুই হাঁটু উঠিয়ে দুই পা পেটের দিক গুটিয়ে কাপড় পেঁচিয়ে মাটিতে নিতম্ব রেখে বসা হতে নিষেধ করেছেন’।[আবূদাঊদ হা/১১১০; তিরমিযী হা/৫১৪]

(১৬) মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুৎবা প্রদান করা : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জুম‘আর দিন মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুৎবা দিতেন। জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, একজন আনছারী মহিলা আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমি কি আপনার জন্য এমন একটি জিনিস বানিয়ে দিব না, যার উপর আপনি বসবেন? কেননা আমার একজন কাঠমিস্ত্রি গোলাম আছে। তিনি বললেন, যদি তুমি তা চাও। বর্ণানাকারী বললেন, তারপর সে মহিলা তাঁর জন্য একটি কাঠের মিম্বর তৈরী করলেন। যখন জুম‘আর দিন হ’ল, নবী করীম (ছাঃ) সেই কাঠের তৈরী মিম্বরের উপরে বসলেন। সে সময় যে খেজুর গাছের কান্ডের উপর ভর দিয়ে তিনি খুৎবা দিতেন, সেটি এমনভাবে চিৎকার করে উঠল, যেন তা ফেটে পড়বে। নবী করীম (ছাঃ) নেমে এসে তা নিজের সঙ্গে জড়িয়ে ধরলেন। তখন সেটি ফোঁপাতে লাগল, যেমন ছোট

শিশুকে চুপ করানোর সময় ফোঁপায়। অবশেষে তা স্থির হয়ে গেল। (রাবী বলল) খেজুর কান্ডটি যে যিকর-নছীহত শুনত, তা হারানোর কারণে কেঁদেছিল'।[বুখারী হা/২০৯৫; মুসলিম হা/১১০৩]

মসজিদে বৈধ কাজসমূহ

মসজিদ আল্লাহর ঘর, যেখানে মুসলমানগণ প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করেন, রামাযান মাসের শেষ দশকে ইতিকাফ করে থাকেন। এছাড়াও কিছু কাজ রয়েছে, যা মসজিদের মত পবিত্র স্থানে করা বৈধ। যেমন-

(১) শিক্ষা গ্রহণ ও প্রদান করা :

মসজিদ হ'ল শিক্ষা গ্রহণের অন্যতম স্থান। মুসলমানরা তাদের ধর্মীয় বিষয়াবলী প্রতিদিন ইমামের কাছ থেকে শিক্ষা নিবেন এবং সে অনুযায়ী আমল করবেন। আবার ইমামগণও বিভিন্ন সময়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে জনসাধারণকে শিক্ষা দিবেন। আবু ওয়াক্বিদ আল-লায়ছী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) একদা মসজিদে বসেছিলেন, তাঁর সাথে আরও লোকজন ছিল। এমতাবস্থায় তিনজন লোক আসল। তন্মধ্যে দু'জন আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)-এর দিকে এগিয়ে আসল এবং একজন চলে গেল। আবু ওয়াক্বিদ (রাঃ) বলেন, তাঁরা দু'জন আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। অতঃপর তাদের একজন মজলিসের মধ্যে কিছুটা খালি জায়গা দেখে সেখানে বসে পড়ল এবং অপরজন তাদের পেছনে বসল। আর তৃতীয় ব্যক্তি ফিরে গেল। যখন আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) অবসর হ'লেন তখন (ছাহাবীদের লক্ষ্য করে) বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এই তিন ব্যক্তি সম্পর্কে কিছু বলব না? তাদের একজন আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করল, আল্লাহ তাকে আশ্রয় দিলেন। অন্যজন লজ্জাবোধ করল, তাই আল্লাহ তার ব্যাপারে লজ্জাবোধ করলেন। আর অপরজন (মজলিসে হাযির হওয়া থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিল, তাই আল্লাহ তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন'।[বুখারী হা/৬৬; মুসলিম হা/৬১৭৬; আহমাদ হা/২১৯৬৬]

(২) বিচার-ফায়ছালা ও শারঈ সিদ্ধান্ত বা নছীহত করা :

কোন বিষয়ে মীমাংসার প্রয়োজন হ'লে অথবা কোন বিষয়ে সমাধান দিতে চাইলে মসজিদে বসেই দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি তা করতে পারবেন। আনাস বিন মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা মসজিদে বসা ছিলাম। ইতিমধ্যে উটে আরোহণ করে এক ব্যক্তি আসল এবং সে উটকে মসজিদের (আঙ্গিনায়) বসাল ও বাঁধলো। আর উপস্থিত লোকদের জিজ্ঞেস করল, তোমাদের মধ্যে মুহাম্মাদ (ছাঃ) কে? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তখন উপস্থিতদের মধ্যে ঠেস দিয়ে বসা ছিলেন। আমরা তাকে বললাম, এই ঠেস দিয়ে বসা ফর্সা ব্যক্তি। তখন সে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলল, হে আব্দুল মুত্তালিবের বংশজাত! তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন, আমি তোমার ডাকে সাড়া দিয়েছি। তখন সে বলল, হে মুহাম্মাদ! আমি আপনাকে কিছু প্রশ্ন করব এবং প্রশ্নের ব্যাপারে কঠোরতা আরোপ করব। আপনি কিছু মনে করবেন না। তখন তিনি বললেন, তোমার যা মনে চায় প্রশ্ন কর। তখন সে বলল, আমি আপনাকে আপনার প্রভু এবং আপনার পূর্ববর্তীদের নতুন প্রভুর নামে শপথ দিয়ে বলছি, আল্লাহ তা'আলা কি আপনাকে সমস্ত মানুষের হেদায়াতের জন্য পাঠিয়েছেন? রাসূল (ছাঃ) বললেন, নিশ্চয়ই, হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন। সে বলল, এখন আমি আপনাকে আল্লাহর নামে শপথ দিয়ে বলছি, আল্লাহ তা'আলা কি আপনাকে রাতে-দিনে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছেন? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, নিশ্চয়ই, হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন। অতঃপর সে বলল, আমি আপনাকে আল্লাহর নামে শপথ দিয়ে বলছি, আল্লাহ তা'আলা কি আপনাকে বছরের এ (রামাযান) মাসে ছাওম পালন করতে নির্দেশ দিয়েছেন? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, নিশ্চয়ই, হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন। অতঃপর সে বলল, আমি আপনাকে আল্লাহর নামে শপথ দিয়ে বলছি, আল্লাহ তা'আলা কি আপনাকে আমাদের বিত্তশালীদের থেকে এ যাকাত নিয়ে তা আমাদের অভাবীদের মধ্যে বণ্টন করার নির্দেশ দিয়েছেন? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, নিশ্চয়ই, হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন। তারপর ঐ ব্যক্তি বলল, আপনি যা নিয়ে এসেছেন, তার উপর আমি ঈমান আনলাম। আর আমি নিজ গোত্রের অবশিষ্ট লোকদের জন্য দূতরূপে এসেছি এবং

আমার নাম হ’ল যিমাম ইবনু ছা‘লাবা। আমি সা‘দ ইবনু বকর গোত্রের লোক।[বুখারী হা/৬৩; নাসাঈ হা/২০৯২-৯৩; ইবনু মাজাহ হা/১৪০২]

আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সূদ সম্পর্কিত সূরা বাক্বারার আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হ’লে নবী করীম (ছাঃ) মসজিদে গিয়ে সেসব আয়াত ছাহাবীগণকে পাঠ করে শুনালেন। অতঃপর তিনি মদের ব্যবসা হারাম করে দিলেন।[বুখারী হা/৪৫৯; মুসলিম হা/১৫৮০; আহমাদ হা/২৬৪৩৪]

(৩) মসজিদে অবস্থান ও খাওয়া-দাওয়া করা:

অন্যান্য বৈধ কাজের ন্যায় মসজিদে অবস্থান করা ও খাওয়া-দাওয়া করা জায়েয। আয়েশা (রাঃ) বলেন,

لَمَّا أُصِيبَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ يَوْمَ الْخَنْدَقِ رَمَاهُ رَجُلٌ فِى الأَكْحَلِ فَضَرَبَ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَيْمَةً فِى الْمَسْجِدِ فَيَعُوْدُهُ مِنْ قَرِيْبٍ

‘খন্দকের যুদ্ধের দিন এক ব্যক্তির নিক্ষিপ্ত তীরে সা‘দ ইবনু মু‘আয (রাঃ) আঘাতপ্রাপ্ত হ’লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার জন্য মসজিদের ভেতর একটি তাঁবু টানালেন। যেন তিনি কাছ থেকে তাকে দেখতে পারেন’।[আবূদাঊদ হা/৩১০১, হাদীছ ছহীহ] আর যারা ই‘তিকাফ করবে তারা মসজিদে অবস্থান করবে এবং মসজিদেই খাওয়া-দাওয়া করবে। এছাড়াও রামাযান মাসে মসজিদে ইফতারেরও ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

(৪) প্রয়োজনীয় বৈধ কথা-বার্তা বলা :

যিকির-আযকার, তাসবীহ-তাহলীলসহ যে কোন বৈধ কথা-বার্তা মসজিদে বলা জায়েয। সিমাক (রহঃ) বলেন,

قلتُ لجابرِ بنِ سَمُرةَ أكُنتَ تجالسُ رسولَ اللهِ صلّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ نعَم كثيرًا فكانَ لا يقومُ من مصلّاهُ الَّذي صلّى فيهِ الغداةَ حتّى تطلُعَ الشَّمسُ فإذا طلَعت قامَ صلّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ

‘আমি জাবের বিন সামুরাহ (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাহচর্যে থাকতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, অধিক সময় তাঁর সাহচর্যে ছিলাম। তিনি সূর্যোদয় পর্যন্ত ঐ স্থানেই বসে থাকতেন যেখানে তিনি ফজরের ছালাত আদায় করেছেন। অতঃপর সূর্যোদয় হ’লে তিনি উঠে যেতেন’।[মুসলিম হা/৬৭০; আবূদাঊদ হা/১২৯৪; তিরমিযী হা/৫৮৫]

জাবের বিন সামুরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যে স্থানে ছালাত আদায় করতেন সূর্য পূর্ণভাবে উদয় না হওয়া পর্যন্ত ঐ স্থান হতে উঠতেন না। সূর্য উদয় হ'লে উঠে দাঁড়াতেন। আর ইত্যবসরে কথাবার্তা বলতেন এবং জাহেলী যুগের কাজ-কারবারের আলোচনা করে ছাহাবাগণ হাসতেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও মুচকি হাসতেন'।[মুসলিম, আবূদাঊদ হা/১২৯৪; মিশকাত হা/৪৭৪৭]

(৫) ঘুমানো :

বিশেষ প্রয়োজনে মসজিদে ঘুমানো যায়। আববাদ ইবনু তামীম (রঃ) তাঁর চাচা হতে বর্ণনা করেন

أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ، وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى،

'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে মসজিদের মধ্যে চিৎ হয়ে এক পা অপর পায়ের উপর রেখে শায়িত অবস্থায় দেখেছি'।[বুখারী হা/৪৭৫; আবূদাঊদ হা/৪৮৬৬; মিশকাত হা/৪৭০৮]

ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় মসজিদে ঘুমাতাম। অথচ আমি তখন যুবক ছিলাম'।[বুখারী হা/৪৪০; নাসাঈ হা/৭২২; তিরমিযী হা/৩২১]

সাহল ইবনু সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ফাতেমা (রাঃ)-এর ঘরে আসলেন, কিন্তু আলী (রাঃ)-কে ঘরে পেলেন না। তিনি ফাতেমা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার চাচাত ভাই কোথায়? তিনি বললেন, আমার ও তার মধ্যে বাদানুবাদ হওয়ায় তিনি আমার সাথে রাগ করে বাইরে চলে গেছেন। আমার নিকটে দুপুরের বিশ্রামও করেননি। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) এক ব্যক্তিকে বললেন, দেখ তো সে কোথায়? সে খুঁজে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! তিনি মসজিদে শুয়ে আছেন। তখন রাসূল (ছাঃ) আসলেন এবং বললেন, উঠ, হে আবূ তুরাব! উঠ, হে আবূ তুরাব! [বুখারী হা/৪৪১]

অতএব বিশেষ প্রয়োজনে মসজিদে থাকা ও ঘুমানো যায়। তবে এক্ষেত্রে মসজিদের পবিত্রতার আদবগুলো যাতে লংঘিত না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

(৬) অমুসলিমদের প্রবেশ করা ও তাদেরকে বন্দি করে রাখা :

বিশেষ প্রয়োজনে অমুসলিম ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করতে পারে। আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নাজদ এলাকায় অশ্বারোহী কাফেলা পাঠালেন। তারা বনী হানীফাহ গোত্রের ছুমামাহ বিন উছাল নামক এক ব্যক্তিকে ধরে নিয়ে এলো। সে ইয়ামানবাসীদের নেতা ছিল। লোকটিকে মসজিদে নববীর একটি খুঁটিতে বেঁধে রাখা হ'ল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার কাছে এসে বললেন, হে ছুমামা! তোমার নিকট কি আছে? সে বলল, হে মুহাম্মাদ! আমার কাছে কল্যাণ আছে? আপনি আমাকে হত্যা করলে এমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করলেন, যার রক্তের প্রতিশোধ নেয়া হবে। আর আপনি যদি অনুগ্রহ করেন, তাহ'লে একজন সম্মানী লোককে অনুগ্রহ করলেন। আপনি সম্পদের আশা করলে যত ইচ্ছা চাইতে পারেন দেয়া হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) চলে গেলেন। পরবর্তী সকাল বেলায় তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে ছুমামা! তুমি তোমার সাথে কেমন আচরণের প্রত্যাশা কর? সে আগের মতই জবাব দিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছুমামাকে ছেড়ে দিলেন। পরে তিনি ইসলাম কবুল করেন।[আবূদাঊদ হা/২৬৭৯; নাসাঈ হা/৭১২]

এমনকি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শয়তানকেও বন্দি করে রাখতে চেয়েছিলেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, গত রাতে এক দুষ্ট জিন আমার ছালাত নষ্ট করার জন্য আমার উপর আক্রমণ করতে শুরু করল। তবে আল্লাহ তা'আলা আমাকে শক্তি দান করলেন তাকে কাবু করার। আমি তাকে গলা টিপে ধরেছিলাম। আমার ইচ্ছে হ'ল তাকে মসজিদের একটি খুঁটির সাথে বেঁধে রাখি, যাতে সকাল বেলা তোমরা সবাই তাকে দেখতে পাও। কিন্তু তখনই আমার স্মরণ হ'ল আমার ভাই নবী সুলায়মানের দো'আর কথা। তিনি দো'আ করেছিলেন

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِيْ لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِيْ

'হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে ক্ষমা কর এবং আমাকে এমন রাজত্ব দান কর, যা আমার পরে আর কেউ যেন না পায়' (ছোয়াদ ৩৮/৩৫)। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা জিনটিকে (আমার হাতে) লাঞ্ছিত করে তাড়িয়ে দিলেন'।[মুসলিম হা/১০৯৬]

(৭) অভাবী লোকদের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করা :

মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না আল-আনাযী (রহঃ) মুনযির ইবনু জারীর থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমরা ভোরের দিকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। এ সময় তাঁর কাছে পাদুকাবিহীন, প্রায় বস্ত্রহীন, গলায় চামড়ার 'আবা' (কালো ডোরাকাটা চাদর দিয়ে কোন রকম শরীর ঢাকা পোষাক) পরিহিত এবং নিজেদের তরবারি ঝুলন্ত অবস্থায় একদল লোক আসল। এদের অধিকাংশ কিংবা সকলেই মুযার গোত্রের লোক ছিল। অভাব-অনটনে তাদের এ করুণ অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মুখমন্ডল পরিবর্তিত ও বিষণ্ণ হয়ে গেল। তিনি ভিতরে প্রবেশ করলেন, অতঃপর বেরিয়ে এলেন। তিনি বেলাল (রাঃ)-কে আযান দিতে নির্দেশ দিলেন। বেলাল (রাঃ) আযান ও ইক্বামত দিলেন। ছালাত শেষ করে তিনি উপস্থিত মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন এবং সূরা নিসার ১নং আয়াত ও সূরা হাশরের ১৮নং আয়াত তেলাওয়াত করলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমাদের প্রত্যেকেরই তাদের দীনার, দিরহাম, কাপড়-চোপড়, গম ও খেজুরের ভান্ডার হতে দান করা উচিত। অবশেষে তিনি বললেন, যদি খেজুরের এক টুকরাও হয়। বর্ণনাকারী বলেন, এটা শুনে আনছারদের এক ব্যক্তি একটি থলে নিয়ে এলো, যা সে বহন করতে পারছিল না। অতঃপর লোকেরা একের পর এক জিনিসপত্র আনতে লাগলো। এমনকি আমি দেখলাম, শস্যে ও কাপড়-চোপড়ে দু'টি স্তূপ হয়ে গেছে এবং দেখলাম, (আনন্দে) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চেহারা ঝলমল করছে, যেন তা স্বর্ণে মোড়ানো। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ইসলামে যে ব্যক্তি কোন নেক কাজ চালু করল সে এর ছওয়াব তো পাবেই, তার পরের লোকেরা যারা এ নেক কাজের উপর আমল করবে তাদেরও সমপরিমাণ ছওয়াব সে পাবে। অথচ এদের ছওয়াব কিছু কমবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলামে কোন মন্দ রীতির প্রচলন করল, তার জন্য তো এ কাজের গুনাহ আছেই। এরপর যারা এ মন্দ রীতির উপর আমল করবে তাদের সমপরিমাণ গুনাহও তার ভাগে আসবে, অথচ এতে আমলকারীদের গুনাহ কম করা হবে না'।[মুসলিম হা/২২৪১; মিশকাত হা/২১০]

(৮) কবিতা আবৃত্তি করা :

মসজিদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ইসলামী হামদ-না'ত, কবিতা আবৃত্তি করা ও প্রয়োজনীয় কথা বলা জায়েয। জাবের বিন সামুরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

شهِدتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أكثَرَ مِنْ مِئةِ مَرَّةٍ فيْ المَسجِدِ، وَأصحابُهُ يَتَذاكَرُوْنَ الشِّعرَ، وأشياءَ مِن أمْرِ الجاهليَّةِ، فرُبَّما تَبَسَّمَ معهم

'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে শতাধিক বৈঠকে ছিলাম। সেসব বৈঠকে তাঁর ছাহাবীগণ কবিতা আবৃত্তি করতেন এবং জাহিলী যুগের বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করতেন। তিনি সেগুলো চুপ করে শুনতেন এবং কখনো কখনো মুচকি হাসতেন'।[তিরমিযী হা/২৮৫০; আহমাদ হা/২০৮৮৫; ছহীহ ইবনে হিববান হা/৫৭৮১]

রাসূল (ছাঃ) তাঁর পক্ষ থেকে হাসসান বিন ছাবেতকে (কবিতার মাধ্যমে কাফেরদের) জবাব দিতে বলেন এবং তার জন্য রাসূল (ছাঃ) দো'আ করেন।[বুখারী হা/৩২১২; মুসলিম হা/২৪৮৫]

উল্লেখ্য, রাসূল (ছাঃ) মসজিদে জাহেলী যুগেরও বাতিলপন্থীদের কবিতা আবৃত্তি করতে এবং কবিতা নিয়ে গর্ব-অহংকার প্রকাশ করতে নিষেধ করতেন।

(৯) ছাদাক্বার মাল জমা রাখা :

মসজিদে ছাদাক্বার মাল রাখা জায়েয। যেমন ফিৎরার চাল, যাকাতের সম্পদ অথবা আল্লাহর নামে মান্নতের জিনিস। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট বাহরাইন হতে কিছু সম্পদ আসলো। তিনি বললেন, এগুলো মসজিদে রেখে দাও। রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এ যাবত যত সম্পদ আনা হয়েছে তার মধ্যে এ সম্পদই ছিল সবচেয়ে বেশী। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) ছালাতের জন্য চলে গেলেন। এর দিকে দৃষ্টি দিলেন না। ছালাত শেষ করে তিনি সম্পদের নিকটে গিয়ে বসলেন। তিনি যাকেই দেখলেন, কিছু সম্পদ দিয়ে দিলেন। ইতিমধ্যে আববাস (রাঃ) এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমাকেও কিছু দিন। কারণ আমি নিজের ও আকীলের (এ দু'জন বদর যুদ্ধে মুসলমানদের কয়েদী ছিলাম) পক্ষ থেকে মুক্তিপণ দিয়েছি। রাসূল (ছাঃ) বললেন, নিয়ে যাও। তিনি কাপড় ভর্তি করে নিলেন। অতঃপর তা উঠাতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! কাউকে বলুন, যেন

আমাকে এটি উঠিয়ে দেয়। তিনি বললেন, না। আববাস (রাঃ) বলেন, তাহ'লে আপনি নিজেই তা তুলে দিন। তিনি বললেন, না। তখন আববাস (রাঃ) তা থেকে কিছু সম্পদ রেখে দিলেন। অতঃপর পুনরায় তা তুলতে চেষ্টা করলেন। (এবারও তুলতে না পেরে) তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! কাউকে আদেশ করুন যেন আমাকে তুলে দেয়। তিনি বললেন, না। আববাস (রাঃ) বললেন, তাহ'লে আপনি তুলে দিন। তিনি বললেন, না। অতঃপর আববাস (রাঃ) আরো কিছু সম্পদ নামিয়ে রাখলেন। এবার তিনি উঠাতে পারলেন এবং তা নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। রাসূল (ছাঃ) তার এই লোভ দেখে এতই বিস্মিত হয়েছিলেন যে, তিনি আববাসের দিকে তাকিয়ে থাকলেন যতক্ষণ না তিনি চোখের আড়াল হ'লেন। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) সেখানে একটি দিরহাম অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত উঠলেন না।[বুখারী হা/৪২১; আবূদাঊদ হা/৩১০১; নাসাঈ হা/৭১০]

এই হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মসজিদে দান-ছাদাক্বার মাল জমা করা ও বণ্টন করা যাবে।

মসজিদ সংশ্লিষ্ট অবৈধ কাজসমূহ

মসজিদ কেন্দ্রিক অনেক অবৈধ কাজ রয়েছে। যা থেকে বেঁচে থাকা যরূরী। নিম্নে কতিপয় উল্লেখ করা হ'ল।–

(১) কবরকে মসজিদ বানানোঃ

বর্তমানে আমাদের দেশে অনেক মসজিদের পার্শ্বেই কবর রয়েছে। কোন কোন মসজিদের নীচেও কবর রয়েছে। আবার কোন কোন কবরকে পাকা করে লাল কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে, যা ইসলামে হারাম। এমনকি মসজিদে কবর থাকলে সেখানে ছালাত নিষিদ্ধ।[আবূদাঊদ হা/৪৯২; তিরমিযী হা/৩১৭; মিশকাত হা/৭৩৭]

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর মুত্যু শয্যায় বলেছেন

لَعَنَ اللهُ اليَهُودَ والنَّصارى، اتَّخَذُوْا قُبُورَ أنْبِيائِهِمْ مَساجِدَ

‘আল্লাহর অভিশাপ ইহুদী ও খৃষ্টানদের প্রতি। তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে’।[বুখারী হা/১৩৯০; মুসলিম হা/৫২৯; মিশকাত হা/৭১২]

আয়েশা (রাঃ) আরো বলেন,

أنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ، وأُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتا كَنِيسَةً رَأَيْنَها بالحَبَشَةِ فيها تَصاوِيرُ، فَذَكَرَتا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ :إنَّ أُولَئِكَ إذا كانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصّالِحُ فَماتَ، بَنَوْا على قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وصَوَّرُوا فيه تِيكَ الصُّوَرَ، أُولَئِكَ شِرارُ الخَلْقِ عِنْدَ اللهِ يَومَ القِيامَةِ

‘একদিন উম্মু হাবীবাহ ও উম্মু সালামা (রাঃ) তাঁর সাথে আলোচনা করলেন যে তাঁরা হাবশায় খৃষ্টানদের একটি গির্জা দেখে এসেছেন। সে গির্জায় নানা ধরনের চিত্র অংকিত রয়েছে। তারা দু’জন এসব কথা নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে উল্লেখ করলেন। তখন তিনি বললেন, তাদের কোন নেককার লোক মারা গেলে তার কবরের উপর মসজিদ তৈরি করত এবং এসব ছবি অংকিত করে রাখত। এরাই ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহর সর্বনিকৃষ্ট সৃষ্টি হিসাবে গণ্য হবে’।[বুখারী হা/৩৮৭৩]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এই বলে আল্লাহর কাছে দো‘আ করতেন,

اللّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِىْ وَثَنًا يُعْبَدُ اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلى قَوْمٍ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

‘হে আল্লাহ! তুমি আমার কবরকে ইবাদতের স্থান বানিও না। আল্লাহর কঠিন রোষানলে পতিত হবে সেই জাতি, যারা তাদের নবীর কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে’।[মুয়াত্ত্বা মালিক হা/৪১৪; মিশকাত হা/৭৫০]

(২) হারানো জিনিসের ঘোষণা দেওয়া :

কারো কোন জিনিস হারিয়ে গেলে মসজিদে বা মসজিদের মাইকে ঘোষণা দেওয়া জায়েয নয়। আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি শুনে অথবা দেখে যে, মসজিদে এসে কেউ তার হারানো জিনিস খুঁজছে, সে যেন বলে, তোমার হারানো জিনিস তুমি যেন না পাও আল্লাহ সেটিই করুন। কারণ হারানো জিনিস খোঁজার জন্য এ ঘর তৈরি করা হয়নি’।[মুসলিম হা/৫৬৮; আবূদাউদ হা/৪৭৩; ইবনু মাজাহ হা/৭৬৭; মিশকাত হা/৭০৬]

বুরায়দাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি মসজিদে হারানো জিনিস অনুসন্ধান করল। সে বলল, লাল বর্ণের উটের প্রতি কে ঘোষণা জানালো? অতঃপর নবী করীম (ছাঃ) বললেন,

لاَ وَجَدْتَ إِنَّمَا بُنِيَتِ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ

‘তুমি যেন (তোমার হারানো জিনিস) না পাও। কেননা মসজিদ তো মসজিদের কাজের জন্য বানানো হয়েছে’।[মুসলিম হা/১১৪৯; ছহীহুল জামে‘ হা/৭৫৬৮]

(৩) মসজিদ নিয়ে গর্ব করা :

মসজিদ আল্লাহর ঘর। তাই মসজিদ নিয়ে বড়াই করা বা গর্ব করা উচিত নয়। আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

لا تقوم الساعة حتى يتبَاهى الناس في المساجد

‘ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না, মানুষেরা মসজিদ নিয়ে পরস্পর গর্ব করবে’।[আবূদাঊদ হা/৪৪৯; নাসাঈ হা/৬৮৯; ছহীহুল জামে‘ হা/৫৮৯৫; মিশকাত হা/৭১৯]

(৪) ক্রয় বিক্রয় করা :

মসজিদ নির্মাণ করা হয়, আল্লাহর ইবাদত করার জন্য, তাঁর যিকির করার জন্য ও আল্লাহর ইবাদতের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী পালনের জন্য। মসজিদ দুনিয়াবী কোন কাজের জন্য বানানো হয়নি। যেমন ক্রয়-বিক্রয় করা, বাযার বসানো ইত্যাদি। আমর ইবনু শু‘আয়ব (রহঃ) তার পিতা হতে, তার পিতা তার দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদে কবিতা আবৃত্তি করতে, ক্রয়-বিক্রয় করতে এবং জুম‘আর ছালাতের পূর্বে বৃত্তাকারে বসতে নিষেধ করেছেন।[আবূদাঊদ হা/১০৭৯; তিরমিযী হা/৩২২; মিশকাত হা/৭৩২]

এমনকি কেউ বেচা-কেনা করলে লাভবান না হওয়ার জন্য দো‘আ করতে বলেছেন।[তিরমিযী হা/১৩২১; ইরওয়া হা/১২৯৫; মিশকাত হা/৭৩৩]

(৫) লাল বাতি জ্বালানো :

অনেক মসজিদে লাল বাতি লাগানো থাকে এবং নীচে লেখা থাকে ‘লাল বাতি জ্বলানো অবস্থায় সুন্নাত আদায় করা নিষেধ’। আর জামা‘আতের দুই/এক মিনিট পূর্বে লাল

বাতি জ্বালিয়ে দেয়া হয় আর মুছল্লীগণ এ অবস্থায় সুন্নাত ছালাতের নিয়ত না করে বসে বসে ফরযের জন্য অপেক্ষা করেন। এটা শরী'আত সম্মত নয়। বরং মুছল্লী যখনই মসজিদে প্রবেশ করবে তখনই দুই রাক'আত সুন্নাত আদায় করবে। সুন্নাত শেষ করার আগেই যদি মুওয়াযযিন ইক্বামত দেয় তখন মুছল্লী সুন্নাত ছেড়ে দিয়ে জামা'আতে শরীক হবে। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন,

إِذا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فلا صَلاةَ إلّا المَكْتُوبَةُ

'যখন ইক্বামত দেওয়া হবে তখন ফরয ছালাত ছাড়া অন্য কোন ছালাত নেই'।[মুসলিম হা/৭১০; আবূদাঊদ হা/১২৬৬]

(৬) অযথা গল্প-গুজব করা :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন

يأتي على النّاسِ زمانٌ يكونُ حديثُهم في مساجدِهم في أمرِ دنياهم، فلا تُجالِسوهم، فليس للهِ فيهم حاجةٌ

'অচিরেই এমন এক সময় আসবে যখন মানুষ মসজিদে বসে নিজেদের দুনিয়াবী কথাবার্তা বলবে। অতএব তোমরা এসব লোকদের গল্প-গুজবে বসবে না। আল্লাহ তা'আলার এমন লোকের প্রয়োজন নেই'।[বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/২৯৬২; হাকিম হা/৭৯১৬; ছহীহাহ হা/১১৬৩; মিশকাত হা/৭৪৩]

(৭) উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা :

মসজিদে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা নিষেধ। সায়িব ইবনু ইয়াযীদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كُنْتُ قائِمًا في المَسْجِدِ فَحَصَبَنِي رَجُلٌ، فَنَظَرْتُ فَإِذا عُمَرُ بنُ الخَطّابِ، فَقالَ :اذْهَبْ فَأْتِنِي بهَذَيْنِ، فَجِئْتُهُ بهِما، قالَ :مَن أنْتُما أوْ مِن أيْنَ أنْتُما؟ قالا :مِن أهْلِ الطّائِفِ، قالَ :لو كُنْتُما مِن أهْلِ البَلَدِ لَأَوْجَعْتُكُما، تَرْفَعانِ أصْواتَكُما في مَسْجِدِ رَسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

'একদা আমি মসজিদে দন্ডায়মান ছিলাম, এমন সময় আমাকে একজন লোক কংকর মারলো। আমি দেখি তিনি ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)। তিনি আমাকে বললেন, যাও- ঐ দু'ব্যক্তিকে আমার নিকট নিয়ে আসো। আমি তাদেরকে নিয়ে আসলাম। তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কোন গোত্রের বা কোথাকার লোক? তারা বলল, আমরা

তায়েফের লোক। ওমর (রাঃ) বললেন, যদি তোমরা মদীনার লোক হতে তাহ'লে আমি তোমাদেরকে নিশ্চয়ই কঠিন শাস্তি দিতাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মসজিদে তোমরা উচ্চৈঃস্বরে কথা বলছ?[বুখারী হা/৪৭০; মিশকাত হা/৭৪৪]

মসজিদে পার্শ্ববর্তী মুছল্লীর অসুবিধা করে উচ্চৈঃস্বরে যিকির করা এমনকি কুরআন তেলাওয়াত করাও নিষেধ। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) মসজিদে ই'তিকাফ করছিলেন। তিনি ছাহাবীদের শুনতে পেলেন তারা উচ্চ আওয়াযে কুরআন তেলাওয়াত করছে। তাদের তেলাওয়াত শুনে তিনি পর্দা খুলে বলেন,

إنَّ المصلِّيَ يُناجي ربَّهُ فلينظُرْ أحدُكُم بما يُناجي بِهِ ربَّهُ ولا يجهَرْ بعضُكُم على بعضٍ بالقراءةِ

'মুছল্লী তার প্রতিপালকের সাথে কানে কানে কথা বলে। সুতরাং তোমাদের প্রত্যেকে যেন লক্ষ্য করে সে তার রবের সাথে কি বলছে। আর তোমাদের কেউ যেন একে অপরের উপরে উচ্চৈঃস্বরে কুরআন তেলাওয়াত না করে'।[আবূদাঊদ হা/১৩৩২; ছহীহুল জামে' হা/৩৭১৪]

(৮) কারুকার্য ও নকশা করা :

জমহুর ওলামায়ে কেরাম মসজিদ কারুকার্যমন্ডিত করাকে অপসন্দ করতেন।[ইবনে তায়মিয়া মাজমূ' ফৎওয়া ২/১৮৩]

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, একদিন নবী করীম (ছাঃ) একখানা নকশা অংকিত কাপড়ে ছালাত আদায় করলেন এবং (ছালাত শেষে) বললেন,

شَغَلَتْنِي أَعْلاَمُ هَذِهِ فَاذْهَبُوا بِهَا إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَائْتُونِي بِأَنْبِجَانِيِّهِ

'এ কাপড়ের নকশা ও কারুকার্য আমার মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে। এটা নিয়ে আবু জাহম-এর কাছে যাও এবং সাদামাটা মোটা চাদরখানা আমাকে এনে দাও'।[বুখারী হা/৭৫২; মুসলিম হা/১১২৫]

ইবনু আববাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন

ما أمرت بتشييد المساجد قال ابن عبَّاس لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى

'মসজিদ সমূহকে উচ্চ ও চাকচিক্যময় করে নির্মাণ করার জন্য আমি আদিষ্ট হইনি। ইবনু আববাস (রাঃ) বলেন, অবশ্যই তোমরা মসজিদগুলোকে চাকচিক্যময় করবে

যেভাবে ইহুদী-খ্রিস্টানরা (গীর্জাকে) চাকচিক্যময় করেছে'।[আবূদাঊদ হা/৪৪৮; মিশকাত হা/৭১৮]

(৯) মসজিদে লাল ও হলুদ রং ব্যবহার করা :

মুছল্লীদের ছালাতে বাধা সৃষ্টি করে এমন কোন কিছু মসজিদে স্থাপন করা যাবে না। এমনকি রঙের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করা যরূরী। আবু সাঈদ (রাঃ) বলেন, মসজিদে নববীর ছাদ ছিল খেজুর গাছের ডালের তৈরী। ওমর (রাঃ) মসজিদ নির্মাণের হুকুম দিয়ে বলেন, আমি লোকদেরকে বৃষ্টি হতে রক্ষা করতে চাই। মসজিদে লাল ও হলুদ রং লাগানো হতে সাবধান থাক, এতে মানুষকে তুমি ফিতনায় ফেলবে'।[বুখারী হা/৪৬৬ এর আলোচনা দ্রঃ]

অনেকে মক্কা-মদীনার ভালেবাসার নিদর্শন হিসাবে মেহরাবের দুই পাশে কা'বা ও মাসজিদুল হারাম অথবা মসজিদে নববীর মিনারের ছবি ব্যবহার করে থাকেন। এমনকি অনেকে মেহরাবের উপরে কালিমা তাইয়েবা বা কালিমা শাহাদত লিখে রাখেন। এটা পরিহার করা যরূরী। কেননা এর ফলে ছালাতের সময় অনেকের মনোযোগ সেদিকে চলে যায়। যা ছালাতের খুশূ-খুযূতে বিঘ্ন ঘটায়।

(১০) জুম'আর ছালাতের পূর্বে মসজিদে বৃত্তাকারে বসা :

জুম'আর দিন ইমামের খুৎবার আগে কোন রকমের মজলিস কায়েম করা বা হালাকার ব্যবস্থা করা নিষেধ। আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

نَهَى عَنِ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ ضَالَّةٌ وَأَنْ يُنْشَدَ فِيهِ شِعْرٌ وَنَهَى عَنِ التَّحَلُّقِ قَبْلَ الصَّلاَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

'রাসূল (ছাঃ) মসজিদে বেচা-কেনা করতে, হারনো বস্ত তালাশ করতে এবং কবিতা আবৃত্তি করতে নিষেধ করেছেন। আর নিষেধ করেছেন জুম'আর দিন ছালাতের পূর্বে মসজিদে গোল হয়ে বসতে'।[আবূদাঊদ হা/১০৭৯; তিরমিযী হা/৩২২; নাসাঈ হা/৭১৩]

অর্থাৎ বিভিন্ন স্থানে গোল হয়ে বসে কথা বলা যাতে, মুছল্লীদের ছালাতে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়।

(১১) সহবাস করা :

মসজিদে স্বামী-স্ত্রী সহবাস করা হারাম। মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ

‘আর তোমরা স্ত্রীগমন করো না যখন তোমরা মসজিদে ই‘তেকাফ অবস্থায় থাক’ (বাক্বারাহ ২/১৮৭)। তবে মসজিদে ই‘তিকাফ অবস্থায় স্ত্রীর সাথে দেখা সাক্ষাৎ, কথা-বার্তা ও খোঁজ-খবর নেওয়াতে কোন অসুবিধা নেই। ছাফিয়া বিনতে হুই (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ই‘তেকাফ অবস্থায় তাঁর খিদমতে উপস্থিত হতেন এবং কোন প্রয়োজনীয় কথা জিজ্ঞেস করার থাকলে তা জিজ্ঞেস করে চলে যেতেন। একদা রাত্রে যখন তিনি চলে যাচ্ছিলেন তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁকে বাড়ীতে পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্য তাঁর সাথে যান। কেননা তাঁর বাড়ী মসজিদে নববী হতে একটু দূরে ছিল। পথে দু’জন আনছার ছাহাবীর (রাঃ) সাথে সাক্ষাৎ হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে তাঁর স্ত্রী দেখে তাঁরা লজ্জিত হন এবং দ্রুত পদক্ষেপে চলতে থাকেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘তোমরা থামো এবং জেনে রাখো যে, এটা আমার স্ত্রী ছাফিয়া বিনতে হুই (রাঃ)। তখন তারা বলেন, সুবহানাল্লাহ (অর্থাৎ আমরা অন্য কোন ধারণা করতে পারি)! রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তখন বলেন

إنَّ الشَّيطانَ يجري مِنْ ابنِ آدمَ مجرى الدَّمِ وإنِّي خشيتُ أن يقذفَ في قلوبِكما شيئًا

‘শয়তান মানুষের শিরায় শিরায় রক্তের ন্যায় চলাচল করে থাকে। আমার আশংকা হ’ল যে, সে তোমাদের অন্তরে কোন কু-ধারণা সৃষ্টি করে করে দেয় কি-না’।[বুখারী হা/৩২৮১; মুসলিম হা/২১৭৫]

এমনকি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ই‘তিকাফ অবস্থায় মসজিদ থেকে মাথা বের করে দিতেন আর আয়েশা (রাঃ) হায়েয অবস্থায় তাঁর মাথা আঁচড়ে দিতেন।[বুখারী হা/৫৯২৫]

(১২) নিজের জন্য নির্দিষ্ট কোন জায়গা নির্ধারণ করা :

আব্দুর রহমান ইবনু শিবল (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন,

نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ وَافْتِرَاشِ السَّبُعِ وَأَنْ يُوَطِّنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ كَمَا يُوَطِّنُ الْبَعِيرُ

‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিষেধ করেছেন কাকের ঠোকরের মত (তাড়াতাড়ি) সিজদাহ করতে, চতুস্পদ জন্তুর ন্যায় বাহু বিছাতে এবং উটের ন্যায় মসজিদের মধ্যে নির্দিষ্ট স্থান নির্ধারণ করে নিতে’।[আবূদাঊদ হা/৮৬২; নাসাঈ হা/১১১১; ইবনু মাজাহ হা/১৪২৯]

(১৩) কাতারের মাঝখানে পিলার বা দেওয়াল রাখা :

বর্তমানে অনেক মসজিদের কাতারের মাঝখানে পিলার দেওয়া হয়, যা দু’জন মুছল্লীর মাঝখানে আড়াল সৃষ্টি করে, এ ধরনের কাজ নিষিদ্ধ। মু‘আবিয়াহ ইবনু কুর্রা তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

كنا نُنهى أن نصُفَّ بين السَّواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

‘রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে আমাদেরকে নিষেধ করা হ’ত আমরা যেন খুঁটির মাঝে ছালাতের কাতার না করি’।[ইবনু মাজাহ হা/১০০২; ছহীহাহ হা/৩৩৫]

মসজিদের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু আহকাম

(১) জামা‘আতে ছালাত আদায় করা : ছালাত আদায় করা যেমন ফরয তেমনি প্রত্যেক পুরুষের জন্য জামা‘আতে ছালাত আদায় করাও যরূরী। মসজিদ হ’ল জামা‘আতে ছালাত আদায়ের অন্যতম স্থান। মহান আল্লাহ বলেন,

وَأَقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ

‘তোমরা ছালাত কায়েম কর ও যাকাত আদায় কর এবং রুকূকারীদের সাথে রুকূ কর’ (বাক্বারাহ ২/৪৩)। উবাই ইবনু কা‘ব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের সাথে ফজরের ছালাত আদায় করার পর বললেন, অমুক হাযির আছে কি? ছাহাবীগণ বললেন, না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, এ দুই ওয়াক্ত (ফজর ও এশা) ছালাতই মুনাফিকদের জন্য বেশী ভারী হয়ে থাকে। তোমরা যদি এ দুই ওয়াক্ত ছালাতে কি পরিমাণ ছওয়াব রয়েছে তা জানতে তাহ’লে হামাগুড়ি দিয়ে হ’লেও জামা‘আতে শামিল হতে। জামা‘আতের প্রথম কাতার ফেরেশতাদের কাতারের সমতুল্য। তোমরা যদি এর ফযীলত সম্পর্কে জানতে, তাহ’লে অবশ্যই তোমরা এজন্য প্রতিযোগিতা করতে। নিশ্চয়ই দু’জনের জামা‘আত একাকী ছালাত আদায়ের চেয়ে

উত্তম। তিনজনের জামা'আত দু'জনের জামা'আতের চেয়ে উত্তম। জামা'আতের লোক সংখ্যা যত বেশী হবে মহান আল্লাহর নিকট তা ততই বেশী পসন্দনীয়।[মুসলিম হা/৬৫১; আবূদাঊদ হা/৫৫৪]

(২) ইক্বামত দেওয়ার পরে সুন্নাত না পড়া : মসজিদে সুন্নাত আদায় অবস্থায় যদি ইক্বামত আরম্ভ হয়, তখন সুন্নাত ছালাত ছেড়ে দিতে হবে এবং জামা'আতে শরীক হতে হবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوْبَةَ

'ছালাতের ইক্বামত দেয়া হ'লে ফরয ছালাত ব্যতীত অন্য কোন ছালাত নেই'।** 'অনেকে ফজরের জামা'আত শুরু হওয়ার পরও দ্রুত দু'রাক'আত সুন্নাত আদায় করেন। অথচ ইতিমধ্যে ফরযের এক বা দু'রাক'আত শেষ হয়ে যায়। এটি তারা এই ভেবে করেন যে, এই দুই রাক'আত সুন্নাত ফরযের আগেই আদায় করতে হবে নতুবা সূর্যোদয়ের পরে আদায় করতে হবে। অথচ এটা সঠিক নয়। মুহাম্মাদ ইবনু ইব্রাহীম (রহঃ) ক্বায়েস ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) এক লোককে দেখলেন যে, সে ফজরের ছালাতের পর দু'রাক'আত ছালাত আদায় করছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন, ছালাত দু'রাক'আত, দু'রাক'আত। তখন ঐ ব্যক্তি বলল, ফজরের ফরয ছালাতের পূর্বের দু'রাক'আত ছালাত আমি আদায় করিনি। সে ছালাতই এখন আদায় করছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তখন চুপ থাকলেন'।[মুসলিম হা/৭১০; মিশকাত হা/১০৫৮]

(৩) মূল জামা'আত হয়ে যাওয়ার পর পুনরায় জামা'আত কায়েম করা যায় : অনেকের ধারণা মসজিদে মূল জামা'আত হয়ে যাওয়ার পর আর কোন জামা'আত করা যাবে না। কারণ এর মাধ্যমে অনেকে প্রথম জামা'আতকে গুরুত্ব দিবে না। এ ধারণা ঠিক নয়। বরং প্রথম জামা'আত হয়ে যাওয়ার পর লোকজন থাকলে দ্বিতীয় জামা'আত করতে পারবে এবং সেক্ষেত্রে দ্বিতীয় জামা'আতে ইক্বামতও দিবে।[শায়খ উছায়মীন, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ১৫/৮৩-৮৪; আব্দুল্লাহ বিন বায, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ১২/১৬৬] আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَبْصَرَ رَجُلاً يُصَلِّي وَحْدَهُ فَقَالَ أَلاَ رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ

‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক ব্যক্তিকে একাকী ছালাত আদায় করতে দেখে বললেন, এ লোকটিকে ছাদাক্বাহ করার মত কি এমন কেউ নেই যে তার সাথে ছালাত আদায় করবে’।[আবূদাঊদ হা/৫৭৪; ছহীহুল জামে‘ হা/২৬৫২]

আল্লামা নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) এ হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেন, ‘অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এক মসজিদে একাধিক জামা‘আত হতে পারে এবং জামা‘আতে ছালাত আদায়কারী ব্যক্তিও অন্যের সাথে পুনরায় জামা‘আত করতে পারেন’।[মিশকাত ১১৪৬ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রঃ]

ইমাম বুখারী (রহঃ) তাঁর বিখ্যাত হাদীছগ্রন্থ ছহীহুল বুখারীর ‘কিতাবুল আযানে’

باب اثنان فما فوقهما جماعة

‘দু’জন বা ততোধিক ব্যক্তি হ’লেই জামা‘আত শিরোনামে’ অধ্যায় রচনা করেছেন। অতঃপর তিনি নিমেণর হাদীছটি নিয়ে এসেছেন। মালিক ইবনু হুওয়াইরিস (রাঃ) সূত্রে নবী করীম (ছাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

إِذا حَضَرَتِ الصَّلاةُ، فأَذِّنا وأَقِيْما، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا

‘ছালাতের সময় হ’লে তোমাদের দু’জনের একজন আযান দিবে এবং ইক্বামত বলবে। অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে বয়সে অধিক বড় সে ইমামতি করবে’।[বুখারী হা/৬৫৮; মুসলিম হা/৬৭৪]

সুতরাং যখন দুই বা তার বেশী লোক ছালাত আদায়ের জন্য একত্রিত হবে তখনই জামা‘আত করে ছালাত আদায় করবেন।

(৪) মসজিদে ঈদের ছালাত আদায় : ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের ছালাত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সর্বদা খোলা মাঠে আদায় করেছেন। যদিও মসজিদে নববী পৃথিবীর তিনটি গুরুত্বপর্ণ মসজিদের অন্যতম এবং এখানকার এক ছালাত হাযার ছালাতের চেয়ে উত্তম। তবে ওযর বশত মসজিদে ঈদের ছালাত আদায় করা যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বৃষ্টির কারণে এক বছর মসজিদে নববীতে ঈদের ছালাত আদায় করেছিলেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَنَّه أَصَابَهُمْ مَطَرٌ فِيْ يَوْمِ عِيْدٍ فَصَلّى بِهِمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الْعِيْدِ فِي الْمَسْجِدِ

‘একবার ঈদের দিন সেখানে বৃষ্টি হচ্ছিল। তাই নবী করীম (ছাঃ) তাদের সবাইকে নিয়ে মসজিদে ঈদের ছালাত আদায় করলেন’।[আবূদাঊদ হা/১১৬০; ইবনু মাজাহ হা/১৩১২; মিশকাত হা/১৪৪৮]

কিন্তু দুঃখজনক যে, আমাদের দেশে অনেক এলাকায় বৃষ্টি বিহীন আবহাওয়ায় এবং মাঠ থাকার পরেও তারা মসজিদে ঈদের ছালাত আদায় করে থাকে, যা সুন্নাতের সুস্পষ্ট লংঘন।

(৫) সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের ছালাত : সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের ছালাত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদে আদায় করেছেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হ’লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদের দিকে বের হন। তিনি আল্লাহু আকবার বলে ছালাত আরম্ভ করেন এবং লোকজন তাঁর পিছনে কাতারবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে যান। অতঃপর তিনি লম্বা ক্বিরাআত পাঠ করেন, তারপর তাকবীর বলে রুকূতে গিয়ে দীর্ঘক্ষণ তাতে অতিবাহিত করেন। এরপর মাথা তুলে ‘সামি‘আল্লাহু লিমান হামিদাহ, রববানা ওয়ালাকাল হামদ’ বলে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যান। অতঃপর আবার লম্বা ক্বিরাআত পড়েন, তবে তা প্রথমবারের চেয়ে কম দীর্ঘ ছিল। অতঃপর তাকবীর বলে দীর্ঘক্ষণ রুকূ‘ করেন, তবে তা প্রথমবারের চেয়ে কম দীর্ঘ ছিল। অতঃপর ‘সামি‘আল্লাহু লিমান হামিদাহ, রববানা ওয়ালাকাল হামদ’ বলেন। অতঃপর দ্বিতীয় রাক‘আতেও অনুরূপ করেন। এভাবে পুরো ছালাত চার রুকূ ও চার সিজদাহ সহকারে আদায় করেন। ছালাত শেষে প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই সূর্য গ্রহণ মুক্ত হয়ে যায়’।[বুখারী হা/১০৬৬; আবূদাঊদ হা/১১৮০]

(৬) মসজিদে জানাযার ছালাত আদায় করা : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ওযর ব্যতীত মসজিদের বাইরে জানাযার ছালাত আদায় করতেন। তবে মসজিদে জানাযার ছালাত আদায়ে কোন সমস্যা নেই।[ফিকহুস সুন্নাহ (বৈরূত : দারুল ফিকর, ২য় সংস্করণ ১৯৯৮ খ্রিঃ) ১/৩৯২]

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন

مَنْ صَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ، فَلاَ شَيْءَ لَهُ

'যে ব্যক্তি মসজিদের ভিতরে জানাযার ছালাত পড়ে তার কোন গুনাহ নেই'।[আবূদাঊদ হা/৩১৯১; ইবনু মাজাহ হা/২১১৭; ছহীহাহ হা/২৩৫১]

আবু সালামাহ ইবনু আব্দুর রহমান (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সা'দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাছ (রাঃ) মৃত্যুবরণ করলে (তাঁর লাশ বাড়ী হতে দাফনের জন্য আনার পর) আয়েশা (রাঃ) বললেন, তার জানাযা মসজিদে নিয়ে আস, তাহ'লে আমিও জানাযা আদায় করতে পারব। লোকেরা (জানাযা মসজিদে আনতে) অস্বীকার করলেন (কারণ তারা ভাবলেন, মসজিদে জানাযার ছালাত কিভাবে আদায় করা যেতে পারে)। তখন আয়েশা (রাঃ) বলেন,

وَاللهِ لَقَدْ صَلَّى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى ابْنَيْ بَيْضَاءَ فِي الْمَسْجِدِ :سُهَيْلٍ وَأَخِيهِ

'আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 'বায়যা' নামক মহিলার দু'ছেলে সুহায়ল ও তার ভাইয়ের জানাযার ছালাত মসজিদে আদায় করিয়েছিলেন'।[মুসলিম হা/৯৭৩; আবূদাঊদ হা/৩১৯০; মিশকাত হা/১৬৫৬]

(৭) মসজিদে নফল ছালাত আদায় করার হুকুম : মসজিদ মূলত ফরয ছালাত জামা'আতে আদায় করার স্থান। আর নফল ছালাত আদায় করার উত্তম স্থান হ'ল বাড়ী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা তোমাদের ঘরগুলো কবরে পরিণত কর না। (ঘরেও কিছু সুন্নাত বা নফল ছালাত আদায় কর)।[বুখারী হা/৪৩২; তিরমিযী হা/৪৫১; নাসাঈ হা/১৫৯৮; ইবনু মাজাহ হা/১৩৭৭]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, হে লোক সকল! তোমরা নিজ নিজ ঘরেই নফল ছালাত আদায় করবে। কেননা ফরয ছালাত ব্যতীত তোমাদের বাড়িতে আদায়কৃত ছালাতই সর্বোৎকৃষ্ট'।[বুখারী হা/৭২৯০; মুসলিম হা/১৭০২; আবূদাঊদ হা/১৩০১; তিরমিযী হা/৪৫০; নাসাঈ হা/১৬০২]

তবে মসজিদেও কেউ ইচ্ছা করলে নফল ছালাত আদায় করতে পারবেন। জুম'আর ছালাতের ব্যাপারে বলা হয়েছে,

مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا

‘তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি জুম‘আর ছালাতের পর ছালাত আদায় করতে চায় সে যেন চার রাক‘আর আদায় করে’।[তিরমিযী হা/৫২৩]

এছাড়াও মাগরিবের আযানের পরে দু’রাক‘আত আদায় করা, জুম‘আর আগে ছালাত আদায় করা এবং তারাবীর ছালাত মসজিদে আদায় করার প্রমাণ পাওয়া যায়’।[বুখারী হা/১১২৯; আবূদাঊদ হা/১২৪৩; নাসাঈ হা/১৬০৭]

(৮) মসজিদ স্থানান্তর করা যাবে এবং সেই স্থান অন্য কাজে ব্যবহার করা যাবে : কোন স্থানে কখনো মসজিদ নির্মাণ করা হ’লে এবং ছালাত আদায় করা হ’লে পরবর্তীতে প্রয়োজনে সেই স্থান থেকে মসজিদ অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া যাবে এবং সেই স্থানকে যে কোন ভাল কাজে ব্যবহার করা যাবে। ওমর (রাঃ)-এর যুগে কূফার দায়িত্বশীল ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ)। একদা মসজিদ হতে বায়তুল মাল চুরি হয়ে গেলে সে ঘটনা ওমর (রাঃ)-কে জানানো হয়। তিনি মসজিদ স্থানান্তর করার নির্দেশ দেন। ফলে মসজিদ স্থানান্তরিত হয় এবং পূর্বের স্থান খেজুর বিক্রির বাযারে পরিণত হয়।[ইমাম তাবারাণী, আল-মু‘জামুল কাবীর হা/৮৮৫৪; ফাতওয়া ইবনে তায়মিয়াহ ৩১/২১৭ পৃঃ; ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/৩১২]

উল্লেখ্য যে, ছহীহুল বুখারী ২৭৬৪নং হাদীছে ‘ওয়াক্বেফর সম্পত্তি বিক্রি করাও যাবে না এবং হেবাও করা যাবে না’ মর্মে যে বর্ণনা এসেছে তার প্রেক্ষিতে কোন কোন আলেম মনে করেন ‘যেহেতু মসজিদের সম্পত্তি ওয়াক্ফকৃত, তাই তাকে পরিবর্তন করা যাবে না’। উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যা এ রকম নয়। কারণ ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) একথার উত্তরে বলেন, ‘ওয়াক্বেফর সম্পত্তি বিক্রি করে তার চেয়ে উন্নতমানের সম্পত্তি ক্রয় করলে ওয়াক্ফকে নষ্ট করা হয় না বা পরিবর্তন করাও হয় না। যেমন জিহাদের জন্য ওয়াক্ফকৃত ঘোড়া বৃদ্ধ হয়ে গেলে সেটা বিক্রি করে তার চেয়ে উন্নতমানের ঘোড়া ক্রয় করে জিহাদের জন্য রেখে দিলে তাতে ওয়াক্বেফর কোন পরিবর্তন হয় না; বরং আরো উত্তম হয়’।[ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ‘ ফাতাওয়া ৩১/২১৪]

(৯) কবর সরিয়ে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করা যাবে : কোন স্থানে কবর থাকলে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করা যাবে না। তবে কবর সরিয়ে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করা

যাবে। মসজিদে নববী নির্মাণ প্রসঙ্গ উল্লেখ করে আনাস (রাঃ) বলেন, ‘আমি তোমাদেরকে বলছি, এখানে মুশরিকদের কবর ও ভগ্নাবশেষ ছিল। আর ছিল খেজুর গাছ। নবী করীম (ছাঃ)-এর নির্দেশে মুশরিকদের কবর খুঁড়ে ফেলা হ’ল, অতঃপর ভগ্নাবশেষ সমতল করে রাখা হ’ল, খেজুর গাছগুলো কেটে ফেলা হ’ল অতঃপর মসজিদের কিবলায় সারিবদ্ধ করে রাখা হ’ল এবং তার দুই পাশে পাথর বসানো হ’ল।[বুখারী হা/৪২৮; নাসাঈ হা/৭০২]

(১০) বিধর্মীরা প্রয়োজনে মসজিদে প্রবেশ করতে পারবে : মসজিদ মুসলিমদের ইবাদতের জায়গা। যেখানে মুশরিক অন্য ধর্মের লোকদের প্রবেশ নিষেধ। তবে বিশেষ প্রয়োজনে মসজিদে বির্ধমীরা প্রবেশ করতে পারবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) কয়েকজন অশ্বারোহী মুজাহিদকে নজদের দিকে পাঠালেন। তারা বনু হানীফা গোত্রের ছুমামাহ ইবনু উছাল নামক এক ব্যক্তিকে নিয়ে এসে তাকে মসজিদের খুঁটির সাথে বেঁধে রাখলেন। নবী করীম (ছাঃ) তার নিকটে গেলেন এবং বললেন, ছুমামাকে ছেড়ে দাও। (ছাড়া পেয়ে) তিনি মসজিদে নববীর নিকটবর্তী এক খেজুর বাগানে গিয়ে সেখানে গোসল করলেন, অতঃপর মসজিদে প্রবেশ করে বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহর রাসূল।[বুখারী হা/৪৬২]

তবে মসজিদে হারাম বা বায়তুল্লায় কাফেরদের প্রবেশ করা সম্পূর্ণ নিষেধ (তাওবা ৯/২৮)।

(১১) বহুতল বিশিষ্ট মসজিদের নীচতলায় দোকান করে ভাড়া দেওয়া যাবে : মসজিদের কল্যাণার্থে বৈধ ব্যবসা পরিচালনার জন্য উপরে মসজিদ রেখে নীচে দোকান ভাড়া দেওয়া যাবে। ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, ‘মসজিদের নীচে দোকানপাট তৈরী করা যায়। তাতে কোন দোষ নেই।[মাজমূ‘ ফাতওয়া ৩১/২১৮] মিয়াঁ নাযীর হুসইন দেহলভী (রহঃ) বলেন, ‘মসজিদের কল্যাণার্থে নীচে ও উপরে দোকানপাট করা যায়’।[ফাতাওয়া নাযীরিয়াহ ১/৩৬৭ পৃঃ]

মসজিদ সংক্রান্ত কিছু প্রচলিত ভুল ধারণা

মসজিদ তৈরির উদ্দেশ্য সালাত আদায়, আল্লাহর যিকির, দীনের আলোচনা ইত্যাদি। মসজিদের বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ وَالصَّلاَةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

"এগুলো শুধু আল্লাহর যিকির, সালাত ও কুরআন তিলাওয়াতের জন্য"। [মুসলিম, আস-সহীহ ১/২৩৬]

বর্তমান আমাদের সমাজে মসজিদ সংক্রান্ত কিছু প্রচলিত কথা ছড়িয়ে আছে, যা প্রায়ই লোকমুখে শোনা যায়। যেমন-

(১) মসজিদে সাধারণ জাগতিক কথাবার্তা বলার নিষেধাজ্ঞাঃ

মসজিদের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় করতে এবং হারানো বা পলাতক কিছু খোঁজ করতে, উচ্চস্বরে কথা বলতে বা চিৎকার করতে হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে।[বুখারী, আস-সহীহ ১/১৭৯; মুসলিম, আস-সহীহ ১/৩৯৭; তিরমিযী, আস-সুনান ৩/৬১০; ইবনু খুযাইমা, আস-সহীহ ২/২৭৪; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ২/৬৫; বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা ২/৪৪৭]

এ ছাড়া সাধারণ জাগতিক কথাবার্তা বলার কোনো সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা কোনো সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয় নি। সাহাবীগণ মসজিদের মধ্যেই কবিতা পাঠ করতেন, জাহিলী যুগের গল্প-কাহিনী আলোচনা করতেন। জাবির (রা) বলেন:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ جَلَسَ فِي مُصَلاَّهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَيَتَحَدَّثُ أَصْحَابُهُ وَيَذْكُرُونَ حَدِيثَ الْجَاهِلِيَّةِ وَيُنْشِدُونَ الشِّعْرَ وَيَضْحَكُونَ وَيَتَبَسَّمُ ﷺ.

"রাসূলুল্লাহ ﷺ যে স্থানে ফজরের সালাত আদায় করতেন সেখানে সূর্যোদয় পর্যন্ত বসে থাকতেন। সূর্যোদয়ের পরে তিনি উঠতেন। তাঁর বসা অবস্থায় সাহাবীগণ কথাবার্তা বলতেন, জাহেলী যুগের কথা আলোচনা করতেন, কবিতা পাঠ করতেন এবং হাসতেন। আর তিনি শুধু মুচকি হাসতেন।" [সহীহ মুসলিম ১/৪৬৩, নং ৬৭০, নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা ১/৪০৪, ৬/৫১]

আমাদের দেশে প্রচলিত কয়েকটি জাল হাদীসে মসজিদের মধ্যে 'দুনিয়ার কথা' বলার কঠিন নিন্দা করা হয়েছে। একটি জাল হাদীস নিম্নরূপ:

مَنْ تَكَلَّمَ بِكَلاَمِ الدُّنْيَا فِيْ الْمَسْجِدِ أَحْبَطَ اللهُ أَعْمَالَهُ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً

"যে ব্যক্তি মসজিদের মধ্যে 'দুনিয়াবী কথা' বলবে, আল্লাহ তার চল্লিশ বছরের আমল বাতিল বা বরবাদ করে দিবেন।"

আল্লামা সাগানী, তাহির পাটনী, মোল্লা আলী কারী, আজলূনী প্রমুখ মুহাদ্দিস একবাক্যে হাদীসটিকে জাল বলেছেন। মোল্লা কারী বলেন: "এ কথাটি যেমন সনদগতভাবে বাতিল, তেমনি এর অর্থও বাতিল।" [সাগানী, আল-মাউদূ'আত, পৃ ৩৯; তাহির পাটনী, তাযকিরাতুল মাউদূ'আত, পৃ ৩৬; মোল্লা কারী, আল-আসরার পৃ. ২২৭; আল-মাসনূ, পৃ. ১৪৭; শাওকানী, আল-ফাওয়াইদ ১/৪৪]

অনুরূপ আরেকটি জাল ও বানোয়াট কথা:

اَلْحَدِيْثُ فِيْ الْمَسْجِدِ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ الْبَهِيْمَةُ الْحَشِيْشَ

"মসজিদে কথাবার্তা নেক আমল খায়, যেরূপ পশু ঘাস-খড় খায়।"

একই অর্থে আরেকটি জাল ও ভিত্তিহীন কথাঃ

اَلْكَلاَمُ فِيْ الْمَسْجِدِ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ

"মসজিদে কথাবার্তা নেক আমল খায়, যেরূপ আগুন কাঠ খায়।" কোনো কোনো প্রসিদ্ধ আলিম জনশ্রুতির উপর নির্ভর করে এ বাক্যটিকে হাদীস হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আল্লামা ইরাকী, ফাইরোযআবাদী, তাহির পাটনী, মোল্লা আলী কারী ও অন্যান্য সকল মুহাদ্দিস একমত যে, এ বাক্যটি বানোয়াট, ভিত্তিহীন ও সনদহীন একটি কথা যা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর নামে বলা হয়েছে। [তাহির পাটনী, তাযকিরাতুল মাউদূ'আত, পৃ. ৩৬; মোল্লা আলী কারী, আল-আসরার, পৃ. ১১৩; আল-মাসনূ, পৃ. ৬৩; শাওকানী, আল-ফাওয়াইদ ১/৪৪]

(২) মসজিদে বেশি কথা বললে ফিরিশতারা লানত করেঃ

إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الْمَسْجِدَ فَأَكْثَرَ مِنْ الْكَلَامِ تَقُوْلُ لَهُ الْمَلَائِكَةُ :أُسْكُتْ يَا وَلِيّ اللهِ، فَإِنْ زَادَ تَقُوْلُ :أُسْكُتْ يَا بَغِيضَ اللهِ، فَإِنْ زَادَ تَقُوْلُ :أُسْكُتْ عَلَيْكَ لَعْنَةُ اللهِ.

কোনো ব্যক্তি যখন মসজিদে এসে বেশি কথা বলে তখন ফিরিশতারা বলে, হে আল্লাহর ওলী! চুপ কর। যদি আরো বেশি কথা বলে তখন বলে, হে আল্লাহর দুশমন! চুপ কর। তার পরও যদি সে ক্ষান্ত না হয় বলে, তোমার উপর আল্লাহর লানত, চুপ কর।

এটি লোকমুখে হাদীস হিসেবে প্রসিদ্ধ; কিন্তু এটি কোনো হাদীস নয়, কোনো হাদীসের ভাষ্যও নয়। নির্ভরযোগ্য কোনো সূত্রে তা পাওয়া যায় না। কোনো কোনো কিতাবে যদিও এটিকে নবীজীর হাদীস হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু বাস্তবে এটি নবীজীর হাদীস নয়; এর কোনো সনদই খুঁজে পাওয়া যায় না।

শায়েখ মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ আশশাকীরী রাহ. তাঁর কিতাব 'আসসুনানু ওয়াল মুবতাদিআত'-এ বর্ণনাটি উল্লেখ করে বলেন-

هُوَ حَدِيث مَكْذُوب مَوْضُوع مفترى.

এটি একটি মিথ্যা ও বানোয়াট বর্ণনা। (দ্র. আসসুনানু ওয়াল মুবতাদিআত, পৃ. ৫৩) আমাদের দেশে এটি আরেকভাবেও প্রসিদ্ধ আছে তা হল, প্রথমে ফিরিশতা বলে, 'আপনি চুপ করুন' তারপর বলে, 'তুমি চুপ কর'। তারপর বলে, 'তুই চুপ কর'। অথচ আরবী ভাষায়, 'আপনি, তুমি, তুই'-এর ব্যবহার নেই। আর মসজিদে দুনিয়াবী কথা বলা যাবে কি যাবে না- এক্ষেত্রে মৌলিক কথা হল, মসজিদ নামায ও আল্লাহ তাআলার যিকিরের জন্যই প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

মসজিদকে দুনিয়াবী কথাবার্তা ও কাজকর্মের স্থান বানানো অথবা এ উদ্দেশ্যে মসজিদে জমায়েত হওয়া নাজায়েয। তবে কোনো দ্বীনী কাজের জন্য মসজিদে যাওয়ার পর প্রসঙ্গক্রমে দুনিয়াবী কোনো বৈধ কথাবার্তা বলা জায়েয। এর বৈধতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামের আমল দ্বারা প্রমাণিত। (দ্র. সহীহ বুখারী ১/৬৩,৬৪, ও ৬৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৬৭০; রদ্দুল মুহতার ১/৬৬২) তবে এক্ষেত্রেও খেয়াল রাখতে হবে, তা যেন উঁচু আওয়াজে না হয় এবং কারো আমলে ব্যাঘাত না ঘটে। এমনকি মসজিদে কুরআন তিলাওয়াতও এমন আওয়াজে করা যাবে না, যে কারণে অন্য মুসল্লির আমলে ব্যাঘাত ঘটে। আবু সাঈদ খুদরী রা. বর্ণনা বলেন-

اعْتَكَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ، فَسَمِعَهُمْ يَجْهَرُونَ بِالْقِرَاءَةِ، فَكَشَفَ السِّتْرَ، وَقَالَ :أَلَا إِنَّ كُلَّكُمْ مُنَاجٍ رَبَّهُ، فَلَا يُؤْذِيَنَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، وَلَا يَرْفَعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْقِرَاءَةِ، أَوْ قَالَ :فِي الصَّلَاةِ.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ইতিকাফের সময় সাহাবীদেরকে (নামাযে অথবা নামাযের বাইরে) উঁচু আওয়াজে তিলাওয়াত করতে শুনলেন। তখন পর্দা সরিয়ে বললেন, প্রত্যেকেই তার রবের সাথে একান্তে কথা বলে; সুতরাং কেউ যেন কাউকে কষ্ট না দেয়- একে অপরের চেয়ে উঁচু আওয়াজে তিলাওয়াত না করে। [সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১৩৩২]

(৩) কিয়ামতের দিন মসজিদসমূহ বগির মত কা'বার সাথে মিলিত হবেঃ

কিয়ামতের দিন গোটা পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে, তবে মসজিদগুলো ধ্বংস হবে না। সেগুলো একটি আরেকটির সাথে যুক্ত হবে। কোনো কোনো মানুষ আরেকটু বৃদ্ধি করে এভাবেও বলেন, ...মসজিদগুলো ধ্বংস হবে না বরং ট্রেনের বগির মত একটি আরেকটির সাথে যুক্ত হয়ে কা'বার সাথে গিয়ে মিলিত হবে। এটি একটি জাল বর্ণনা, যা আছরাম ইবনে হাওশাব কর্তৃক জালকৃত। ইবনুল জাওযী রাহ. তাঁর মাউযূআত কিতাবে বলেন-

هَذَا حَدِيث لَا يَصح، وَالْمُتَّهَم بِهِ أَصْرَم.

এটি একটি জাল বর্ণনা, যা আছরাম কর্তৃক জালকৃত। -কিতাবুল মাউযূআত ২/৯৪ জালালুদ্দীন সুয়ূতী রাহ., ইবনে আররাক রাহ., শাওকানী রাহ., মুহাম্মাদ ইবনে তাহের আলফাত্তানী রাহ. প্রমুখ হাদীস বিশারদ উলামায়ে কেরামও এটাকে জাল বলে আখ্যায়িত করেছেন। -আললাআলিল মাছনূআহ ২/১৬; তানযীহুশ শারীআহ ২/৭৯; আলফাওয়াইদুল মাজমূআহ পৃ. ২৩; তাযকিরাতুল মাউযূআত পৃ. ৩৭।

উপসংহার

মসজিদ প্রতিটি মুমিনের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সে পাঁচ বার তার রবের ডাকে সাড়া দিয়ে মসজিদে আসে। যেই জায়গায় সে তার রবের সাথে আলাপচারিতা করে সেটা আসলেই অনেক দামী ও আবেগের জায়গা। এটি জন্য এটি তার কাছে একটি জীবন্ত প্রতিষ্ঠান। তার জীবনের সবক্ষেত্রে এর গভীর প্রভাব রয়েছে। মসজিদ শুধু ইবাদত-বন্দেগির জন্য নয়, এটি একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও বটে। হাদিসের ভাষ্য অনুযায়ী দুনিয়ার সর্বোৎকৃষ্ট স্থান হলো মসজিদ। ইসলামের যাবতীয় শিক্ষা ও সামাজিক বিষয়াদী থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা লাভ করার স্থান হচ্ছে মসজিদ।

মসজিদে নিয়মিত নামাজ আদায়, কুরআন শিক্ষা ও ধর্মীয় আলোচনার মাধ্যমে মুসলমানরা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করেন এবং তাদের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নতি সাধন করেন। তাই, মসজিদ প্রতিষ্ঠা শুধু দুনিয়ার কল্যাণ নয়, আখিরাতেও মুক্তির পথ প্রশস্ত করে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে মসজিদ প্রতিষ্ঠা ও তার হকসমূহ আদায় করার তাওফিক দান করুন। আমিন।